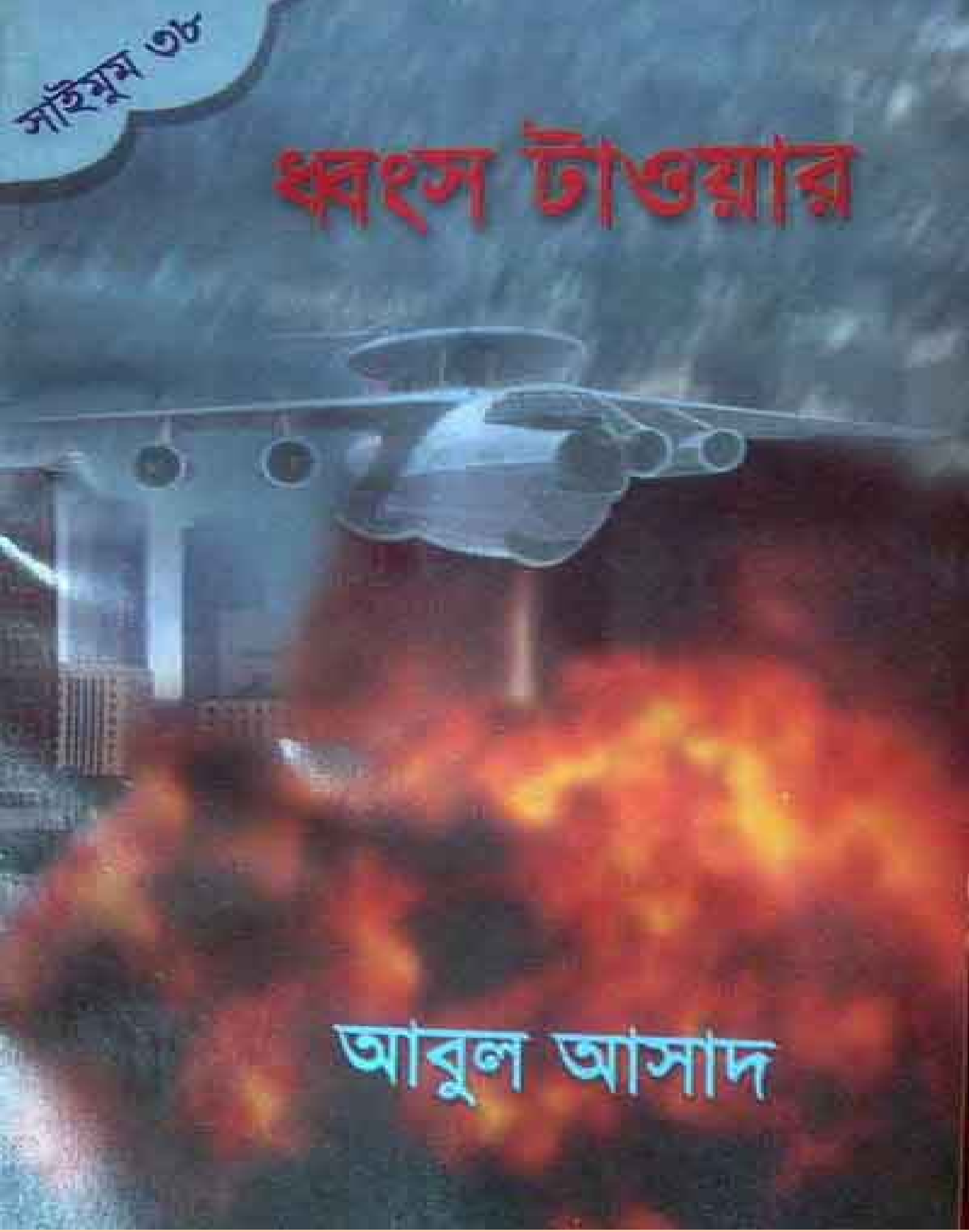
সাইমুম ৩৮
ধ্বংস টাওয়ার
আবুল আসাদ

Taken From: saimumseries.com

More Books: priyoboi.blogspot.com

১

রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটি নিউইয়র্ক-এর অভ্যর্থনা কক্ষ। ক্লান্ত দেহটা সোফায় এলিয়ে বসে আছে আহমদ মুসা। ড. হাইম হাইকেল এই ইউনিভার্সিটির ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের প্রধান রাব্বি। ড. হাইম হাইকেলের সাথে দেখা করতে চায় আহমদ মুসা। এই খবর সে পাঠিয়েছে মিনিট পাঁচেক আগে। ড. হাইম হাইকেল আসবেন, অথবা ভেতরে তার ডাক আসবে, এরই অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

শান্ত, নিস্পৃহভাবে বসে থাকলেও বুকটা আহমদ মুসার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে অনেকটাই অস্থির।

আহমদ মুসার এই নতুন আমেরিকান মিশনে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলই তার প্রাইম টার্গেট, প্রধান অবলম্বন। নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রোসি টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটনে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কামাল সুলাইমানদের স্পুটনিক যে সত্যের সন্ধান পায় তার প্রধান সাক্ষী এই ধর্মনেতা ইহুদী জগতের বিশিষ্ট রাব্বি ড.হাইম হাইকেল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার, লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার, ধ্বংস হয় বিস্ময়কর অভূতপূর্ব এক আক্রমণে। এর জন্যে

দায়ী করা হয় একটি মুসলিম গ্রুপকে। সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় সব মুসলমানকেই। তারপর মুসলিম বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বংস-বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে যায়। মুসলমানদের অনেকেই একে তাদের অপরিণামদর্শী কিছু সদস্যের অপরাধ থেকে সৃষ্ট ভ্যগ্যলেখা হিসাবে মেনে নেয়। আবার অনেকেই একে গোপন ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়া ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। দীর্ঘ বিশ বছর পর এই শেষোক্ত ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কামাল সুলাইমানদের গোয়ান্দা সংস্থা ‘স্পুটনিক’ এই ব্যাপারে সত্য উদঘাটনের জন্যে অনুসন্ধান শুরু করে। সন্ধান পায় তারা এক গোপন ষড়যন্ত্রের। অনেক দলিল-দস্তাবেজ তারা যোগাড় করে এর সমর্থনে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল ছিল ইহুদী সিনাগগের কনফেশন টেবিলে ‘সর্বশক্তিমান ও শেষ দিনের বিচারক’ ‘জিহোবা’র সামনে পেশ করা ‘কনফেশন’-এর একটি অডিও টেপ। এই কনফেশনে তিনি নিউইয়র্কের টাওয়ার ধ্বংসে তার অপরাধ অংশের কথা স্বীকার করেছিলেন। এই কনফেশন ঘটনাক্রমেই রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল এবং ঘটনাক্রমেই সে টেপের একটি কপি কামাল সুলাইমানরা পেয়ে যায়। কিন্তু টাওয়ার ধ্বংসে তাদের সামনে ইহুদীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রমাণের জন্য এই কনেফেশন যথেষ্ট নয়। এজন্য যে তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন তা যোগাড়ে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের পক্ষেই সাহায্য করা সম্ভব। এই ষড়যন্ত্রের জগতে প্রবেশের পথে সেই একমাত্র প্রত্যক্ষ সোর্স। এ কারণেই আহমদ মুসা ছুটে এসেছে তার কাছে।

রাব্বি ড.হাইম হাইকেল লোকটি কেমন সে আহমদ মুসাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, কনফেশনের টেপের কথা স্বীকার করতে রাজি হবে কিনা, ইত্যাদি ভাবনাপীড়িত দুরু দুরু মন নিয়ে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পরণে কালো হ্যাট, কালো লম্বা কোট। এটাই হাসিডিক ইহুদীদের পোশাক। রাব্বি ড. হাইম হাইকেলও হাসিডিক পন্থী ইহুদী। অবশ্যই ড. হাইম হাইকেল পৈতৃক সূত্রেই ছিলেন ‘হাসকলা’ পন্থী ইহুদী। হাসকলারা বাইরের জীবনে ধর্মের ভূমিকাকে তেমন একটা আমল দেয় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবনকে ও জাতিকে সমৃদ্ধ করাকেই এরা প্রধান কর্তব্য মনে করে।

অন্যদিকে হাসিডিকরা লেখাপড়া চর্চার চাইতে ‘দয়া’ ও ‘সানন্দ উপাসনাকে’ বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ড. হাইম হাইকেল টাওয়ার ধ্বংসের কিছুকাল পর এই হাসিডিক মত গ্রহণ করেন।

আহমদ মুসা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ তার নাম ধরে সম্বোধনের শব্দে সে সম্বিত ফিরে পেল। মুখ তুলে দেখল, তার সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে। পঞ্চাশোর্ধ। পরণে রাব্বির পোশাক। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বলছিল সে, ‘আপনি মি. আইজ্যাক দানিয়েল?’

আহমদ মুসা ‘আইজ্যাক দানিয়েল’ নাম নিয়েই এসেছে এই ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. হাইম হাইকেলকে খোঁজ করার জন্যে। সে ফিলিস্তিন থেকে এই নামে পাসপোর্ট করে রেখেছিল। এবার এই পাসপোর্ট নিয়েই আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ, আমি আইজ্যাক দানিয়েল।’

‘ওয়েলকাম।’ বলে হাত বাড়িয়ে লোকটি বলল, ‘আমি জ্যাকব, হাইকেলের সহকর্মী।’

আহমদ মুসা তার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘পরিচিত হয়ে খুশি হলাম স্যার।’

‘আমিও।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। জ্যাকব বাধা দিয়ে বলল, ‘স্যরি, আসুন আমার সাথে।’

জ্যাকব চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসাও তার সাথে সাথে চলল।

পাশের একটি কক্ষে গিয়ে দুজনে বসল।

বসেই রাব্বি জ্যাকব বলল, ‘দয়া করে বলবেন কি রাব্বি ড. হাইকেলের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? কেন দেখা করতে চান তার সাথে?’

‘তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। বাকি প্রশ্নের জবাব তিনিই তো চাইবেন।’ বলল আহমদ মুসা। তার শেষের বাক্যটা একটু শক্ত হয়েছিল।

রাব্বি জ্যাকবের চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল না। শান্ত কন্ঠে সে বলল, ‘রাব্বি ড. হাইকেল নেই। তার দেখা আপনি পাবেন না।’

‘কোথায় তিনি?’ বলল, আহমদ মুসা।

‘সেটাও আপনি জানবেন না। কারণ আমিও জানি না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। বলল দ্রুতকন্ঠে, ‘আপনি জানবেন না কেন? অফিস তো নিশ্চয় জানে।’

‘অফিসও জানে না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘এটা অসম্ভব। আমি অফিসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সাক্ষাৎ প্রার্থী হওয়ার স্লিপ তো অফিসেই পাঠিয়েছিলেন। অফিস আমাকে পাঠিয়েছে। ভিন্নভাবে অফিস আর কথা বলবে না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

স্তম্ভিত হলো আহমদ মুসা। ড. হাইকেল এখানে এক উচ্চপদে চাকুরী করেন। তিনি কোথায় আছেন বা কোথায় গেছেন কেউ জানবে না, এটা কি করে হতে পারে! বলল আহমদ মুসা, ‘তিনি কি এখানে চাকুরী করেন না? চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন? একমাস আগে প্রকাশিত নিউইয়র্কের এডুকেশন গাইড বইতেও দেখেছি, তিনি এখানকার ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের প্রধান।’ আহমদ মুসার কন্ঠে বিস্ময়।

‘এডুকেশন গাইডের তথ্য ঠিক। তিনি আমাদের ফেইথ স্টাডিজ বিভাগের প্রধান। কিন্তু তিনি নেই। দিন পনের আগে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। কাউকেই কিছু বলে যাননি।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বাড়ির লোকেরা কি বলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তারাও আমাদের মত অন্ধকারে। তার বাড়িতে মা ছাড়া তেমন কেউ নেই। একমাত্র ছেলে বাইরে লেখা-পড়া করছে।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘পুলিশ কি এ বিষয়ে কিছু জানে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন সন্ধান পায়নি বলে জানি।’

‘স্যার, তার উধাও হওয়া সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?’

জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না রাব্বি জ্যাকব। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়ের চিহ্ন। কয়েক মুহূর্ত পর এদিক ওদিক তাকিয়ে ধীর কন্ঠে বলল,‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই বিষয়টাকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক বলছেন, তিনি হয়তো নিজেই কোথাও চলে গেছেন? আমরা কয়েকজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট রাব্বি ড.আইয়াজ ইয়াহুদের কাছে গিয়েছিলাম ড. হাইকেলের সন্ধানের ব্যাপারে আরও তৎপর হবার জন্য। বিষয়াটি পত্র-পত্রিকায় আনার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম আমরা। তিনি আমাদেরকে আবেগপ্রবণ না হবার জন্যে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘পুলিশকে বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব তাদের। বহুদিন থেকে ড. হাইকেল ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছিলেন। এক সময় তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেখান থেকে নিজেই নেমে গিয়ে ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। সাম্প্রতিককালে তিনি চিন্তারও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার ব্যাপারে সব চিন্তা আপনারা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন।’

আহমদ মুসা স্তম্ভিত হলো ড. হাইকেলের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা শুনে। আহমদ মুসা বলল, ‘ড. হাইকেল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা কি সত্য?’

‘ড. হাইকেল আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। আমি কখনও এমন কিছু লক্ষ্য করিনি।’

‘তাহলে ড. আয়াজ ইয়াহুদ এটা বললেন কেন? মানে তার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার কথা বললেন কেন? তিনি কি তাহলে আপনাদের চেয়ে বেশি জানেন ড. হাইকেল সম্পর্কে?’ প্রশ্ন তুলল আহমদ মুসা।

‘আমারও তাই মনে হয়। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু তার মধ্যে কোন উদ্বেগ দেখিনি।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ তাহলে কিছু সহযোগিতা করতে পারেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আপনি তার সাক্ষ্যত পাবেন না। আর ড. হাইকেলের ব্যাপারে আপনার সাথে কোন আলোচনায় তিনি রাজি হবেন না।’ রাব্বি ড. জ্যাকব বলল।

‘কেন বলছেন একথা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তিনি প্রশাসন বিভাগকে একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ড. হাইকেল সম্পর্কে কোন কথা আর তার বলার নেই। যা জানার তা যেন মানুষ পুলিশের কাছ থেকে জেনে নেয়। এ বিষয়ে কোন সাক্ষাতকার কাউকে তিনি দেবেন না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘দেখুন রাব্বি ড. হাইম হাইকেল আমার অকৃতিম শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। এসেছিলাম তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্য। তেমন কোন কাজ ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, তাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা আমাকে করতে হবে। আমার এমন কিছু হলে তিনি অবশ্যই এটা করতেন।’

রাব্বি ড. জ্যাকব সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, ‘তাতে কোন লাভ হবে না। আপনিই বিপদেই পড়বেন। দেখুন আমরা বিনা কারণে চুপ করে বসে নেই। ড. হাইকেলের ব্যাপারে আমাদের মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আমরা গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে। তিনিও আমাদের হতাশ করেছেন।’

‘কে নিষেধ করেছে? আর নিষেধ আপনারা মানবেন কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কে নিষেধ করেছে জানি না। হুমকি এসেছে টেলিফোনে। না মেনে আমরা কি করব? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং প্রধান যখন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, পুলিশও যেখানে গতানুগতিক, সেখানে আমরা কার উপর নির্ভর করব?’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাসায় তাঁর আর কে কে আছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘তার এক মেয়ে ও স্ত্রী। এই দুজনসহ তিনজন নিয়ে তার সংসার।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের তার অফিসের একটা এক্সটেনশন তো তাঁর বাসায় আছে, তাই না?’ বলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ। অফিসের নিরিবিলি কাজগুলো তিনি বাসায় বসে করাই পছন্দ করেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘তার অর্থ অফিসের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে তাঁর রেসিডেন্সিয়াল অফিসের কম্পিউটারগুলো যুক্ত কি বলেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেটাই স্বাভাবিক।’ রাব্বি জ্যাকব বলল। বলে সে তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল।

‘প্লিজ স্যার, আর একটি কথা। রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের বাসা এখানে কোথায় ছিল?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ফিফথ এভেনিউতেই সবকিছু। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও জুইস মিউজিয়ামের মাঝের জায়গাটুকুও বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখানে বিশ্বাবদ্যালয়ের অনেক কয়টি রেসিডেন্সিয়াল ব্লক আছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও তার পার্সোনাল স্টাফদের বাসা। আর পশ্চিমের সর্বশেষ লাইনে ‘ফিফথ’ এভিনিউ-এর লাগোয়া যে ব্লক সেটিই ‘আই’ ব্লক। এ ব্লকের দুতলায় সর্ব উত্তরের ফ্লাটে থাকতেন রাব্বি ড. হাইম হাইকেল।’

‘তিনি নিখোঁজ হবার পর তার বাড়িতে আপনারা গেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘গেছি। কেন এ কথা বলছেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘এখন কে আছেন তাঁর বাড়িতে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ তার বাড়ি সীল করে রেখেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রকম থাকবে। তিনি বাসায় একাই থাকতেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

’ধন্যবাদ স্যার।’

‘ধন্যবাদ’ বলে উঠতে উঠতে রাব্বি জ্যাকব বলল, ‘আমার চোখ দেখতে যদি ভুল না করে থাকে, তাহলে আপনি আমাদের মত চুপ করে থাকার মত লোক নন বলেই মনে হচ্ছে। তবু আমি বলব, পাগলামী করবেন না। ওদের গায়ে হাত দিতেও পারবেন না।’

আহমদ মুসাও উঠে দঁড়াল। বলল, 'ওদের তো আপনি জানেন না, তাহলে একথা বলছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়।

'আমি ওদের জানি না। কিন্তু ড. হাইকেল মনে হয় ওদের জানতেন। কথাচ্ছলে একদিন তিনি আমাকে বলে............'

রাব্বি ড. জ্যাকবের কথা শেষ হলো না, অস্পষ্ট একটা শব্দ লক্ষ্যে দরজার দিকে আহমদ মুসা চাইতেই দেখল একটা রিভলবারের নল উঠে এসেছে রাব্বি জ্যাকবকে লক্ষ্য করে। রিভলবারে সাইলেন্সার লাগানো। সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা এক হ্যাচকা টানে সরিয়ে নিল রাব্বি জ্যাকবকে। তারপরেই অ্যাক্রোব্যাটিক ঢংয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপর। শীষ দেওয়ার মত শব্দ করে একটা গুলী তার আগে বেরিয়ে এসেছে। তার সাথে একটা আর্তনাদও উঠেছে জ্যাকবের মুখ থেকে।

আহমদ মুসার দেহ চরকির পুরো এক রাউন্ড ঘুরে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথমেই তার জোড়া পা গিয়ে আঘাত করল লোকটার তলপেটে।

লোকটা পেছন দিকে ছিটকে দরজার বাইরে পড়ে গেল। হাত থেকে রিভলবারটাও পড়ে গেছে।

জোড়া পায়ে আঘাত করার পর আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। মুহূর্ত পরেই আহমদ মুসা উঠল। ছুটল লোকটির দিকে এবং চিৎকার করে উঠল, 'খুনি, সন্ত্রাসী পালাচ্ছে। ধরুন তাকে।'

লোকটি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং ছুটে পালাচ্ছিল।

রাব্বি ড. জ্যাকবের আর্তনাদও সবাই শুনতে পেয়েছিল।

লোকটি অভ্যর্থনা কক্ষের মধ্যে দিয়েই দৌড় দিয়েছিল।

অভ্যর্থনা কক্ষ ও আশ পাশের সবাই লোকটির দিকে ছুটছিল। কিন্তু লোকটি দুটি বোমা ফাটিয়ে পালানোর নিরাপদ পথ করে নিল। আহমদ মুসা লোকটিকে পালাতে দেখেই দ্রুত আবার ফিরে এসেছিল রাব্বি ড. জ্যাকবের কক্ষে।

রাব্বি জ্যাকব তার ডান হাত দিয়ে বাম বাহু চেপে ধরে বসেছিল। গুলী লেগেছে তার বাম বাহুর উপরের অংশে।

আহমদ মুসা তার পাশে বসে ক্ষতস্থানটা একটু পরীক্ষা করে বলল, ‘ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়েছেন। বাহুর আঘাতও খুব মারাত্মক নয়।’

রাব্বি জ্যাকব মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। । বলল, ‘হ্যাঁ, ঈশ্বর আজ আপনার রূপ ধরে এসেছিল। আপনি চোখের পলকে ওভাবে টেনে না নিলে গুলীটা আমার বুক বিদ্ধ করতো।’

সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের চারপাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছুটে এসেছিল। এসেই বলল, ‘তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে। এ্যাম্বুলেন্স রেডি।’

কথা কয়টি বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদ রাব্বি জ্যাকবকে লক্ষ্য করে বলল, ‘কি করে, কেন এসব ঘটল ।’ তারপর অপরিচিতি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ইনি কে? এ সময়ে কেন এখানে?

রাব্বি জ্যাকব বলল, ‘স্যার ইনিই আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন। ইনি দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তার সাথে এখানে বসে কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে দরজায় এসে ঐ সন্ত্রাসী আমাকে গুলী করে। ইনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় আমাকে সরিয়ে না নিলে বাহুতে যে গুলী লেগেছে তা বুকে লাগত। তারপর ইনি আমাকে সরিয়ে দিয়েই আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে সন্ত্রাসী দ্বিতীয় গুলী করার সুয়োগ পেয়ে যেতো।’

রাব্বি জ্যাকব থামতেই বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেসিন্ডেট আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান। বুদ্ধি, শক্তি ও সাহসে যুবকরা এ রকমই হওয়া উচিত।’

এ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচার এসে পৌঁছল। রাব্বি ড. জ্যাকবকে আহমদ মুসাই স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল।

স্ট্রেচার নিয়ে চলা শুরু হলে রাব্বি জ্যাকব আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল,’আপনি হাসপাতালে আসছেন তো।

‘আবশ্যই আপনার সাথে দেখা করবো।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘স্যার অনধিকার চর্চা হলেও আমি বলতে চাই.

ড. জ্যাকবের উপর শত্রু তার উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়েছে। সুতারাং সফল হবার জন্য আবারও তারা চেষ্টা করতে পারে।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড. আয়াজ ইয়াহুদের। বলল, ‘ইয়ংম্যান, তুমি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। ঠিক বলেছ তুমি। আমি এখনি পুলিশকে বলছি। আর পুলিশকে তোমার তো একটা জবানবন্দী দিতে হবে। তুমি লিখে দাও তাতেই চলবে। ড. জ্যাকব তো সবকিছুরই সাক্ষী। সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হল রাব্বিনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব নিউাইয়র্ক-এর প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাসার।

এইমাত্র আহমদ মুসা বেরিয়ে এসেছে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের বাসা থেকে।

ড. হাইকেলের বাসা সীল করা। আহমদ মুসা প্রবেশ করে পেছনের এমারজেন্সী এক্সিট দিয়ে। আহমদ মুসা ল্যাসার বীম দিয়ে এক্সিটটির দরজা খুলতে গিয়ে দেখে জরুরি দরোজারটার তালা খোলা। বুঝে নেয় আহমদ মুসা তার আগে আরোও এক পক্ষ এ পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। সে পক্ষ যে আজর ওযাইজম্যান বা জেনারেল শ্যারনদেরই কেউ হবে সে ব্যাপারেও তার কোন সন্দেহ নেই। আহমদ মুসা আরও বুঝে নেয়, যে তথ্যের সন্ধানে আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে প্রবেশ করেছে তা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সত্যি তাই। আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে দেখে সবগুলো ঘর লন্ড ভন্ড। কোন কাগজপত্রের চিহ্ন কোন ঘরে নেই। কম্পিউটারের মেমোরিতে কিছুই নেই। ডিস্ক থেকে সবকিছুই মুছে গেছে। ধ্বংসকারী কোন ওয়েভ পুড়িয়ে গেছে, মুছে দিয়ে গেছে সব। স্পুটনিকের ল্যাবও এই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হয়েছিল।

তবে স্টিলের ফাইল ক্যাবিনেটের বটম ক্যাবিনেটের তলায় বুক সাইজের ইঞ্চি খানেক পুরু স্টিলের এয়ারটাইট একটা কেস পেয়েছে। সুইচ-লক খুলে সে দেখেছে ভেতরে একটা ইনভেলাপে ফিল্ম জাতীয় কিছু আছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যামিলি ডকুমেন্ট হতে পারে এবং উৎকৃষ্ট একটা সুভেনীর মনে করে আহমদ মুসা সেটা ব্যাগে তুলে নেয়।

সামনেই ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ি।

ড. আয়াজের কথাই ভাবছিল আহমদ মুসা। লোকটির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ খারাপ হয়নি। তার সাথে প্রথম দেখা এখনকার আলোচনায় কাজ দেবে। কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এবং হয়তো বাইরেও আজর ওয়াইজম্যানদের লোক মোতায়েন আছে। আহমদ মুসা যে ড. হাইম হাইকেলকে খুঁজতে এসেছে, এটা ওরা জানতে পারে এবং এসে তাদের আলোচনায় আড়িও পাততে পারে। এটা ড. জ্যাকবের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে। সে দেখেছে যখন রাব্বি ড. জ্যাকব ড. হাইম হাইকেল সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তখনই তাকে হত্যার জন্যে গুলী করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল ড. জ্যাকবের মুখ বন্ধ করা। যে কথা তখন তারা বলতে দেয়নি, সে কথা পরে আহমদ মুসা ড. জ্যাকবের কাছ থেকে শুনেছে। ড. জ্যাকবের বলা সে কথাটি হলো, ড. হাইকেল তাকে একদিন বলেছিল, ‘ধর্মের নামে অর্ধমের হিংস্রতা আর বরদাশত হয় না। সত্যের উপর অসত্যের বলৎকার সত্যিই অসহনীয়। আমিও পাপ করেছি, অমার্জনীয় পাপ। প্রায়শ্চিত্য করার পথেও দুর্লংঘ দেয়াল।’ ড. হাইকেলের এইকথা শুনে ড. জ্যাকব বিস্মিতকন্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলছিল, ‘ধর্মের নামে অধর্মের হিংস্রতা কে করছে? কি পাপ করেছেন আপনি? প্রায়শ্চিত করার পথে কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?’ ড. জ্যাকবের এই প্রশ্নে ভীত হয়ে পড়েছিল ড. হাইম হাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সংকুচিত করে নেয়। চারদিকে সর্তক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, ‘থাক মি.জ্যাকব কথাগুলো আপনার মাঝেই রেখে দেবেন। আরো লাখো আমেরিকানের মত আমিও স্বাধীন মানুষ নই। দানবের অক্টোপাশে বন্দী । তারপর চুপ হয়ে গিয়েছিল ড. হাইকেল। কোন কথাই তার কাছ থেকে আর বের করা যায়নি।

আহমদ মুসার চিন্তা আবার ফিরে এল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। ড. আয়াজ কি আজর ওয়াইজম্যানদের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত? সেদিন ড. হাইকেলের উপর আক্রমণের সাথে জড়িতদের কি তিনি জানেন? ড. আয়াজ ইয়াহুদের সেদিনের আচরণ ও কথা-বার্তায় আহমদ মুসার এটা মনে হয়নি। আবার হতে পারে ড. আয়াজ গভীর পানির মাছ।

ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ির মখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা। গেটের কলিং বেলের সুইচ হাতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু কলিং বেলে চাপ দেবার আগেই গেটম্যানকে তার দিকে আসতে দেখল।

আহমদ মুসাও তার দিকে এগুলো।

'স্যার কাকে চাই?' গেটম্যান বলল বিনীতভাবে।

'এইমাত্র আয়াজ ইয়াহুদ স্যারের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছেন। দরজা খুলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে স্যার আমি সিকিউরিটির লোকদের একটু জিজ্ঞাসা করে আসি।'

'না, দরকার নেই। দেরি হয়ে যাবে।' বলে দরজায় ঠেলা দিল।

গেটম্যান একটু চিন্তা করল, তারপর আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপর দরজা খুলে একপাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরে।

'স্যার সোজা চলে যান। সামনের দরজা খোলা। ওটা অভ্যর্থনা কক্ষ। অভ্যর্থনা কক্ষের পরেই অফিসিয়াল ড্রইংরুম। আমি আসব সাথে?' বলল গেটম্যান।

'না সাথে আসার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে গেট রক্ষা করুন।' বলল আহমদ মুসা।

কথাগুলো বলতে বলতেই আহমদ মুসা হাঁটা দিয়েছিল দরজাটির লক্ষ্যে।

দরজাটি বাড়িতে ঢোকার একমাত্র প্রবেশ পথ। দরজার পশ্চিম পাশে একটা সিঁড়িঘর। এ সিঁড়িঘরের প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে। এ প্রবেশ পথে আসার

পথও ভিন্ন। এর ফলে ড. আয়াজ ইয়াহুদের ডুপ্লেক্স ফ্লাটের পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে।

এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং-এর একতলা ও গ্রাউন্ড ফ্লোর নিয়ে এই ডুপ্লেক্স। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াহুদ থাকে। তিন তলা থেকে উপরে থাকে তাঁর অন্যান্য স্টাফরা।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়েই টোকা দিল দরজায়। তারপর দরজা খোলার অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকে গেল। চোখ ধাঁধানো সুন্দর ঘরটির একদম পুব প্রান্তে সুন্দর একটা টেবিলকে সামনে নিয়ে বসে আছে রিসেপশনিস্ট এক তরুণী।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে চাঞ্চল্য। আহমদ মুসা অনুমতির অপেক্ষা না করে ঘরে প্রবেশ করার জন্যেই হয়তো এই চাঞ্চল্য। বলল রিসেপশননিস্ট তরুণীটি, ‘স্যার হঠাৎ এভাবে........কি চাই আপনার?’

বলতে বলতেই তরুণীটি তার চেয়ার থেকে সরে আহমদ মুসার দিকে কিছুটা এগিয়ে এল।

‘আমি স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি, জরুরি। নিয়ে চল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার আপনি বসুন। আমি তাঁকে বলে আসি’। রিসেপশনিস্ট তরুণীটি বলল।

‘না, অতটা সময় আমি দিতে পারবো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে স্যার, টেলিফোনে তাঁকে বলি?’ তরুণীটি বলল।

আহমদ মুসা ভাবল, তাও হতে দেয়া যাবে না। কাউকে কোন খবর দেয়ার কিংবা নিজস্ব প্রস্তুতির কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। এ চিন্তা থেকেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘প্রয়োজন নেই। ভয় নেই। তিনি আমার পরিচিতি। নিয়ে চল আমাকে।’

মেয়েটির এরপরও দ্বিধা করছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কঠোর হয়ে ওঠা মুখের দিকে চেয়ে তরুণীটি আর কিছু বলতে সাহস পেল না। ‘আসুন স্যার’ বলে

হাঁটতে শুরু করল তরুণীটি ড্রইংরুমের দরজার দিকে। কিন্তু কয়েক ধাপ এগিয়েই তরুণীটি তার টেবিলে ফিরে এল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট একটা ভ্যানিটি কেস হাতে তুলে নিল। ভ্যানিটি কেসটাও খুলল ডান হাতের তর্জনি দিয়ে কি একটা পরখ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা দিল।

আহমদ মুসাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেও হাঁটা শুরু করল। নিচের ড্রইং লাউঞ্জ থেকেই দুতালায় উঠার সিঁড়ি। তরুণীটি আহমদ মুসার দিকে ফিরল। বলল,'স্যার উপরে আছেন। আপনি বসুন। আমি বলে আসি।'

'প্রয়োজন নেই। চলুন উপরে।' বলল আহমদ মুসা শান্ত, কিন্তু কঠোর নির্দেশের সুরে।

ভীত তরুণীটি অসহায় কন্ঠে বলল, 'স্যার আপনি যেতে পারেন। আমি এভাবে যেতে পারি না।'

'তোমার কোন ভয় নেই। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমাকে আমি সাথে নিচ্ছি পথ চেনার জন্যে নয়, তুমি যাতে এখনকার ঘটনা বাইরে কোথাও জানাতে না পার এজন্যই সাথে নেয়া। অতএব তোমাকে যেতেই হবে।' বলল আহমদ মুসা।

তরুণীটির চোখে-মুখে দেখা দিল আতংক। বিনা বাক্যব্যায়ে সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল। আহমদ মুসা তার পিছু নিল।

দুতলার সিঁড়ির মুখ থেকেই থোকায় থোকায় সোফা সজ্জিত তারকাকৃতির বিরাট লাউঞ্জ। এটা ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এর জায়গা।

সিঁড়িমুখে পৌঁছেই তরুণীটি পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, মাঝখানে দুটি সোফায় তিনজন বসে আছে। দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার পাশে বসা তরুণীটি নিশ্চয় তার মেয়ে। তাদের সামনেই বসে মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা। মহিলা মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আহমদ মুসারা সিঁড়ি মুখে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল সোফায় সোজা হয়ে বসে আছে ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময় ও প্রশ্ন ফুটে

উঠেছিল। পরক্ষণেই সে প্রশ্ন করল তরুণীটিকে লক্ষ্য করে, 'লিসা কি ব্যাপার?' বলেই সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ইয়ংম্যান, তুমি তো সেই, যাকে সেদিন ড. জ্যাকবের উপর আক্রমণের সময় দেখেছিলাম? কিন্তু তুমি এখানে? এভাবে?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি সেই । আপনার কাছে কিছু জানার আছে। এজন্যে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'এ জানার কাজটা অফিসেও করা যেত। কিংবা সময় নিয়ে আসা যেত।' তীব্র ক্ষোভ ও বিরক্তি ঝরে পড়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কথায়।

'স্যার আমি যা বলতে চাই, জানতে চাই তার জন্য এমন একটা পরিবেশ চাই। আপনি বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু আমার কথা আমাকে বলতে হবে।' ঠান্ডা কিন্তু শক্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ তাকাল তার স্ত্রী ও মেয়ের দিকে। ইংগিত করল উঠে যাবার জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বলল, 'স্যার ওঁরা এখানেই থাকবেন।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ইংগিত করল তার রিসেপশনিস্ট লিসাকে চলে যাবার জন্যে। কিন্তু এবারও আহমদ মুসা বাধ সাধল। বলল, 'ওকে নিচে রেখে আসতে চাইনি বলেই সাথে নিয়ে এসেছি। সেও এখানে থাকবে স্যার।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদ চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে কিছুটা দিশেহারা ভাব, সেই সাথে একরাশ জিজ্ঞাসা। বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না মি. ....।'

'আইজ্যাক দানিয়েল।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, আইজ্যাক দানিয়েল, তোমার কথা আমার সাথে, এদের কি প্রয়োজন?' ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'পরে বুঝবেন স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

আবারও বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার দিকে। একটু ভাবল। তারপর আহমদ মুসাকে বামপাশের খালি সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'বস।'

'মাফ করবেন স্যার, আমি দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলব। যাতে আমি চারিদিকের উপর নজর রাখতে পারি।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন, তুমি কি কোন প্রকার ভয় করছ? আমার এখানে তো ভয়ের কিছু নেই।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'স্যার, এটা আমার সাবধনতা।' আহমদ মুসা বলল।

'কথা বলার আগে তোমার পরিচয় আমার জানা দরকার।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'আমি রাব্বি ড. হাইকেলের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু।' আহমদ মুসা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড. আয়াজ ইয়াহুদের। বলল, 'ভাল। কিন্তু আমার সাথে তোমার কি কথা?'

'স্যার, রাব্বি ড. হাইম হাইকেল কোথায়? তাঁর কি হয়েছে জানতে চাই।' বলল আহমদ মুসা খুব শান্ত কন্ঠে।

'এটা জানার জন্যে তোমার এত বড় আয়োজন? বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কারোও কাছে জিজ্ঞাসা করলে এটা জানতে পারতে?' ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'আপনার কাছে জানতে চাই। আপনি যা জানেন, অন্যেরা তা জানে না।'

কিছুটা বিব্রতভাব ড. আয়াজ ইয়াহুদের চোখে-মুখে। বলল, 'তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন না। বাড়িতেও তিনি নেই। তার আত্নীয়-স্বজনের বাসাতেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পুলিশে এটা জানানো হয়েছে। এইতো আমি জানি।'

'আপনি আরও জানেন যে, একটি শক্তিশালী মহল তাকে কিডন্যাপ করেছে এবং তারাই সেদিন ড. জ্যাকবকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

আহমদ মুসা একথা বলার সাথে সাথে একটা চমকে উঠা ভাব ফুটে উঠল ড. আয়াজ ইয়াহুদের চোখে মুখে। কিন্তু নিজেকে সামলে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলে উঠল, 'তুমি অনধিকার চর্চার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছ ইয়ংম্যান।'

'স্যার আপনি অপরাধী চক্রকে আড়াল করছেন। পুলিশ তাঁর অনুসন্ধানের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, এটাও আপনি জানেন।' ঠান্ডা, কিন্তু শক্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। বলল তীব্র কন্ঠে, 'এসব বানোয়াট কথা বন্ধ কর। বেরিয়ে যাও তুমি।'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আরও আছে স্যার, আপনারা ড. হাইম হাইকেল চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে, একথা প্রচার করে তার নিরুদ্দেশ হওয়াটাকে স্বাভাবিক দেখাতে চাচ্ছেন।'

এই সময় ড. আয়াজ এর মেয়ে নুমা ইয়াহুদ টেবিলের উপর থেকে 'রিমোট কলার' টেনে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে বোতাম টিপে দিল।

টের পেয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। প্রথমটায় চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল আহমদ মুসার। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল আহমদ মুসা। বলল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদকে লক্ষ্যে করে, 'ধন্যবাদ ম্যাডাম, প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার জন্যে। পিতার উপযুক্ত সন্তানের কাজ করেছেন।'

আহমদ মুসা তার কথা শেষ করার আগেই নিচতলায় দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল।

আহমদ মুসা সিঁড়ি মুখের সামনে থেকে একটু সরে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে নিচে তাকিয়ে বলল, 'সিকিউরিটি উপরে এস। স্যার ডাকছেন। কুইক।'

দুজন সিকিউরিটির লোক এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল। দুজনের হাতেই স্টেনগান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ব্রিগেডের লোক এরা। পরণে কালো পোশাক, মাথায কালো হেলমেট।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল। তাকাল ড. আয়াজ ইযাহুদের দিকে নির্দেশ লাভের জন্যে।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে ধরে বাইরে নিয়ে যাও এবং পুলিশে দাও। অবৈধ প্রবেশ ছাড়াও ড. হাইকেলের নিরুদ্দেশের ঘটনার সাথে এই লোক সংশ্লিষ্ট হতে পারে, এটাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।'

‘আব্বা পুলিশে দেয়া কেন? উনি তো কিছু জানতে এসেছিল।’ নুমা ইয়াহুদ তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল।

‘চুপ কর নুমা। সেদিনের ঘটনা, আজকে এভাবে প্রবেশ এবং প্রশ্নগুলোর ধরণ প্রমাণ করে ড. হাইকেলের ঘটনার সাথে সে শুধু জড়িতই নয়, কোন উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ব্ল্যাক মেইল করতে চাচ্ছে।’ বলে ড. আয়াজ ইয়াহুদ সিকিউরিটিকে বলল, ‘নিয়ে যাও একে।’

সিকিউরিটির লোক দুজন আহমদ মুসার দিকে এগুলো। আহমদ মুসার কাছাকাছি হয়ে তারা স্টেনগান এক হাতে নিয়ে আর এক হাত খালি করল। স্টেনগানের ব্যারেল তারা আহমদ মুসার সমান্তরালে তুলে রাখল।

আহমদ মুসা নির্লিপ্তভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সিকিউরিটির লোকেরা অগ্রসর হলে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে শুধু সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আহমদ মুসার মধ্যে প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং সিকিউরিটির লোকেরা নিশ্চিন্তভাবে আহমদ মুসাকে ধরে নেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল।

সিকিউরিটির দুজন লোক আহমদ মুসার নাগালের মধ্যে পৌঁছতেই আহমদ মুসার দুহাতের কারাত চোখের পলকে বজ্রপাতের মত গিয়ে আঘাত করল তাদের হেলমেটের ঠিক ধার ঘেঁষে কানের নিচের নরম জায়গাটায়।

দুজনের দেহই টলে উঠে পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ফারিত হয়ে হয়ে উঠেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদদের চোখ। তারা যেন অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা সিকিউরিটি দুজনের স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিয়ে বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদদের লক্ষ্যে করে, ‘আপনারা বসুন। আমার কথা শেষ হয়নি।’

আহমদ মুসার কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ওরা পুতুলের মত বসে পড়ল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মুহূর্তের জন্যে একটু থেমেছিল। তারপর বলল, ‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ আপনি আমাকে ড. হাইকেলের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনার

সাথে জড়িত করতে চাচ্ছিলেন। হতভাগ্য ড. হাইকেল সম্পর্কে যে-ই অনুসন্ধান এগিয়ে আসবে, তাকে সরিয়ে দেবারই এটা একটা কৌশল। এর অর্থ ড. হাইকেলকে নিরুদ্দেশ বা হত্যা করার সাথে আপনি জড়িত আছেন।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদের বিস্মিত-বিব্রত চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। কঁকিয়ে উঠে বলল, 'না এটা মিথ্যা কথা, আমি ড. হাইকেল নিরুদ্দেশ বা হত্যার সাথে জড়িত নেই। আমি....................।' কথা শেষ করতে পারল না ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ থেমে যেতেই তার মেয়ে নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, 'আমি এই বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ফেইথ স্টাডিজ বিভাগেরই। আমি খুব ভালো করে জানি, ড. হাইকেল আংকলের সাথে আব্বার সম্পর্ক বরাবরই খুব ভালো। ড. হাইকেল আংকেল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়লেন, তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন আব্বা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হন। আর আব্বা প্রেসিডেন্ট হলেও ড. হাইকেল আংকেলকে সিনিয়ার হিসাবে সব সময় শ্রদ্ধা করেন। ড. হাইকেল আংকেলকে নিরুদ্দেশ করা বা হত্যা করার কোন মটিভ আব্বার তরফ থেকে থাকা বাস্তব নয়।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম নুমা। আপনি ভাল তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু 'মটিভ' অনেক সময় ব্যাক্তিগত নাও হতে পারে, সামষ্টিক বা সম্প্রদায়গতও হতে পারে।' আহমদ মুসা শান্ত কন্ঠে বলল।

অন্ধকার নামল নুমা ইয়াহুদের মুখে। আহমদ মুসা যে কথা বলেছে তা এক তিলও মিথ্যা নয়।

ইহুদী তরুণী নুমা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা। সে রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটির ফেইথ স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী।

আহমদ মুসার কথা নিয়ে সে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আব্বার ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন সামষ্টিক ও সাম্প্রদায়িক মটিভ আছে কি?

আহমদ মুসা একটু পেছন সরে রেলিং-এ হেলান দিল। তারপর বলল, 'ড. হাইম হাইকেল এমন একটা ভয়াবহ বিষয় সম্পর্কে জানতেন যে বিষয়টি

প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বিপর্যয় নামতে পারে। সেজন্য একটা গ্রুপ তাকে হত্যা বা লোক চক্ষুর আড়ালে নিতে চেয়েছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো নুমা ইয়াহুদের চোখ। ড. আয়াজ ইয়াহুদও চমকে উঠে চোখ তুলেছে আহমদ মুসার দিকে। মিসেস আয়াজ ইয়াহুদের চোখে-মুখে নেমে এসেছে ভয়ের ছায়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে নুমা ইয়াহুদ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসাকে, 'আপনি নিশ্চয় ইহুদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকেই ইংগিত করেছেন। ইহুদী-কম্যুনিটির স্বার্থ তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপর্যয়ের মুখেই। বিদেশ থেকেই আসা জেনারেল শ্যারনের বাড়াবাড়ি, বিজ্ঞানী জ্যাকবের মত ইহুদী নেতৃস্থানীয় লোকদের অগ্রহণযোগ্য ও চরম অপরাধমূলক অন্তর্ঘাত, আর বিস্ময়কর আহমদ মুসার সাথে মার্কিন সরকারের আঁতাত বিপর্যস্ত করেছে ইহুদী কম্যুনিটিকে। এর বাইরে আরও এমন কি ভয়ংকর তথ্য আছে, যা প্রকাশ করলে ইহুদী-কম্যুনিটির স্বার্থ আরও বিপর্যস্ত হবে? থাকলেও ড. হাইকেলের মত একজন নিষ্ঠাবান ইহুদী তা প্রকাশ করতে যাবেন কেন, 'যার কারণে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ঠেলে দেবার দরকার হবে?'

'মিস নুমা এ প্রশ্ন আপনি আপনার পিতাকে করুন।' শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

নুমা ইয়াহুদের চোখে-মুখে আরেক দফা অন্ধকার নামল। সে তাকাল তার পিতার দিকে।

ড. আয়াজ ইয়াহুদের চেহারা বিপর্যস্ত। নতুন এক ভয়ের দৃশ্য তার চোখে-মুখে। 'না নুমা এমন কোন তথ্য আমি জানি না। আমি............।'

আবারও কথা শেষ করতে পারল না ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'কথা শেষ করুন ড. আয়াজ ইয়াহুদ।' শক্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তার চোখ-মুখ। কিছু বলতে পারল না সে।

'আব্বা আপনাকে ভীত দেখছি কেন? কেন এই ভয়? ইনি তো আমাদের ভয় দেখাননি, বরং আমরাই সিকিউরিটি ডেকেছিলাম। সত্য কিছু থাকলে তা বলা

প্রয়োজন আব্বা। দেখা যাচ্ছে উনি অনেক কিছুই জানেন।' বলল নরম কন্ঠে নুমা ইয়াহুদ।

মাথা নিচু করল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'ঠিক মিস নুমা। আমি ভয় দেখাইনি। আমি কিছু জানতেই এসেছি। আমি ড. হাইকেলকে সাহায্য করতে চাই। ড. আয়াজ যা জানেন তা দিয়ে যদি আমকে সাহায্য না করেন, তাহলে জানার জন্য আমি যে কোন উপায় অবলম্বন করব। ড. হাইকেলকে সাহায্য করার ব্যাপারে কোন বাধা আমি মানবো না।' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিল।

নুমা ইয়াহুদসহ সকলেই তার দিকে চোখ তুলল। ড. আয়াজ ইয়াহুদ ও মিসেস আয়াজ ইয়াদের চোখে-মুখে অপরিচিত ভয়। কিন্তু নুমা ইয়াহুদের চোখে-মুখে এবার ভয় নয়, বিমুগ্ধতা। তার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, আহমদ মুসা যা করছে তা ড. হাইকেলকে সাহায্যের জন্যেই করছে। আহমদ মুসা একজন বিপদগ্রস্তের পক্ষ নেয়া এবং তার কথায় ঋজুতা ও সাহস এবং সর্বোপরি বিপদ ও চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও অদ্ভুত স্বাভাবিক ও সরল আচরণ তাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছে। অবিশ্বাস্য এক ফিল্মী চরিত্র জীবন্ত রূপ নিয়ে যেন তার সামনে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসাই নিরবতা ভাঙল। বলল, 'ড. আয়াজ ইয়াহুদ আমার সময় খুবই কম। আমি আর সময় দিতে পারছি না।' আহমদ মুসার কন্ঠ শান্ত, কিন্তু বুলেটের মতই বিদ্ধকারী।

'বলুন আব্বা। উনি তো ড. হাইকেল আংকেলকেই সাহায্য করতে চান।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

মুখ তুলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তাকাল আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণভাবে। বলল, 'মি. আইজ্যাক দানিয়েল। আপনি অবশ্যই জানেন না আপনি এক ভয়ংকর পথে পা বাড়িয়েছেন। আমি ভয় করি, আপনি এগুতে পারবেন না। মাঝখানে আমাদের সকলের ড. হাইকেলের পরিণতি হবে।' ভয়জড়িত নরম কন্ঠ তার।

নুমা ইয়াহুদ ও মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ শুনছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কথা। ড. আয়াজ ইয়াহুদের এ স্বীকৃতিতে অপার বিস্ময় ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। তাহলে ড. আয়াজ ইয়াহুদও জানেন যে, ড. হাইম হাইকেলের কি পরিণিতি হয়েছে। অথচ তারা এতদিন ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছ থেকেও জেনেছে চিন্তার কোন প্রকার ভারসাম্যহীনতা থেকেই ড. হাইম হাইকেল কোথাও চলে গেছেন!

ড. আয়াজ ইয়াহুদ থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ড. আয়াজ ইয়াহুদ, এ পথে পা দেবার আগেই আমি জানি এটা ভয়ংকর পথ। এখন বলুন আপনি কি জানেন?'

'আমি আপনাকে বেশি সাহায্য করতে পারবো না। আমি এতটুকু জানি যে, ড. হাইকেলকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং যারা কিডন্যাপ করেছে তাদের লোকজন আমাদের চারপাশে আছে পাহারা দেবার জন্য, যাতে আমরা কোন কিছু করতে না পারি। সেদিন ওদের একজন খুন করার চেষ্টা করেছিল ড. জ্যাকবকে।'

'আপনি কি করে জানলেন, তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন। কিডন্যাপকারীদের আপনি চেনেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ওদের লোক আমার সাথে দেখা করেছে এবং বলেছে, আমি যেন পুলিশকে এবং অন্য সবাইকে একথা বলি যে অনেক দিন থেকে তিনি কিছুটা চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ তা বেড়ে যায়।' তারা আমাকে একজন মানসিক ডাক্তারের নাম দিয়েছে এবং বলেছে, আমি যেন বলি,এই ডাক্তারের কাছে যেতেন ড. হাইম হাইকেল।' একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, আমি ওদের কাউকে চিনি না। ওরা রাতে আসতো এবং মুখোশ পরে কথা বলতো।'

'আপনি পুলিশকে কিছু বলেছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'ওদের কিছু বলেনি।'

'যে ডাক্তারের কথা ওরা বলেছে, সে ডাক্তারকে আপনি চেনেন? ঠিকানা জানেন?'

'ঠিকানা জানি।'

'বলুন ঠিকানাটা।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদ ঠিকানা বললে লিখে নিল আহমদ মুসা।

‘ড. হাইকেলকে কোথায় রেখেছে? তিনি কি বেঁচে আছেন? কিছু জানেন?’

‘মি. আইজ্যাক দানিয়েল ওরা শুধু শোনার জন্যে আসে, কিছু বলার জন্য নয়।’

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল, ড. হাইম হাইকেলের বাড়ির ঠিকানা বলুন। কোন সাহায্য যদি সেখান থেকে পাই।’

ড. আয়াজ ইয়াহুদ ঠিকানাটা দিয়ে বলল, ‘আমার মনে হয় তাঁর বাড়ি আমাদের চেয়ে আরও বেশি অন্ধকারে আছে।’

‘তাতে একটু সুবিধা পাওয়া যাবে। তাঁর বাড়ি তার নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে পুলিশ ও আরও উপর মহলে হৈচৈ করতে পারবে, যা আপনারা পারেননি ওদের ভয়ে। কিডন্যাপকারীদের চাপে ফেলার জন্য এই হৈচৈ-এর প্রয়োজন আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেই ভয়াবহ তথ্যের কথা কি বলবেন, যে তথ্য ড. হাইম হাইকেল আংকেলের কাছে রয়েছে, যার কারণে তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন?’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

আহমদ মুসা তাকাল রিসেশনিস্ট লিসার দিকে। তারপর নুমা ইয়াহুদের দিকে ফিরে বলল, এইভাবে বলা যাবে না মিস নুমা।’

নুমা ইয়াহুদ ব্যাপারটা বুঝল। সেও তাকাল একবার লিসার দিকে। আহমদ মুসাও তাকাল আবার লিসার দিকে। বলল, ‘মিস লিসা, তোমার ভ্যানিটি ব্যাগটা কি আমি দেখতে পারি?’

সঙ্গে সঙ্গেই লিসার মুখ ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখের রং। পাথরের মত সে স্থির হয়ে গেছে। ভ্যানিটি কেস ধরা তার হাত কাঁপছিল। ভ্যানিটি কেস তুলে ধরার শক্তি যেন তার নেই।

‘মাফ করবেন লিসা’ বলে আহমদ মুসাই তার হাত থেকে ভ্যানিটি কেসটি নিয়ে নিল।

আহমদ মুসা ভ্যানিটি কেসটি খোলা দেখতে পেয়েছিল, এখনও খোলাই আছে।

আহমদ মুসা ভ্যানিটি কেসে দেখল দিয়াশলাই সাইজের একটি রেকর্ডার চালু রয়েছে।

আহমদ মুসার মুখে একটুরো হাসি ফুটে উঠল। বলল লিসাকে লক্ষ্য করে, 'তোমার কক্ষেই তুমি এটা অন করেছিলে, তারপর তো এটা অন করাই ছিল। তাহলে তো সব কথাই রেকর্ড হয়েছে, তাই না?'

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে রেকর্ডার অফ করে দিয়ে অন করল রেকর্ড প্লেয়ারের সুইচ।

ফিরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে ।

চলছে রেকর্ড প্লেয়ার।

তাদের এতক্ষণের সব কথাই আবার বলে যাচ্ছে রেকর্ডার।

স্তম্ভিত ড. আয়াজ ইয়াহুদরা সকলেই।

এক সময় ড. আয়াজ ইয়াহুদ তীব্র কন্ঠে বলে উঠল, 'এতো সাংঘাতিক গোয়েন্দাগিরী? লিসা, এটা কি তুমি সরকারের নির্দেশে করছ।'

ভীত, বিপর্যস্ত লিসা বলার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'না সে সরকারের পক্ষে নয়, ড. হাইম হাইকেলের কিডন্যাপকারীদের পক্ষে কাজ করছে।'

'বুঝলেন কি করে?' জিজ্ঞাসা নুমা ইয়াহুদের।

'তার ভয়ের ধরন দেখে বুঝেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ও গড!' বলে আর্তনাদ করে উঠল ড.আয়াজ ইয়াহুদ।

'আমি কি ঠিক বলেছি লিসা?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল লিসাকে।

ভয় ও আতংকে পান্ডুর মুখটি নত করল লিসা।

'তুমি কত টাকার বিনিময়ে এই কাজ করছ লিসা?'

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল লিসা। কান্নার মধ্যে সে বলল, 'এক পয়সা আমি নেইনি। পয়সা নিয়ে স্যারের বিরুদ্ধে এমন কাজ আমি করতে পারি না। আমি একাজ না করলে ওরা আমাকে ও আমার আব্বা-আম্মাকে মেরে ফেলবে। রাজী

না হওয়ায় আমার আব্বাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল। বাধ্য হয়ে আমি রাজী হয়েছি।' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার শেষ কথাগুলো।

দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লিসা।

আহমদ মুসা দুপা এগিয়ে তরুণীর মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমাকে ওরা কি ধরনের দায়িত্ব দিয়েছিল?'

মেয়েটি মুখ তুলল। বলল, 'স্যারের সাক্ষাত করতে আসা লোকদের সাথে কি আলাপ হয় এবং টেলিফোনে কি কথা উনি বলেন, এসব রেকর্ড করা ছিল আমার দায়িত্ব। স্যারের অফিসের কথা-বার্তা ও টেলিফোনের কথা-বার্তাও রেকর্ড করা হয়েছে।'

'অফিসে কে করছে এই কাজ?' দ্রুত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'আপনার পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট 'জন'।'

আমার বিশ বছরের পুরানো কর্মচারী জন!' বিস্ময় ও উদ্বেগ ঝরে পড়ল ড. আয়াজের কন্ঠে।

কথা শেষ করেই ড. আয়াজ ইয়াহুদ আবার বলে উঠল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কেউ জড়িত আছে কি না তুমি জান?'

'শুধু এটুকু জানি প্রফেসর ও প্রসাশনের মধ্যে আরও দুতিনজন জড়িত আছে। কিন্তু তাদের নাম জানি না স্যার।' বলল লিসা।

'তুমি যে তথ্য যোগাড় কর, সেগুলো কি তারা এসে নিয়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'না ওরা কেউ আসে না। ওদের নির্দেশ মত ক্যাসেট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হয়। ওরা এসে সেখান থেকে নিয়ে যায়।' লিসা বলল।

'তুমি ওদের কাউকে চেন না?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'ওদের একজনই দুবার আমাদের সাথে দেখা করেছে। আর কারো সাথে দেখা হয়নি। ঐ একজন লোক ছাড়া আমি কাউকে চিনি না।' বলল লিসা।

'ওরা এসব কেন করছে, কেন ড. হাইম হাইকেলকে কিডন্যাপ করেছে, এ ব্যাপারে কিছুই জান না তুমি?'

‘হ্যাঁ, আমাকে রাজি করার যুক্তি হিসাবে ওরা বলেছে, ‘নবী মুসা যেভাবে বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেভাবে আমরাও ইহুদী জাতিকে বিশেষ করে মার্কিন ইহুদী সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য কাজ করছি। সব ইহুদীরই উচিত আমাদের সহযোগিতা করা।’ লিসা বলল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। প্রয়োজনে আপনাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছি সেজন্য আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই লিসা কান্নাজাড়িত স্বরে বলল, ‘স্যার আমার কি হবে? আমি যদি ওদের তথ্য সরবরাহ করতে না পারি, তাহলে ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।’

‘কেন, তুমি এই ক্যাসেটটা নিয়ে যাবে। তাদের দেবে, তবে একটা শর্তে। শর্তটা হলো, ক্যাসেটটা ওরা যেখানে রাখতে বলবে, সে স্থানের কথা আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই জানাতে হবে। তুমি বিপদে পড় এমন কিছু করব না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সর্বনাশ এ ক্যাসেট ওরা পেলে তো আমরা বিপদে পড়ব।’ বলে উঠল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘স্যার নিশ্চিত থাকুন, ওরা ক্যাসেট শোনার সুযোগ পাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এতটা নিশ্চয়তা আপনি কিভাবে দিতে পারেন। ঝুঁকি থেকেই যাবে’। বলল নুমা ইয়াহুদ।

‘ঝুঁকি আবশ্যই থাকবে এবং এ ধরনের ঝুঁকি নিতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ক্যাসেটে যা আছে তাতে আমাদের পরিবার মহাবিপদে পড়বে। লিসা তো ক্যাসেট না দিলেও পারে, ওরা তো এ ঘটনার কথা জানছে না।’ বলল নুমা ইয়াহুদ ।

‘এতেও ঝুঁকি আছে। কারণ এ বাড়িতে বাইরের কে কখন আসছে এটা জানবার জন্য ওদের লোক আরো থাকতে পারে। বলল আহমদ মুসা।

নুমা এবং ড. আয়াজদের সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

‘স্যার আমি আপনাদের বিপদে ফেলার জন্য আসিনি, অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চত থাকুন।’ সান্ত্বনার সুরে আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইল নাম্বার ও ক্যাসেট সমেত ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে দিল লিসার হাতে আর বলল, প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখো লিসা।’

‘ফিরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, এক্সকিউজ মি স্যার, এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আমি আসি।’

‘না, জনাব, আপনার কথা শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাদের কথা শেষ হয়নি।’ অনেকটা প্রতিবাদের সুরে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

‘আংকেল ড. হাইম হাইকেল এমন কি ভয়ংকর তথ্য জানতেন যার জন্য তার এই পরিণতি এবং যা চাপা দেয়ার জন্য এতো কিছু ঘটছে?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

‘ইহুদীবাদীদের এক ভয়ংকর পাপ তিনি জানেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি সে পাপ কাহিনী?’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

‘স্যরি, বলার আগে আমাকে ভাবতে হবে। আমি চলি। সিকিউরিটি দুজনের সংজ্ঞা এখনি ফিরে আসবে।’ বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

‘শুনুন আমার প্রশ্ন শেষ হয়নি।’ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল নুমা ইয়াহুদ।

দ্রুত আবার ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখ ফেরাল নুমা ইয়াহুদের দিকে।

নুমা ইয়াহুদই আবার কথা বলল, ‘এতক্ষণের ঘটনায় আমার মধ্যে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেটা হলো, আপনি কে? আমি যতটা শুনেছি তাতে একজনের সাথে আপনার মিল আছে। তিনি আহমদ মুসা। বলুন আপনি কে? আপনি আমেরিকান নন, অথচ এত কথা জানেন এবং ড. হাইম হাইকেলকে বন্ধু বলছেন। ড. হাইম হাইকেল কোনদিন বিদেশে যাননি। তার মত ঘরকুনো মানুষের বিদেশী বন্ধু থাকার কথা নয়।’

'স্যারি নিরাপত্তাজনিত কারণেই আমার পরিচয় এখন আমি বলব না। তবে আমার সাথে আহমদ মুসার মিল দেখার ব্যাপারটা মজার হয়েছে। আহমদ মুসার সাথে তুলনা করার মত অত তথ্য আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমি জেনেছি আমার এক বন্ধু সারাহ জেফারসনের কাছ থেকে। আজ সকালেও তার সাথে কথা বলেছি।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'উনি এত কথা জানেন কি করে?' আহমদ মুসা বলল।

'শুধু জানেন তা নয়, আমার মনে হয় তিনি.......

কথা বলার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল নুমা ইয়াহুদ। বলে উঠল, না থাক। অনুমানে কোন কথা বলা ঠিক নয়।'

থেমে পরমুহূর্তেই আবার বলে উঠল, 'ভেবে বলবেন বলেছেন। কিভাবে বলবেন? আবার কি দেখা হবে?'

'পৃথিবী গোল। দেখা হওয়াই স্বাভাবিক।' বলেই আহমদ মুসা 'সকলকে ধন্যবাদ, বাই' কথাটি উচ্চারণ করে দ্রুত নামল সিঁড়ি বেয়ে।

আহমদ মুসা চোখের আড়াল হতেই মিসেস ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদের মা, নিজের দেহকে সশব্দে সোফায় এলিয়ে দিয়ে বুকে ক্রস এঁকে বলল, 'কি দেখলাম, কি ঘটল! সিনেমার চেয়েও ভয়ংকর। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।'

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, 'তুমি এত ভয় পেয়ে গেছ আম্মা!'

'ভয় পাব না! তোর আব্বার কথা, তোর কথা যদি বিশ্বাস না করতো, আরো কথা যদি আদায় করতে চাইতো, তাহলে কি ঘটতো ভাবতেও.............। দেখলি তো, তার হাতের এক ঘায়ে সিকিউরিটির লোক কুপোকাত। দেখতে নেহায়েত ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে একেবারে আগুন।' বলল মিসেস ইয়াহুদ।

'তুমি ঠিক বলেছ আম্মা। তবে মি.আইজ্যাক দানিয়েল ক্রিমিনাল নন।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'ক্রিমিনাল এভাবে এত কিছু ঝুঁকি একজন ভালো লোককে সাহায্য করতে আসে না।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। একটু থামল। তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমি ভাবছি লোকটির মিশন নিয়ে। আমরা ড. হাইম হাইকেলের

আশা ছেড়ে দিয়েছি ভয় ও চাপে পড়েই। কিন্তু এই লোকটি এই লস্ট কেস নিয়েই ছুটেই এসেছে এবং মনে হচ্ছে সে ছুটবেই। এটা খুব বড় একটা ঘটনা এবং লোকটাও একজন বড় কেউ হবে।'

'আব্বা উনি যে ভয়ংকর তথ্যের কথা বললেন, যা ড. হাইম হাইকেল আংকেল জানতেন বলেই তাঁর এই দুর্ভোগ, সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না আব্বা?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আমি সত্যি জানি না। তবে সেটাও কোন বড় ঘটনা হবে। হাইকেল পরিবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তারাই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আসছেন। ড. হাইম হাইকেল বিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পর কি হল তিনি বিশ্বাবদ্যালয় পরিচালনা থেকেই সরে দাঁড়ালেন! সরে দাঁড়ালেন আগের বিশ্বাস থেকে! সরে দাঁড়ালেন সামাজিকতার সকল ক্ষেত্র থেকেও! আমার মনে হতো, কি এক অসহ্য যন্ত্রণা তিনি চেপে রাখতে সদাব্যস্ত। লোকটির কথিক 'ভয়ংকর তথ্য'-এর সাথে ড. হাইম হাইকেলের এই গোটা মানসিক অবস্থার কি কোন যোগ আছে! যদি থাকে তাহলে তা হবে ভয়ংকর বড় এক তথ্য।' ড. আয়াজ ইয়াহুদ থামল। শান্ত গম্ভীর কন্ঠ তার।

'আব্বা, মি আইজ্যাক দানিয়েলের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ড. হাইম হাইকেলের সে ভয়ংকর তথ্যটি সামষ্টিক ও সম্প্রদায়গত। যদি তাই হয়, তাহলে ভয়ংকর তথ্যের ভয়ংকরতা আরও ভয়ংকর হতে বাধ্য।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'আমিও তাই মনে করি।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'তাহলে পুলিশকে ব্যাপারটা বলা উচিত নয় কি?' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'কিন্তু তথ্যটা আমরা জানি না। বলব কি?' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'তাহলে আব্বা মি. আইজ্যাক দানিয়েলকে আমাদের প্রয়োজন। তিনি সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। এখন দেখছি, আমাদেরই সাহায্য চাওয়া উচিত তাঁর কাছে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

কথা শেষ করেই নুমা ইযাহুদ উঠে দাঁড়াল। রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ডাকল রিসেপশনিষ্ট লিসাকে।

লিসা আহমদ মুসার পরপরই নিচে নেমে গিয়েছিল।

দৌড়ে উপরে উঠে এল লিসা।

নুমা ইয়াহুদ লিসার কাছ থেকে আহমদ মুসার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নিল। তারপর ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বলল, 'এখন আমার মনে হচ্ছে, আইজ্যাক দানিয়েল ঈশ্বর প্রেরিত। তাকে আমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন।'

'কোন আবেগকে প্রশ্রয় দিও না। ড. হাইম হাইকেল হারিয়ে গেছেন। ড. জ্যাকব খুন হতে বেঁচে গেছেন। শুধু নিজের জন্য নয়, প্রতিষ্টানের স্বার্থও আমাদের কাছে বড়। এই স্বার্থ নিশ্চিত করে কিছু করা গেলে সেটা দেখা যাবে।' বলে উঠে দাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

তার সাথে সাথে মিসেস ইয়াহুদও।

একটা বড় শ্বাস ছেড়ে মাথাটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করে সোফায় গা এলিয়ে দিল নুমা ইয়াহুদ। হাতের মোবাইল নাম্বারটার দিকে অলসভাবেই একবার চোখ বুলাল।

নিউইয়র্ক ফিফথ এভিনিউ-এর ফুটপাত ধরে এগুচ্ছিল একজন যুবক ও একটি বালক। যুবকটি আগে, বালকটি পেছনে।

ফিফথ এভেনিউ-এর যেখানে ইহুদী মিউজিয়াম ও রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটির সীমা একসাথে মিশেছে, সেখানে পৌঁছে যুবকটি দাঁড়াল। ফিরে তাকাল বালকটির দিকে। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল যুবকটি। আর বালকটি পেছন ফিরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল।

যুবকটিকে দাঁড়াতে দেখে আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ দুই সীমানার ঐ সংযোগস্থলেই লিসা তার ক্যাসেটটি রেখেছে বলে তাকে জানিয়েছে। আহমদ মুসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার সবচেয়ে কাছের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, ক্যাসেটটি রাখার পর তা

নিতে ওরা খুব দেরি করবে না। তাই আহমদ মুসা খবরটি লিসার কাছ থেকে পাওয়ার পরই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবকটিকে চলে যেতে দেখে এবং বালককে উল্টো যাত্রা শুরু করতে দেখে হতাশ হলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, কোন কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় যুবকটি বালককে কোন কাজে কোথাও ফেরত পাঠিয়েছে। ওরা তার টার্গেট নয়।

দুতিন মিনিটও যায়নি। হঠাৎ আহমদ মুসা দেখল বালকটি তার সামনে দিয়ে আবার ফিরে আসছে। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। যে সময় গেছে তাতে বালকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাও পার হতে পারেনি। কি কাজে গিয়েছিল? এরই মধ্যে কি কাজ শেষ হলো?

আহমদ মুসার চোখ বালকটিকে অনুসরণ করলো।

বালকটি গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে সংযোগ স্থলে।

অজান্তেই আহমদ মুসা সোজা হয়ে উঠল। সেই একই জায়গায় বালকটি আবার দাঁড়াল।

কি ব্যাপার? প্রশ্নটি মনে জেগে ওঠার সাথে সাথে আহমদ মুসার সব স্নায়ুতন্ত্রী খাড়া হয়ে উঠল।

বালকটি দাঁড়িয়ে পড়েই দুপা এগিয়ে সীমান্ত রেলিং-এর পাশে পৌঁছেই নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ডান হাত ভেতরে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বের করে নিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই হাঁটা শুরু করল সামনে যেদিকে যুবকটি গেছে সেদিকে।

আহমদ মুসার কাছে সব বিষয়ই পরিস্কার হয়ে গেল। বালকটিকে ক্যাসেট দেখিয়েই ফেরত পাঠানো হয়েছিল পরে একা এসে নিয়ে যাবে এ জন্য। খুব সাবধানী ওরা, ঝুঁকিটা বালকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। বালক ভাড়া করাও হতে পারে।

আহমদ মুসা পিছু নিল বালকটির।

বালকটি একই গতিতে হাঁটছে। একবারও পেছনে ফিরে তাকায়নি।

ইহুদী মিউজিয়াম পার হবার পর বালকটি একটা গলিতে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা তাকে অনুসরণ করল। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, তাকে অনুসরণ করে ওদের কোন ঠিকানার সন্ধান লাভ করা এবং সেই সাথে ক্যাসেটটি তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা।

বালক দক্ষিণমুখী সে গলি থেকে পুর্বমুখী আরেক গলিতে প্রবেশ করল।

পুবের গলিতে বেশ কিছুটা এগুবার পর আহমদ মুসার হঠাৎ মনে হলো বালটিকে তার এ ফলো করা ওরা ধরে ফেলেছে। জেনে ফেলেছে বালকও। তারা সময় ক্ষেপণ করছে আহমদ মুসাকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে।

এই চিন্তা মনে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা মনে করল, ওদের ফাঁদ পাতা সম্পূর্ণ হবার আগেই বালককে ধরা প্রয়োজন এবং ক্যাসেটটাকে হাত করা দরকার। বালকের কাছ থেকেও ওদের কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

নিঃশব্দে আহমদ মুসা দৌড় দিল বালকটিকে লক্ষ্য করে। কয়েক লাফে আহমদ মুসা পৌঁছে গেল বালকটির কাছে।

শেষ মুহূর্তে বালকটি টের পেয়ে গিয়েছিল। সেও দৌড় দিয়েছিল। কিছুটা এগুলোও। কিন্তু ধরা পড়ে গেল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা তার এক হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি তোমার শত্রু নই। আমি ক্যাসেটটা খুজঁছিলাম। তুমি পেয়ে গেছ। আমাকে দিয়ে দাও।'

আহমদ মুসার হাসি এবং তার শান্ত কথা শুনে বালকটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে আস্থা স্থাপনের একটা জিজ্ঞাসা।

পাশেই গাড়ির শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বালকটির হাত ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ পিছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তীব্র গতিতে একটা গাড়ি রাস্তার ওপাশ দিয়ে সামনের দিকে ছুটে আসছিল। গাড়িটি ছোট মাইক্রো। দরজা খোলা। স্টেনগানের একটা নগ্ন ব্যারেল ঝিলিক দিয়ে উঠল আহমদ মুসার চোখে।

স্টেনগানের ব্যারেল ঝিলিক দেয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে বালকটির জামার কলার ঠেনে ধরে পেছনে দিকে ছিটকে পড়ল। তার আগেই স্টেনগান গর্জন করে উঠেছে।

আর্তনাদ করে উঠেছে বালকটি। আহমদ মুসার বাম হাত প্রচন্ড শক্তির একটা ছোবলে কেপেঁ উঠছে।

ছিটকে পড়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসল আহমদ মুসা। তাকাল সে বালকটির দিকে। কাতরাচ্ছে সে। দেখল বালকের বামপাশটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিজের হাতের যন্ত্রণাও সে অনুভব করতে পারছে। মনে হচ্ছে তার কনুয়ের একটু উপরে কিছুটা জায়গায় যেন ধারালো কিছু দিয়ে কেউ কেটে তুলে নিয়ে গেছে।

দৃষ্টি ফেরাল আহমদ মুসা গুলি বর্ষণকারী গাড়ির দিকে। মুহূর্তের জন্য সে দেখতে পেল গাড়িটাকে। উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে গড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

বুঝল আহমদ মুসা বালক এবং সে দুজনই ওদের টার্গেট ছিল। তবে বালকটি ছিল প্রধান টার্গেট। তারা চায়নি বালকটি আহমদ মুসার হাতে পড়ুক।

বালকটি জ্ঞান হারায়নি। আহমদ মুসা তাকে পাঁজকালো করে তুলে নিয়ে সাত্বনা দিয়ে বলল, ‘আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। ভয় নেই তোমার।’

বালকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। যন্ত্রণাকাতর কন্ঠে বলল, ‘আপনি কি পুলিশের লোক?’

‘না, আমি পুলিশ নই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা আমাকে মারল কেন? কান্নায় সুরে বলল বালকটি।

‘ওরা কারা তুমি জান?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার চোখে একটা আশার আলো।

‘ঐ গাড়ি আমি চিনি। ওদের গাড়ি ওটা।’ বালকটি বলল।

‘ওরা কারা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘পরিচয় জানি না। ওদের একজনকে আমি চিনি। বাসায় গেছি।’ কথা বলতে বলতেই এগুচ্ছিল আহমদ মুসা। পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি।

বালককে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, ‘ড্রাইভার প্লিজ কোন হাসপাতালে নিয়ে চলুন।’

ছুটতে লাগল ট্যাক্সি।

‘আমার তো ইনসিওরেন্স কার্ড নেই। হাসপাতালে দেখাবার টাকাও নেই।’ বালকটি দুর্বল কন্ঠে করুণ সুরে বলল।

আহমদ মুসা মিষ্টি হাসল। বলল, ‘বলেছি না তোমার ভয় নেই, চিন্তা নেই। টাকা আমার কাছে আছে।’

বালকটি কিছু বলল না।

পরে বালকটি তার ডান হাত দিয়ে তার জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে একটা মিনি ক্যাসেট বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। বলল, ‘এতে কি আছে? এখানে পড়েছিল কেন?’

‘এসব তুমি পরে শুনো। বেশি কথা বলা তোমার ঠিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বালকটি চুপ করল। কিন্তু একটু পর আবার বলে উঠল,‘খাবার সময়ও বাড়ি না গেলে মা খুব ভাববে। আমার মাকে আপনি খবর দিতে পারবেন? মা ছাড়া আমার কেউ নেই।’

‘বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিও। আমি আবশ্যই তোমার মাকে খবর জানাব। কি করেন তোমার মা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার মা পঙ্গু। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন।’ বলল বালকটি।

একটা বেদনার ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, তোমাদের চলে কিভাবে?’

‘মা একটা ভাতা পান। কিন্তু সেটাও কমে গেছে। সব খরচ তাতে চলে না। আমাকেও কিছু আয় করতে হয়।’বালকটি বলল।

‘কি আয় কর তুমি? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

বালকটি আহমদ মুসার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকল।

আহমদ মুসা বুঝল এই বয়সে তাকে এমন কালো পথে নামতে হয়েছে, যা সে বলতে পারবে না।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঐ ক্যাসেটটা ওখানে থাকার খবর আহমদ মুসার জানার অর্থ কি ওরা এটাই ধরবে না যে,

লিসাই তাকে এ তথ্যটা জানিয়েছিল কিংবা লিসাই পেতেছিল এই ফাঁদটা! যদি এই অর্থ তারা ধরে তাহলে লিসা কি ওদের নতুন ক্রোধের শিকার................।

আহমদ মুসা চিন্তা শেষ করতে পারল না। ড্রাইভার বলে উঠল, স্যার হাসপপাতালে এসে গেছি।'

তার কথার সাথে সাথেই ট্যাক্সিটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত ভাড়া চুকিয়ে বালকটিকে পাঁজকোলা করে নিয়ে নেমে পড়ল।

আহমদ মুসা হুইল চেয়ার ঠেলে বালকটির মা মিসেস প্যাকারকে ড্রইংরুমে তুলে দিয়ে বলল, 'মিসেস প্যাকার আমি এখন বিদায় নিতে চাই।'

মিসেস প্যাকার আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকাল। বলল, 'আপনি কে জানি না। আপনার নামও এখনও আমাকে বলেননি। যাই হোক আপনি একজন সৎ মানুষ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

আহমদ মুসা পকেট থেকে কিছু ডলার তুলে নিয়ে মিসেস প্যাকারের হাতে গুজে দিয়ে বলল, 'আপনার এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই টাকা আপনি রাখুন। আপনার ছেলে প্যাকার জুনিয়রের সুস্থ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। আর ডাক্তারের সাথে আমি কথা বলেছি। আজই আপনার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসুন। এলাকার কম্যুনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও নার্সকে বললেই তারা প্রতিদিন দেখে যাবে। কিছু পয়সা তার জন্য লাগবে। হাসপাতালে তাকে রাখা নিরাপদ নয়।

মিসেস প্যাকারের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বলল, 'আমি আমার ছেলের কাছ থেকেই সব শুনেছি। আজ দুবার তাকে আপনি মৃত্যুর অবস্থা থেকেই বাঁচিয়েছেন। হাসপাতালের বিল চুকিয়ে দিয়েছেন। আবার নিজেকে ভাই বলছেন এক অসহায় মহিলার। কোন আমেরিকানই এভাবে কারো ভাই হতে আসে না। বলবেন কি আপনি...............।'

মিসেস প্যাকারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, 'সুযোগ পেলে বলব একদিন সব। আমাকে এখনি যেতে হবে। তাড়া আছে।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল হাতে নিয়ে তাকাল মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠা টেলিফোন নাম্বারের দিকে। অপরিচিত নাম্বার দেখে ভ্রু-কুঁচকে উঠল তার।

টেলিফোন রিসিভ করল আহমদ মুসা। 'হ্যালো' বলে সাড়া দিতেই ওপ্রান্ত থেকে একটা মেয়ে কন্ঠ বলে উঠল, 'আমি নুমা। লিসাকে ওরা গুলী করে মেরে ফেলেছে।' কান্নায় তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

নুমা মানে নুমা ইয়াহুদের টেলিফোন।

কথাটা শোনার সাথে সাথে আকস্মিক শক খাওয়ার প্রচন্ড এক যন্ত্রণা আহমদ মুসার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেল যেন তার।

নিজেকে সামলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'স্যরি। এমন আশংকার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু তাকে সাবধান করার সময় পেলাম না। মোবাইলে তাকে পাইনি। ওঁর কাছেই যাচ্ছিলাম আমি। স্যরি।'

'ক্যাসেটের খবর কি? ওদের হাতে পড়েনি তো?' বলল নুমা ইয়াহুদ। কাঁপা কন্ঠে ঝরে পড়ছে সীমাহীন উদ্বেগ।

'ভয় নেই। ক্যাসেটটি এখন আমার কাছে। এতেই ওরা ক্ষেপেছে। ওরা মনে করেছে, লিসাই সব জানিয়ে দিয়েছে ওদের শত্রু পক্ষকে।' বলে মুহূর্তের জন্য থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'আমি লিসাদের ওখানে যাচ্ছি নুমা। বেচারার পরিবার খুব সংকটে পড়ল।'

সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত কন্ঠে বলে উঠল নুমা, 'আমি লিসাদের ওখান থেকেই কথা বলছি। আমরা সবাই এখন লিসাদের বাড়িতে।'

'নুমা আমি আসছি। বাই।' বলে আহমদ মুসা টেলিফোন শেষ করতেই মিসেস প্যাকার বলল, 'কিছু ঘটেছে? কোন দুঃসংবাদ?' উদ্বিগ্ন কন্ঠ মিসেস প্যাকারের।

একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল আহমদ মুসা। শুনলে মিসেস প্যাকার ভয় পেয়ে যাবে। তার ছেলের ব্যাপারে আরও উদ্বিগ্ন হবে। কিন্তু পরে ভাবল, তাদের ভয় পাওয়ার দরকার। তাতেই বাস্তবতার ব্যাপারে তারা সাবধান হতে পারবে। এই চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, যারা আপনার ছেলেকে কাজে লাগিয়েছে, যারা আবার তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, তারা রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পি.এ মিস লিসাকে খুন করেছে।'

'কেন?' উদ্বিগ প্রশ্ন মিসেস প্যাকারের।

'লিসাকে ওরা জোর করে কাজে লাগিয়েছিল। লিসা তাদের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে বলে ওদের ধারণা।' আহমদ মুসা বলল।

প্রবল এক ভয়ের অন্ধকার নতুন করে নেমে এল মিসেস প্যাকারের মুখে। বলল, 'আসলে ঘটনা কি মি. আইজ্যাক দানিয়েল?' ওরা কি চাচ্ছে, কি করছে?'

'রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাইকেল নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তার ব্যাপারে যাতে কেউ কিছু জানতেই না পারে এজন্যই অজ্ঞাত পরিচয় ঐ লোকেরা এসব করছে।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল মিসেস প্যাকারের চোখে-মুখে। মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ড. হাইম হাইকেলকে নিরুদ্দেশ বলা হচ্ছে কেন? আমি যতদূর জানি, তিনি একজন মানসিক রোগী হিসাবে কোন এক মানসিক হাসপাতালে আছেন।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখেও। বলল, 'আপনি জানেন কিছু? কি করে জানেন?

'আমার স্নায়ু সংক্রান্ত অসুখের জন্যে আমি কিছুদিন সাইক্রিয়াটিস্ট ড. নিউম্যান-এর প্যাসেন্ট ছিলাম। আমি দুদিন তাকে টেলিফোনে ড. হাইম হাইকেলের বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি। দুদিনই আমি তার কাছেই বসা অবস্থায় তিনি টেলিফোন ধরেন। ঘরের একপ্রান্তে সরে কথা বললেও তার সব কথাই আমার কানে এসেছিল। প্রথম দিন তিনি যা বলেছিলেন তার সার কথা হলো, 'আমি ভেবে দেখেছি, ড. হাইম হাইকেলকে মানসিক হাসপাতালে রাখাই

নিরাপদ। আজীবনও রাখা যাবে। আমি একটা সার্টিফিকেট দেব, তবে ঐভাবে।' দ্বিতীয় দিন তিনি যা বলেছিলেন তাহলো, হ্যাঁ ড. হাইম হাইকেলের পরিবার সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে অন্য সবদিক ঠিক থাকলে, হাইম হাইকেলের পরিবারও এক সময় বিষয়টাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেবে। যে কোন মূল্যে তার পরিবারকে শান্ত রাখতে হবে।'

থামল একটু মিসেস প্যাকার। থেমেই আবার বলে উঠল, কথাগুলো থেকে তখন আমি যে অর্থ ধরেছিলাম, তাহলো 'ড. হাইম হাইকেল অসুস্থ। তাকে মানসিক হাসপাতালেই রাখা হচ্ছে। তিনি ড. নিউম্যানের প্যসেন্ট। ড. হাইম হাইকেলের এই অবস্থায় তার পরিবার নিয়ে তারা সমস্যায় পড়েছেন।'

'ধন্যবাদ মিসেস প্যাকার। আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। দয়া করে কি ডা. নিউম্যানের ঠিকানা দিতে পারেন?' আহমদ মুসা বলল।

ডা. নিউম্যানের ঠিকানাটা আহমদ মুসাকে দিতে দিতে বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পারছি আমার ছেলের সম্পর্কে আমাকে আরও সাবধান হতে হবে।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। বাই।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল।

আহমদ মুসার ট্যাক্সি ছুটছে ডা. নিউম্যানের বাড়ির দিকে। ডা. নিউম্যানের সন্ধান পেয়ে আহমদ মুসা দারুন খুশি। প্রথমে সে ডা. নিউম্যানের কথা শুনেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছে। কিন্তু ডা. নিউম্যানের ঠিকানাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে মিসেস প্যাকার।

লিসার ওখানে গিয়ে আহমদ মুসা খুব বেশি দেরি করেনি। ওখানে তার যাওয়া ছিল লিসার বাবা-মাকে সমাবেদনা জানানো, তাদের আর্থিক অবস্থা সর্ম্পকে জানা এবং লিসার মোবাইল পরীক্ষা করা। কিন্তু গিয়ে শোনে যে, খুনিরা লিসাকে খুন করে তার মোবাইল নিয়ে গেছে। আহমদ মুসা দেখল, লিসার আব্বা-আম্মা সহজ সরল খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে মহাবিপর্যয়ের

ছাপ। আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, লিসার পরিবার তো তার উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন চলবে কি করে ওদের।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শুনে পিতার পাশে দাঁড়ানো বিস্মিত নুমা ইয়াহুদ প্রশ্ন করেছিল আহমদ মুসাকে, 'এ প্রশ্ন আপনার মাথায় এল কি করে? আপনি তো কোনভাবেই লিসার পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট নন?' আহমদ মুসা বলেছিল, লিসা নিহত হয়েছে আমাকে সাহায্যে করতে গিয়েই। আমি আপরাধবোধ করছি এই অসহায় পরিবারের কাছে।'

'এখন কি করতে চান?' জিজ্ঞাসা করল নুমা ইয়াহুদ। তার ঠোঁটে মুখ টেপা হাসি।

'যতটা সম্ভব আমি পরিবারটির ক্ষতিপূরণ করতে চাই।' বলে আহমদ মুসা।

'সত্যি আপনি প্রয়োজনের চেয়েও ভালো মানুষ। লিসা তো আপনাকে সাহায্য করতে যেয়ে খুন হয়নি। খুন হয়েছে আমাদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে।' বলেছিল নুমা ইয়াহুদ।

'কেমন করে?' আহমদ মুসা বলেছিল।

'প্রকৃতপক্ষে লিসা সাহায্য করেছিল ড. হাইম হাইকেল আংকেলকে, আপনাকে নয়। সুতরাং লিসার দায়িত্বটা আমাদের।' বলেছিল নুমা ইয়াহুদ।

নুমার কথা শেষ হতেই ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আমরাই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে লিসার নামে একটা পেনশন তার পরিবারকে দেব।'

ধন্যবাদ জানিয়েছিল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদকে। তারপর আহমদ মুসা ক্যাসেটকে কেন্দ্র করে বালক জুনিয়র প্যাকারের দুর্ঘটনার কথা তাদের জানিয়েছিল। কাহিনীটা শুনে নুমা ইয়াহুদ বলেছিল, 'আপনিও নিশ্চয় আহত। আপনার বাম বাহুটাকে আজ শুরু থেকেই একটু বাঁকা অবস্থায় দেখছি কোটের হাতার আড়াল সত্ত্বেও।'

'ও কিছু না, সামান্য।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'গুলীর আঘাত?' উদ্বিগ কন্ঠে প্রশ্ন করেছিল মিসেস ইয়াহুদ।

'জি, হ্যাঁ।' বলেছিল আহমদ মুসা। তারপরই সে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য। বলেছিল, 'স্যার বিদায় দিন, জরুরি একটা কাজ আছে।'

'কি কাজ?' হ্যান্ডশেক করতে করতে জিজ্ঞেস করে ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'স্যার আপনার কাছে ডা. নিউম্যান এর নাম শুনেছিলাম। আর ঠিকানা পেয়েছি মিসেস প্যাকারের কাছে। তার দেয়া তথ্য অনুসারে ডা. নিউম্যান জানেন ড. হাইম হাইকেল কোথায় আছেন। আমি এখন তার সন্ধানে যাব।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'এই আহত অবস্থায়?' বিস্মিত কন্ঠে প্রশ্ন করেছিল নুমা ইয়াহুদ।

নুমার কথা শেষ হতেই ড. আয়াজ ইয়াহুদও বলেছিল, 'তুমি জান ওরা কত বেপরোয়া, ভয়াবহ। লিসা, জুনিয়র প্যাকার এবং তার আগে ড. জ্যাকবের দৃষ্টান্ত তোমার সামনেই আছে। আহত অবস্থা নিয়ে তোমার ঐ ধরনের কাজে যাওয়া ঠিক নয়।'

'আপনাদের এই শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু ওরা যতটা বেপরোয়া, তার চেয়ে বেশি বেপরোয়া হতে না পারলে ওদের সাথে পারা যাবেনা। ওদের কোন সময় দেয়া যাবে না। ক্যাসেট উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমি লিসার সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম, তাহলে এই দুর্ঘটনা রোধ করা যেতেও পারতো।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'কিন্তু তুমি একা ওদের সাথে লড়াই করবে কি করে? পুলিশের উপরের অবস্থা কি আমি জানি না। কিন্তু পুলিশের নিচের লোকেরা ওদের কেনা।' বলেছিল আয়াজ ইয়াহুদ।

'এই অবস্থার মধ্যেই কাউকে না কাউকে এগুতে হবে স্যার, পথ তো বের করতে হবে।'

কথা শেষ করেই 'বাই টু অল' বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

চোখ ভরা একরাশ বিস্ময় নিয়ে ভাবছিল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতে গেলে সে বলে উঠল, 'মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আপনি কি শুধুই একজন আইজ্যাক দানিয়েল? শুধুই কি একজন শুভকাঙ্ক্ষী ড. হাইম হাইকেল

আংকেলের? আমরাও তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমরা কেউইতো এই দায়িত্ব নিচ্ছি না। আসলে কে আপনি? কেন্দ্রীয় কোন গোয়েন্দা সংস্থার লোক আপনি নন, কারণ আপনি বিদেশী। তাহলে কে আপনি?'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না সে। গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তার মুখ। একটু ভেবে বলল, 'নুমা তুমি যা বলেছ তার সবই সত্য। আমি আইজ্যাক দানিয়েল নই। দুঃখিত আমি, এ মুহূর্তে আমি কে তা বলব না। আমি ভয় করি, পরিচয় কাজের পথে বাধা হতে পারে।'

নুমার বিস্মিত চোখে জেগে উঠে হাজারও প্রশ্ন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ ড. আয়াজ ইয়াহুদের। এক ধাপ এগিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, 'আমরা আর তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না। আমি এরাবিয়ান ক্লাসিক্যাল স্টোরিতে হাতেম তাই-এর কাহিনী পড়েছি। তুমি আরেক হাতেম-তাই। তুমি ড. হাইম হাইকেলের শুভকাঙ্ক্ষী বলেছ, সেটা ঠিক নয়। তুমি তাকে চিনই না। ঠিক কিনা?'

'জি, হ্যাঁ।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'তাহলে তুমি কার জন্য কাজ করছ? ড. হাইম হাইকেলের জন্য তো অবশ্যই নয়। হাতেম তাই একজন প্রেমিক শাহজাদার স্বার্থে একজন পরিজাদীকে শাপমুক্ত করার জন্য কাজ করেছিল। তোমার লক্ষ্য কি?' বলেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, 'আমি কোন পরিজাদীকে নয়, এক পরম সত্যকে চরম মিথ্যার অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত করতে চাই।'

'সেই সত্যটা বা মিথ্যাটা কি তুমি অবশ্যই বলবে না, কিন্তু সেই সত্য বা মিথ্যার সাথে ড. হাইম হাইকেলের সর্ম্পক কি?' অপার বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'সেই সত্যের জগতে প্রবেশের তিনিই আমার কাছে এখন একমাত্র সিংহদ্বার। বলেছিল আহমদ মুসা।

ভ্রুকুঁচকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। অবাক বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেছে নুমা ইয়াহুদের দুচোখ।

কথা যেন হারিয়ে গেছে ড. আয়াজ ইয়াহুদের মুখ থেকে। সে বুঝতে পারছে ড. হাইম হাইকেল তাহলে এমন তথ্য জানে যা মিথ্যার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেবে। যুবকটি এই তথ্যের জন্যেই তাহলে ড. হাইম হাইকেলকে খুঁজছে। কিন্তু কি এমন তথ্য ওটা। হঠাৎ তার মনে হল ড. হাইম হাইকেলের জীবনের যে পরিবর্তন তার সাথে এই সত্য বা মিথ্যার কি যোগ আছে? অবশেষে এই প্রশ্নই করল আহমদ মুসাকে, 'বৎস, তুমি আমার ছাত্রের মতো, ছেলের মতো। বলত, ড. হাইম হাইকেলের জীবনের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের সাথে তোমার কথিত ঐ সত্য বা মিথ্যার কোন সর্ম্পক আছে কি?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দুঃখিত, আমি বিষয়টা সত্যই জানি না।'

আহমদ মুসা থামতেই নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, 'সেই সত্যটা আপনি না বলুন, কিন্তু সেই সত্যের সাথে আপনার সর্ম্পক কি? না হাতেম তাই-এর মত নিছকই জনসেবা এটা?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'নুমা জনসেবা আসলে আত্নসেবাই। কারণ জনের উপকার নিজেরও উপকার আসে। উপকারের রূপ এক নয়, বহু।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা 'বাই' বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

চলতে শুরু করল।

পেছন থেকে নুমা বলেছিল,'মি. .... সেই জনের মধ্যে কিন্তু 'নুমা'ও একজন, তার পিতা আছেন এবং মাতাও। সুতরাং ....।'

'সুতরা আমার কাজ আপনাদেরই কাজ।' মুখ না ঘুরিয়ে চলতে চলতেই বলেছিল আহমদ মুসা। নুমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে।

'ধন্যবাদ।' বলে নুমা অনেকটা স্বগতোক্তির মত।

আহমদ মুসার কানে কথাটা পৌঁছায় না।

হাঁটা দ্রুত করেছিল আহমদ মুসা। পেছন ফিরে আর তাকায়নি সে। ডা. নিউম্যানের চিন্তা তখন আহমদ মুসার মাথা জুড়ে।

ডা. নিউম্যানের বাসা 'ইস্ট রিভারে'র পশ্চিম তীরে বিখ্যাত রুজভেল্ট ড্রাইভ-এর একটু পশ্চিমে নিউইয়র্ক হসপিটাল ও কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের

মাঝখানে। আহমদ মুসা কার্ল সুজ পার্কের মুখে রুজভেল্ট ড্রাইভে উঠে দক্ষিণে ছুটে চলল।

দুহাত আহমদ মুসার স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি তীরের মত সোজা রাস্তার উপর প্রসারিত। ভাবছে আহমদ মুসা। নিউইয়র্ক এসে এ পর্যন্ত যা পেয়েছে তা কম নয়। কিন্তু ড. হাইম হাইকেলের সন্ধান এখনো পায়নি। কিন্তু তিনি কোথায় থাকতে পারেন তা জানা গেছে। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবারও সুযোগ হয়েছে। ড. হাইম হাইকেলের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেছে। এখন ড. নিউম্যানের সহযোগিতায় আরও কিছুটা এগুনো যাবে।

আহমদ মুসার গাড়ি নিউইয়র্ক হাসপাতাল বরাবর এসে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে নিউইয়র্ক হাসপাতাল ও কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের মাঝের স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল।

ডা. নিউম্যানের বাড়ি খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না আহমদ মুসার। স্ট্রিট থেকে একটা ছোট বাইলেনের মাথা জুড়ে বাড়িটা।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি পার্ক করেই গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দা থেকে তিন ধাপের একটা সিঁড়ি পেরোলেই একটা বড় বারান্দা। বারান্দায় উঠলেই সিঁড়ির সোজা সামনে বড় দরজার একটা গেট। দরজার এক পাশে কলিং বক্স। সুইচ টিপল কলিং বক্সের।

২

'ধন্যবাদ মি.জন ফ্রাংক, লিসাকে ঠিক শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু বালকটির কি খবর?' বলল দানিয়েল ডেভিড।

দানিয়েল ডেভিড আজর ওয়াইজম্যানের অন্যতম দক্ষিণ হস্ত। আজর ওয়াইজম্যান ওয়াশিংটন যাবার পর নিউইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি'র দায়িত্ব সে পালন করছে।

আর জন ফ্রাংক মার্কিন হাজতে বন্দী জেনারেল শ্যারনের লোক। আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে সেই এখন গোটা পূর্ব আমেরিকার ইহুদী গোয়েন্দা কার্যকম পরিচালনা করছে।

আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি এবং জেনারেল শ্যারনের 'গোয়েন্দা আর্মী' এক লক্ষ্যে এক হয়ে গেছে। লক্ষ্য হলো আমেরিকায় তথা দুনিয়ায় ইহুদীবাদীদের দ্বিতীয় এবং চুড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকানো। তারা এক হয়েছে, নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রেসি টাওয়ার ধ্বংসের প্রকৃত রহস্য যদি দুনিয়াবাসী জানতে পারে, তাহলে শ্যারন ও আজর ওয়াইজম্যানদের পা রাখার জায়গা থাকবে না দুনিয়ার কোথাও।

'দুঃখিত, আমি নিশ্চিত ছিলাম বালক জুনিয়ার প্যাকার মরে গেছে। কিন্তু খবর পেলাম, সেই শয়তানের বাচ্চা আহত অবস্থায় তাকে কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' বলল জন ফ্রাংক।

'এই শয়তানের বাচ্চাটা কোত্থেকে উদয় হলো? ড. জ্যাকবকে সেই বাঁচিয়েছে। লিসাকে সন্ধান করে হাত করেছিল আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য। আজ বালককেও সেই বাঁচাল। নিশ্চিত যে, সে বালকের মাধ্যমে আমাদের সন্ধান লাভের চেষ্টা করবে।' দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘সে আশার গুড়ে বালি। বালকটি আমাদের কিছুই জানে না। একটা হোম সার্ভিসে সে কাজ করত। সেখান থেকেই তাকে রিক্রুট করেছি। তার কাজের ফাঁকে আমাদের কাজ করে দিত।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘তার বাড়ি কোথায়? তাকে পাওয়া প্রয়োজন।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘দরকার হয়নি তার ঠিকানার আর তাই সেটা আমরা জোগাড়ও করিনি।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘আজ কিন্তু ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। আপাতত সেই হাসপাতাল খোঁজার নির্দেশ দিন। তারপর কান টানলে মাথা এসে যাবে। আমাদের কিছু কাজের সে সাক্ষী। লিসার মতই তাকে মরতে হবে।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘আমাদের লোকেরা ইতিমধ্য সে কাজে লেগে গেছে।’ বলল জন ফ্রাংক।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘আমি মনে করি ঐ বালক এখন বিষয় নয়। আমাদেরকে ঐ লোকটিকে খুঁজে পাবে, এ ভয়ও আমাদের এখনকার বিষয় নয়। এখন তাকে আমাদের খোঁজা দরকার। কোত্থেকে কেন সে ড. হাইম হাইকেলের খোঁজে এসেছে। স্পুটনিকের লোকেরা মুক্ত হবার পর এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হলো এ বিষয়টির সাথে আহমদ মুসা জড়িত হয়ে পড়েছে।’

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল দানিয়েল ডেভিড। বলল, ‘ঠিক বলেছেন মি. ফ্রাংক। টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত দলিল স্পুটনিকের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর তারা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে সবচেয়ে বেশি হন্য হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। নতুন দলিলের জন্য ড. হাইম হাইকেলকে তাদের চাই-ই। আপনি ঠিকই বলেছেন এই লোকটিকে অবশ্যই আমাদের খুঁজে পেতে হবে। শুধু ড. হাইম হাইকেলকে আড়ালে রাখলে চলবে না, তাদেরকে ড. হাইম হাইকেল পর্যন্ত পৌঁছার সব পথই বন্ধ করতে হবে, সেদিকে যাবার সব উদ্যোগকেই বানচাল করে দিতে হবে।’

‘কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়। নিশ্চয় কোন হোটেলেই উঠেছে সে।’ বলল, জন ফ্রাংক।

কথা শেষ করেই হঠাৎ পরম কিছু পেয়ে যাবার মত আনন্দে ‘ইউরেকা, ইউরেকা’ বলে চিৎকার করে উঠল, ‘লিসার মোবাইলে নিশ্চয় লোকটার

টেলিফোন নাম্বার পাওয়া যাবে। লিসা অবশ্যই তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করত।'

তার কথা শেষ হবার আগেই সে পকেট থেকে লিসার মোবাইলটা বের আনল। মোবাইল থেকে লিসার কল সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তার চোখে-মুখে হতাশার অন্ধকার নেমে এল। মোবাইলের কল লগের 'ডায়ালড' ও রিসিভড' সেকশনে কোন নাম্বারই এন্ট্রি নেই। তার মানে কল আসা বা কল করার পরপরই ইরেজ করে ফেলা হতো। আর মোবাইলের ফোন বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বারোজনের নাম্বার ছাড়া আর কোন নাম্বার নেই।

'মেয়েটি সাংঘাতিক ধড়িবাজ ছিল।' বিরক্তির সাথে বলল জন ফ্রাংক।

'থাক মরা মানুষের পিন্ডিপাত করে কোন লাভ হবে না। এখন বলুন, আমরা এগুবো কোন পথে। লোকটিকে পেতেই হবে।'

মোবাইল বেজে উঠল দানিয়েল ডেভিডের।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রীনে কল নাম্বারের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখে-মুখে একটা আড়ষ্ঠতা ও সমীহের ভাব ফুটে উঠল। ত্বরিত সে জন ফ্রাংকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক্সলেন্সি আজর ওয়াইজম্যানের টেলিফোন।'

কথা শেষ করেই কল ওপেন করে বলে উঠল, 'ইয়েস এক্সিলেন্সি।'

'শোন, নিউইয়র্কের গোটা বিষয় ভেবে দেখলাম। যা ঘটেছে খুব বড় ঘটনা। মনে হচ্ছে ঘটনা আরও বড় কিছুর দিকে এগুচ্ছে। ডবল এইচ (হাইম হাইকেল) আমাদের জন্যে দোজখের এক দরজার মত হয়ে উঠেছে। তাকে কেউ খোঁজ করা মানে আমাদের ভাগ্যে আগুন লাগাবার চেষ্টা। সুতারাং এই চেষ্টাকে যে কোন মূল্যে বানচাল করতে হবে।' ওপার থেকে বলল আজর ওয়াজম্যান।

'এক্সিলেন্সি আমরাও এখন এ বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে আমরা এখন সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।' দানিয়েল ডেভিড বলল।

'ধন্যবাদ। কিন্তু লোকটাকে তোমরা কেউ দেখেছ? ওপ্রান্ত থেকে বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘আমি আজ এক ঝলক দেখেছি গাড়ি থেকে। আমেরিকান নয়।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘এই খবরটাই তো ভয়ের। বড় শয়তানটা মানে আহমদ মুসা সাও তোরাহ থেকে এত তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে চলে আসবে তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এক বা একাধিক লোক এসেছে তাতো দেখাই যাচ্ছে এবং এ পর্যন্ত সে কার্যকরভাবেই সামনেই এগিয়েছে। এখনিই তাদের গতিরোধ করতেই হবে।

‘এক্সিলেন্সি সে আমাদের জালের বাইরে কিছুই করতে পারেনি। সে প্রতিপদেই বাধা পেয়েছে। ডবল এইচ সম্পর্কে কোন তথ্যই সে কারো কাছ থেকে পায়নি। যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তার ফলেই কারও কাছ থেকে সে সহযোগিতা পাচ্ছে না।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘আরেকটা কথা আমি ভাবছি, এই লোকটা ডবল এইচ সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয় খবরাদি না পেলে তার বাড়ি পর্যন্ত ছুটতে পারে। লোকটা ডবল এইচের বাড়ি যাওয়া আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। আমরা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তার নিরুদ্দেশ হওয়া, পুলিশ তার সন্ধানের চেষ্টা করছে, ইত্যাদি বলে তাদের থামিয়ে রেখেছি। তারাও এখানে-সেখানে কিছু দৌড়া-দৌড়ি করে এখন চুপ হয়ে গেছে। ডবল এইচ-এর ছেলে লেখাপড়ার জন্য বাইরে থাকায় কিছুটা সুবিধা হয়েছে। এই অবস্থায় লোকটা যদি ডবল এইচের বাড়ি যায়, তাহলে ব্যাপারটা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে। এজন্য লোকটা কিংবা বাইরের কেউই যাতে ডবল এইচের বাড়ি যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।’

থামল আজর ওয়াইজম্যান।

সে থামতেই দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল, ‘এক্সিলেন্সি। আপনি জানেন, আমরা ফিলাডেলাফিয়ার আমাদের স্টেশনে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি। ডবল এইচের বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ডবল এইচের ফ্যামিলির সাথে ঘনিষ্ট একটি মেয়ে, যে আমাদের লোক, বাড়ির ভেতরের সবকিছু উপর চোখ রাখছে। সুতরাং আমাদের চোখ এড়িয়ে বাইরের কেউ সেখানে গিয়ে কিছু করতে পারবে না।’

‘ধন্যবাদ। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমরা বাইরের লোককে আটকাতে সফল নাও হতে পারি। সেক্ষেত্রে পরিবারটি যাতে আমাদের মুঠোর বাইরে না যায় সেজন্য ডবল এইচের সাথে তার পরিবারের কৌশলগত একটা সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যপারে কি করতে হবে, পরিবারকে কি বলতে হবে, এ ব্যপারে ডিটেল নোট আমি ‘ই-মেইল-এ’ পাঠাচ্ছি।’

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমরা আপনার ‘ই-মেইল’-এর অপেক্ষা করছি।’

কথা শেষে মোবাইল অফ করে দিয়ে দানিয়েল ডেভিড তাকাল জন ফ্রাংকের দিকে। বলল, ‘মি. ফ্রাংক মনে হচ্ছে আমাদের কাউকে ফিলাডেলফিয়ায় যেতে হতে পারে। আমরা শিঘ্রই এক্সিলেন্সির কাছ থেকেই ই-মেইল পাব, তারপর এ ব্যপারে বিস্তারিত জানতে পারব। আর এ দিকে লোকটাকে পাকড়ও করার কাজকে নাম্বার ওয়ান গুরুত্ব দিতে হবে।’

কথা বলতে যাচ্ছিল দানিয়েল ডেভিড।

বেজে উঠল কলিং বেল।

থেমে গেল দানিয়েল ডেভিড।

জন ফ্রাংক এগুলো রিসিভিং বক্সের দিকে। বাইরের কলিং বেল ‘টিভি ক্যামেরা সজ্জিত ইন্টারকম সিস্টেম। এর মাধ্যমে ভেতর থেকে কলারের ছবিও দেখা যায়, জবাবও দেয়া যায়।

রিসিভারের সুইচ অন করতেই স্ক্রীনে একটা ছবি ভেসে উঠল। অপরিচিত। আমেরিকানও নয়। ভ্রুকুঁচকালো সে। হঠাৎ তার মনে হলো, ক’ঘন্টা আগে বালক জুনিয়ার প্যাকারের সাথে এই লোকটিকেই সে দেখেছিল কি! এক ঝলক দেখা চেহারা তার মনে নেই। কিন্তু এই নীল ব্লেজার ও কালো প্যান্টই সে দেখেছিল। এটা একটা ‘রিয়ার কম্বিনেশন’ বলে তার মনে আছে এই রংয়ের কথা। পরিচয়ের ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত হতেই বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই তাকে ঘিরে ধরল। আনন্দ এই কারণে যে, আকাঙ্ক্ষিত লোকটা একদম নাকের ডগার সামনে। আর বিস্ময়ের কারণ হলো, লোকটা এখানে কেন? তাদের উপস্থিতির কথা জেনে কি এসেছে! কিন্তু কি করে হয়, এটা তো একটা বিখ্যাত ডাক্তারের বাড়ি। মাত্র আজই যে এই ডাক্তারকে এখান থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে

তারা এ বাড়িতে এসেছে, একথা অন্য কারো জানার কথা নয়। তাহলে কি সে ডাক্তারের কাছে এসেছে? এটা স্বাভাবিক।

এসব ভাবতে ভাবতেই জন ফ্রাংক সরে এল দানিয়েল ডেভিডের কাছে।

দানিয়েল ডেভিড বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিল জন ফ্রাংকের দিকে। জন ফ্রাংকের ভাবনা ও বিস্ময় জড়িত চেহারা দানিয়েলের নজর এড়ায়নি।

জন ফ্রাংক ফিরে এসে সব কথা খুলে বলল দানিয়েলকে। দানিয়েলের মুখও বিস্ময় ও আনন্দে ছেয়ে গেল। সে আনন্দ-উৎসাহে বলে উঠল, ঈশ্বর আমাদের সহায় হয়েছেন। শিকারকে দোর গোড়ায় এনে দিয়েছেন।

বলেই সে ছুটল কল-রিসিভারের দিকে। এক ঝলক দেখেই সে এসে জড়িয়ে ধরল জন ফ্রাংককে। বলল, আমার চোখ যদি ভুল না দেখে তাহলে বলছি, ইনিই আহমদ মুসা।'

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে জন ফ্রাংকের কথা বলার চেষ্টাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'একে এখানে আটকাতে হবে।'

বলে সে ত্বরিত গুছিয়ে নেয়া একটা প্লান সম্পর্কে জন ফ্রাংকে কানে কানে বলল।

প্ল্যান শুনে জন ফ্রাংকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল,'ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারে ধন্বন্তরী প্লান। কিন্তু যা শুনেছি, তাতে আহমদ মুসার মত লোককে কি এভাবে আটকানো যাবে?'

কথা শেষ করেই জনফ্রাংক ছুটল কল রিসিভারের দিকে। এ সময় কলিং বেল আবার বেজে উঠল।

রিসিভার অন করাই ছিল। জনফ্রাংক বলে উঠল, 'স্যরি আমি টয়লেটে ছিলাম। ডাক্তার সাহেবও ওদিকের বারান্দায়। বলুন আপনি কে, কি চাই?'

জন ফ্রাংকের সন্দেহ ঠিক। ও প্রান্তের লোকটিকেই জন ফ্রাংক বালক জুনিয়র প্যাকারের সাথে দেখেছিল। কিছুটা ছদ্মবেশ থাকলেও আহমদ মুসা হিসাবে তাকে চেনা অসম্ভব ছিল না।

আহমদ মুসার ঠোঁটে রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল। বলল সে জন ফ্রাংকের প্রশ্নের উত্তরে, ‘আমি ডা. নিউম্যানের সাথে দেখা করতে এসেছি।’

জন ফ্রাংকের ঠোঁটেও ফুটে উঠল রহস্যময় হাসি। বলল, ‘ওয়েলকাম। আমি ডা. নিউম্যানের একজন এ্যাসিটেন্ট। আমি গেটলক খুলে দিচ্ছি ঢুকেই ডান পাশের কক্ষটায় বসুন। স্যারকে বলে আসছি।

খট করে অফ হয়ে গেল কল বক্সের কানেকশান। আর সাথে সাথেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজার লক।

দরজা খুলতেই একটা প্রশস্ত করিডোর। শুরুতেই বাম পাশে একটা দরজা এবং ডান পাশে একটা দরজা।

আহমদ মুসা ডান দিকের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটির ভেতরে নজর পড়তেই বুঝল, ডাক্তারের রোগী দেখার ঘর।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে চারদিকটা দেখতে লাগল। আহমদ মুসা পশ্চিম দরজা দিয়ে ঢুকেছে। ঘরে আর একটি দরজা আছে উত্তর দিকে।

ডাক্তারের টেবিলটা উত্তর দরজা দিয়ে ঢুকেই পুব পাশে। ডাক্তারের বড় টেবিলটার সামনে তিনটা চেয়ার। ডাক্তার বসেন দক্ষিণমুখী, আর তার দর্শনার্থী বা রোগীরা তার সামনে উত্তরমুখী হয়ে বসেন।

আহমদ মুসা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখছিল।

উত্তর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন লোক।

ব্যায়াম-পুষ্ট সুঠাম দেহের লোক। সে ঘরে ঢুকে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে হাসিমুখে আহমদ মুসার দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াল।

লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠল বটে, কিন্তু হাসির নিচে হিংসার কালো রেখাটা দেখা যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল।

‘স্যার আমি জন ফ্রাংক। ডাক্তারের এ্যাটেনডেন্ট।’ তারপর চেয়ার দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বসতে বলল।

আহমদ মুসা বসতে যাচ্ছিল ডাক্তারের টেবিলের সামনের চেয়ারে।

আহমদ মুসা যখন চেয়ারে বসছিল, তখন জন ফ্রাংক ঘরের পশ্চিম প্রান্তের দিকে এগিয়ে পশ্চিমের দরজাটা, যে দরজা দিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল, সেটা খুলে পাল্লার হুক লাগিয়ে দিল। দরজাটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে দেখল।

আহমদ মুসাকে ফিরে তাকাতে দেখে জন ফ্রাংক বলল, 'ঘরটা অনেক্ষণ বন্ধ আছে, একটু ফ্রেস বাতাস আসুক স্যার।'

আহমদ মুসার চোখে নতুন সিদ্ধান্তের আলো জ্বল জ্বল করছিল। সেটা আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

জন ফ্রাংক আহমদ মুসার বাম পাশের টেবিলের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

তার ডান হাতটা তার কোটের পকেটে।

জন ফ্রাংক দাঁড়িয়েই বলে উঠল, 'এখনি ডাক্তার স্যার এসে পড়বেন।'

আহমদ মুসা জন ফ্রাংককে ধন্যবাদ দিয়ে সামনের দিকে মনোযেগী হলো। টেবিল-জোড়া কাঁচটা বিশেষভাবে তৈরি সাদা কার্পেটের উপর রাখা।

হঠাৎ টেবিলের কাঁচের মধ্যে সরু পাতলা সাপের মত একটা ছায়াকে লাফিয়ে উঠতে দেখল আহমদ মুসা।

দৃশ্যটি আহমদ মুসার চোখে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার মাথাটা নিচু হয়ে ডান দিকে তীব্র গতিতে ছুটে গেল। ডান পাশের চেয়ার এবং নিজের বসা থাকা চেয়ার নিয়ে সে পড়ে গেল মেঝেতে।

তার সাথে নাইলনের একটা ফাঁস টেবিলের উপর পড়ে গড়িয়ে গেল নিচে। নাইলনের ফাঁসের গোড়ার প্রান্তটি ধরে দাঁড়িয়েছে দানিয়েল ডেভিড পশ্চিম প্রান্তের খোলা দরজায়।

আহমদ মুসা পড়ে যাবার সাথে সাথেই উল্টে নিয়েছে শরীরটা। তার ফলে দেহের পায়ের দিকটা পড়ল দক্ষিণ দিকে এবং মাথা উত্তর দিকে। এবার ফাঁস হাতে নিয়ে পশ্চিম দরজায় দাঁড়ানো দানিয়েল ডেভিডকে দেখতে পেল আহমদ মুসা। দেখল দ্রুত সে পকেটের দিকে হাত নিচ্ছে।

আহমদ মুসা দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই পকেট থেকে রিভলবার বের করে এনেছিল। আহমদ মুসা কোন সুযোগ দিতে চাইল না ফাঁস ওয়ালাকে। শুয়ে থেকেই তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত গুলী ছুড়ল এবং সেই সাথেই রিভলবার ঘুরিয়ে নিল জন ফ্রাংকের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল জন ফ্রাংক। কিন্তু দানিয়েল ডেভিডকে গুলী করা দেখে সে সম্বিত ফিরে পেল এবং দ্রুত পকেট থেকে রিভলবার বের করল। কিন্তু ততক্ষণে রিভলবার ঘুরিয়ে নেয়া হয়ে গেছে আহমদ মুসার।

রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়েই গুলী করেছে আহমদ মুসা। গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো জন ফ্রাংকের রিভলবার ধরে রাখা হাতের মুঠোয়।

রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল জন ফ্রাংকের হাত থেকে। জন ফ্রাংক আর্তনাদ করে উঠে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের মুঠোটা চেপে ধরল।

আর ওদিকে বুকে গুলী বিদ্ধ দানিয়েল ডেভিডের দেহটা আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণের দেয়ালের উপর। তার দেহের পেছন দিকটা মেঝেয় আর মাথার দিকটা দরজার পাশে দুদেয়ালের কোণে ঠেস দেয়ার মত আটকে গেছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং কুড়িয়ে নিল জন ফ্রাংকের রিভলবারটা। তারপর গিয়েই দাড়াল জন ফ্রাংকের মখের দিকে। বলল, ‘ফাঁসে আটকে ফেলে বন্দী করতে চেয়েছিলে না? আজোরসের হারতা দ্বীপেও তোমাদেরকে ফাঁস ব্যবহার করতে দেখেছি। সাগর- মহাসাগর জুড়ে লুট-তরাজ ও দস্যুতার রেকর্ড সৃষ্টিকারী পূর্ব পুরুষদের সনাতন যুদ্ধ-মানসিকতায় ফিরে যাচ্ছ নাকি তোমরা?’

বলে আহমদ মুসা রিভলবারের নল দিয়ে জন ফ্রাংকের নিচু করে রাখা মুখটাকে উঁচু করে তুলল। বলল, অপরাধীরা অপরাধ করলে তার একটা চিহ্ন রেখেই যায়। তোমরা কলিং ইন্টারকমের রিসিভার অন করে রেখেই শলা-পরামর্শ করেছিলে। শুনতে একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু শুনতে পেয়েছি সব।’

আহমদ মুসা একটু থামল।

কঠোর হয়ে উঠল তার চেহারা। বলল, ‘ডা. নিউম্যান কোথায়?’

‘এখান থেকে চলে গেছে।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি কোথায় গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপাতত ওয়াশিংটন গেছে, তারপর কোথায় যাবেন জানি না।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘তাহলে তোমাদের নেতা আজর ওয়াইজম্যান ওয়াশিংটনেই আছে?’

জন ফ্রাংক আহমদ মুসার এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

‘যাক। এ প্রশ্নের জবাব আমার প্রয়োজন নেই। এখন বল, ড. হাইম হাইকেলকে তোমরা কোথায় রেখেছ?’ ধীর শান্ত শীতল কন্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

চমকে উঠে জন ফ্রাংক তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে টই-টুম্বর হিংস্রতা। কোন জবাব দিল না সে।

‘এই প্রশ্নের জবাব আমার প্রয়োজন মি. ফ্রাংক।’ বলে আহমদ মুসা তার রিভলবার তাক করল ফ্রাংকের চোখ বরাবর। বলল, ‘এখুনি জবাব না পেলে গুলী করব।’

কিন্তু লোকটি পাথরের মত নিরব রইল।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল লোকটির বাম কানের বরাবর সরিয়ে আনল।

ঠিক এই সময়ই রিভলবারের সেফটি ক্যাচ তোলার শব্দ এল পেছন থেকে।

শব্দটি তার কান স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা জন ফ্রাকের সামনে চোখের পলকে এক ধাপ সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুলী এসে জন ফ্রাংকের বুক বিদ্ধ করল।

দানিয়েল ডেভিড বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুলীটা তার হৃদপিন্ডকে মাঝামাঝি বিদ্ধ না করে একটু পাশ দিয়ে যাওয়ায় সে মরেনি তখনও। মরিয়া দানিয়েল ডেভিড একটা মহাসুযোগের সদ্ব্যব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেফটি কাচের শব্দ ও আহমদ মুসার বিপদ আঁচের অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষীপ্রতা তাকে সফল হতে দিল না।

কিন্তু যখন সে দেখল তার গুলী বুমেরাং হয়েছে, হত্যা করেছে জন ফ্রাংকেই, তখন সে শিথিল, কম্পিত দুহাতে তার রিভলবার আবার তুলছিল সর্বশক্তি ব্যয় করে।

এ যাত্রায়ও সে সফল হলো না। আহমদ মুসা তার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং তার রিভলবারও উঠে এসেছিল তাকে তাক করে। গুলী করতে আহমদ মুসার কষ্ট হচ্ছিল। ওদের অন্ততঃ একজনকে সে জীবন্ত চেয়েছিল কথা বের করার জন্য। কিন্তু গুলী না করে তার আর উপায় ছিল না। এক গুলী দিয়ে দুহাতকে নিস্ক্রিয় করার চেষ্টার মধ্যে ঝুঁকি আছে। সে ঝুঁকি আহমদ মুসা নিতে চায়নি।

আহমদ মুসার গুলী এবার দানিয়েল ডেভিডের মাথাকেই গুঁড়িয়ে দিল।

দুলাশের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে আহমদ মুসা পাশের চেয়ারটায় একটু বসল। ওদের কাউকে এখন পর্যন্ত জীবন্ত পাওয়া গেল না। আসল লক্ষ্য হল ড হাইম হাইকেলের সন্ধান লাভ, সেটারই কোন অগ্রগতি এখনও হলো না।

একটু রেস্ট নিয়ে উঠে আহমদ মুসা মৃত দুজনকেই সার্চ করল, তারপর সার্চ করল গোটা বাড়িটা। কিন্তু প্রয়োজনীয় এমন কিছু পেল না। একটা বিষয়ে আহমদ মুসার বিস্ময় লাগল, ওরা ডা. নিউম্যানকে সরিয়ে দিল কেন? এটা কি ওদের সতর্কতা না ওরা জানতে পেরেছে যে, ডা. নিউম্যানের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে!

বাড়িটা থেকে শূন্য হাতে বের হতে হতে আহমদ মুসা ভাবল ড. হাইম হাইকেল সম্পর্কে জানার জন্যে সামনে একটা অবলম্বই দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো ড. হাইম হাইকেলের পরিবার তার সাহায্য করতে পারে। আবার তাদের দিয়ে পথও বের করা যেতে পারে। কারণ তাদের সহযোগিতা করতে পুলিশ, সরকার, সবাই বাধ্য।

সুতারাং আহমদ মুসার নেক্সট ইনভেস্টিগেশন ফিলাডেলফিয়া, ড. হাইম হাইকেলের বাড়ি।

ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্ট থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে একটা কার। দিলাওয়ার এভেনিউতে প্রবেশ করে গাড়ি দিলাওয়ার নদী তীর ধরে ছুটে চলছে। দিলাওয়ার এভেনিউ থেকে গাড়িটি লম্বার্ড স্ট্রিটে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। সেন্ট পিটার্স চার্চ বরাবর এসে গাড়িটি প্রবেশ করল থার্ড স্ট্রিটে। চার্চ পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গাড়িটা স্ট্রিট থেকে নেমে লাল পাথরে বাধা প্রাইভেট রাস্তা একশ গজের মত চলার পর গাড়িটা বিশাল এক বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পুরানো মডেলের নতুন বাড়ি। বাড়িটি ষোড়শ শতকের তৈরি। ফিলাডেলফিয়ার এই এলাকা একটি ইউরোপীয় বসতি। বৃটিশ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস কর্তৃক নিয়োজিত প্রথম বৃটিশ গভর্নর উইলিয়াম পেম এই দিলাওয়ার উপকূলে ল্যান্ড করার পরই এই বসতি স্থাপিত হয়। এই এলাকার শত শত বাড়ি এখনও সেই আগের মডেলেই বিদ্যামান। চারশ’ বছরের পুরানো বাড়িগুলো সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু আকার-আঙ্গিকে হাত দেয়া হয়নি। ঐতিহাসিক স্মৃতি রক্ষার জন্য মডেল, স্টাইল হুবহু রক্ষা করা হয়েছে।

যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল, সে বাড়িটাও এই শত শত বাড়ির একটি। কিন্তু বাড়িটার আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আমেরিকার বিখ্যাত ইহুদী ব্যক্তিত্ব হাইম সলমনের বাড়ি এটা। অতুল বিত্তের অধিকারী এই হাইম সলমন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তার সমুদয় অর্থ তুলে দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের তহবিলে। স্বাধীনতা উত্তর আমেরিকার সরকার গঠন ও পরিচালনা এবং শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে হাইম সলমন। সুতারাং এই বাড়িটা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান এবং পরিবারটাও পরম শ্রদ্ধাস্পদ।

গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট বক্স থেকে সিকিউরিটি ছুটে এসে গেটের দরজা খুলে দিল।

গাড়ি লাল পাথরের রাস্তা ধরে সুন্দর ফুল-বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে প্রশস্ত গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুন। হাতে ছোট্ট একটা হ্যান্ড ব্যাগ। এক দৌড়ে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল বারান্দায়। বাড়িতে প্রবেশের দরজার মুখোমুখি হতে দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে এক তরুণী। দরজা খুলেই তরুণীটি তরুণকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'হাই বেঞ্জামিন।'

'হাই ব্রাউন। তুমি! এখন, এখানে তোমাকে দেখব ভাবতেই পারছি না।' বলল বেঞ্জামিন।'

বেঞ্জামিনের পুরো নাম হাইম বেঞ্জামিন। হাইম হাইকেলের ছেলে এবং হাইম সলমনের উত্তম পুরুষ। পড়ে রোমের 'ইউনিভার্সিটি অব থিয়োলজী'তে। সে 'কম্পারেটিভ রিলিজিওন'-এর ছাত্র। তার পরীক্ষা ছিল বলে পিতার খবর তাকে জানানো হয়নি। পরীক্ষা শেষে জানতে পেরেই ছুটে এসেছে বাড়িতে।

আর ব্রাউনের পুরো নাম বারবারা ব্রাউন। বেঞ্জামিনদের প্রতিবেশী এক ইহুদী পরিবারের মেয়ে সে। পরিবারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাইগ্রেট করে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন ছোটবেলা থেকে সহপাঠি ও বন্ধু। বারবানা ব্রাউন এখন ফিলাডেলফিয়া বিশাববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী।

বেঞ্জামিন কথা শেষ করতেই ব্রাউন বলে উঠল, 'আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দাদীর সাথে দেখা করতে এলাম। তুমি আসছ শুনলাম। তাই তোমাকে ওয়েলকাম করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

হাসিমুখে কথাগুলো বলল বারবানা ব্রাউন। কিন্তু হাসির মধ্যেও একটা অস্বস্তির প্রকাশ দেখা গেল তার মধ্যে। চোখের কোণায় যেন অপরাধের একটা কালো দাগ।

বারবানা ব্রাউন বেঞ্জামিনের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, দাদীর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছে। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন তোমাকে রিসিভ করার জন্যে। আমি তাকে জোর করে শুইয়ে রেখেছি।'

বেঞ্জামিনের কথা শুনতে পেয়েছিল বেঞ্জামিনের দাদী গ্লোরিয়া হাইম।

বেঞ্জামিনের মা মারা গেছে। অনেক বছর হলো। দাদীই বেঞ্জামিনকে মানুষ করেছে। বেঞ্জামিনের পিতা হাইম হাইকেল চাকুরীর কারণে বেশির ভাগ

সময় নিউইয়র্কেই থাকত। আর বেঞ্জামিন পড়ত ফিলাডেলাফিয়াতেই। সুতারাং পিতা-মাতা দুজনেরই স্নেহ দাদী বেঞ্জামিনকে দিয়েছে।

বেঞ্জামিন ইটালীর রোমে পড়তে গেলে দাদী গ্লোরিয়া মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়ে। হাইম হাইকেল মাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য নিউইয়র্ক থেকে প্রতি সপ্তাহেই ফিলাডেলফিয়াতে আসত। একদিকে বেঞ্জামিন বিদেশে অন্যদিকে একমাত্র ছেলে হাইম হাইকেল নিরুদ্দেশ। শারীরিকভাবই দারুন ভেঙে পড়েছে গ্লোরিয়া।

বেঞ্জামিন গিয়ে জড়িয়ে ধরল দাদীকে।

বেঞ্জামিন দাদীকে সান্ত্বনা দিল। বলল, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে দাদী। আব্বার কোন শত্রু থাকতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর ক্ষতি কে করবে, কেন করবে দাদী?’

‘আমিও তাই ভাবি। কিন্তু কোথায় গেল হাইকেল! তুই রোম যাবার পর কোন উইক এন্ডেই সে ফিলাডেলাফিয়ায় আসা বন্ধ করেনি।’ বলল দাদী।

‘এটা অবশ্যই চিন্তার বিষয় দাদী। কিন্তু এ থেকেই কোন খারাপ চিন্তা আমরা না করলেও পারি। সাধারণ ফর্মালিটির বাইরে তিনি কোথাও থাকতে পারেন। একথা সত্যি দাদী, আব্বার মধ্যে বিস্ময়কর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ইহুদী ধর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এসেছেন। দুর্বোধ্য এই পরিবর্তন। পারিবারিক উত্তরাধিকার রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করে তিনি একাডেমিক একটা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে নেমে এলেন। সবচেয়ে বড় কথা দাদী, সবকিছু থেকে নিজেকে বিছিন্ন করার একটা প্রবল আত্মমুখী প্রবণতা তার মধ্যে আমি দেখেছি। সুতারাং কোথাও গিয়ে কিছু সময়ের জন্য তিনি আত্মগোপন করতে পারেন।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘বেঞ্জামিন, বয়সের পরিবর্তনের সাথে চিন্তাধারায় যে কোন পরিবর্তন আসতে পারে, তা বিস্ময়কর হতেও পারে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই কারণে হাইকেল তার মায়ের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এতটা অবিচার করবে, তা আমি মেনে নিতে পারছি না।’ বলল দাদী গ্লোরিয়া।

‘এটা ঠিক বলেছ দাদী। আব্বার ইদানিংকালের মানবতাবাদী চিন্তার সাথেও এটা মিলে না। আচ্ছা পুলিশ কি বলছে দাদী?’ জিজ্ঞাসা বেঞ্জামিনের।

‘ফিলাডেলাফিয়ার পুলিশ প্রধান ঘটনার পর আমার কাছে এসেছিল। সমবেদনা প্রকাশ করেছিল। বলেছিল, ‘সকলের সম্মানিত হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের সব রকম চেষ্টা তারা করবে। কিন্তু তদন্তের কাজটা চলবে নিউইয়র্ক ভিত্তিক। সব ব্যাপার জানে বিশ্বাবদ্যালয় এবং সেখানকার পুলিশ।’ বলল দাদী।

‘ঠিক আছে দাদী, আমি দুএকদিনের মধ্যেই নিউইয়র্ক যাব।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘ঠিক আছে ভাই। এখন আর কথা নয়। যাও কাপড় ছাড়, ফ্রেশ হও।’ বলল গ্লোরিয়া হাইম।

‘আচ্ছা দাদী, একটু পরে আসছি। তোমার সাথে বসেই চা খাব।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

উঠে দাঁড়াল সে।

উঠে দাঁড়াল বারবারা ব্রাউনও।

‘তুমি এখন চলে যাবে? একটু পরে যাও। এস কথা বলি।’ বারবানা ব্রাউনকে লক্ষ্য করে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘তোমার এখন রেস্ট প্রয়োজন।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘কথাকে রেস্টের বিকল্প বলছি না। চল।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

হাইম বেঞ্জামিন কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হয়ে এসে সোফায় বারবারা ব্রাউনের মুখোমুখি বসল। বলল, ‘আচ্ছা ব্রাউন বলত তুমি কি ভাবছ? আমি বিষয়টাকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,আব্বা নিভৃত জীবনের জন্য কিছু সময়ের জন্য কোথাও হয়তো গেছেন। ধর্ম চিন্তায় যারা গভীরভাবে ডুবে যান, তাদের ক্ষেত্রেই কখনও কখনও এমন ঘটে। কিন্তু এখন দাদীর কথায় মনে হচ্ছে, সত্যি আব্বা এমন দায়িত্বহীন হতে পারেন না। দাদী ও পরিবারের চিন্তাকে বাদ দিয়ে তিনি কোন চিন্তাই গ্রহণ করতে পারেন না।’

বেদনা মিশ্রিত একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠেছিল বারবারা ব্রাউনের মুখেও। এই ভাবটা চাপতে চেষ্টা করে বলল বারবারা ব্রাউন, আমি দাদীর সাথে একমত। বড় কিছু ঘটেছে। ভেবে-চিন্তে তোমার সামনে এগুনো দরকার।

'বড় কিছু একটা কি হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল হাইম বেঞ্জামিন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না বারবারা ব্রাউন। কি উত্তর দেবে সে! সে নিজেও সবকিছু জানে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, আংকেল ড. হাইম হাইকেল বিপদে আছেন। হাইম পরিবারকে তা জানতে দেয়া হবে না। ইহুদীদের স্বার্থেই নাকি এটা প্রয়োজন। আংকেল ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থেই নাকি কোন বিদেশীকে, এমনকি অপরিচিত কোন স্বদেশীকেও হাইম পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয়া যাবে না কিছুতেই। এই পাহারা দেবার দায়িত্ব তার উপরেও পড়েছে। পরিবারের অজান্তে এটা করতে তার খারাপ লাগছে। সে বুঝতে পারছে না এর মধ্যে ইহুদী স্বার্থের কি আছে, হাইম পরিবারের স্বার্থেরই বা কি আছে! তবু অর্পিত দায়িত্ব তাকে পালন করতে হচ্ছে। হাইম বেঞ্জামিন শুধু তার বন্ধু নয়, তার সব কিছুই সে। কিন্তু তার সাথেও লুকোচুরি খেলতে হচ্ছে তাকে। সত্য কথাটা বলা যাচ্ছে না। এই চিন্তা তাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে।

চিন্তার টানাপোড়নে বিব্রত বারবারা ব্রাউন উঠে হাইম বেঞ্জামিনের পাশে গিয়ে বসল। তুলে নিল হাইম বেঞ্জামিনের একটা হাত। বলল, 'বেঞ্জামিন 'বড় কিছু একটা' কি আমি জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে আংকেল বড় বিপদে পড়েছেন।'

থামল বারবানা ব্রাউন। একটা দম নিয়ে ভয়ার্ত ফিসফিসে কন্ঠে বলল, 'আমার মনে হয় তোমাদের পরিবারের উপরও চোখ রাখা হচ্ছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো বেঞ্জামিনের। সোজা হয়ে বসল। বারবারা ব্রাউনের দুহাতই সে তার হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। বলল, 'ব্রাউন, সত্যি এটা? কি করে বুঝলে তুমি?'

কথা গুছিয়ে রেখেছিল বারবারা ব্রাউন। বলল, আমাদের কম্যুনিটির বিভিন্ন সূত্র থেকে এটা বলা হচ্ছে। আর গতকাল নিজেও আমি তোমাদের বাসায় একটা টেলিফোন ধরেছি দাদীর নির্দেশে। টেলিফোন যিনি করেছিলেন, কথার উচ্চারণ থেকে বুঝলাম তিনি একজন বিদেশী। তিনি বললেন, মি. হাইম বেঞ্জামিন

আগামীকাল ক'টায় পৌঁছাচ্ছেন?' আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনি? তিনি বললেন, আমি ড. হাইম হাইকেলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি মি. হাইম বেঞ্জামিন ও তার দাদীর সাথে দেখা করতে চাই।' আমার বিস্ময় লেগেছে তুমি আজ আসছ এ বিষয়টা একজন বিদেশী নিউইয়র্ক থেকে জানল কি করে? 'দাদী অসুস্থ, পরে যোগাযোগ করবেন' বলে আমি তাঁকে এড়িয়ে গেছি।'

ওদিকে হাইম বেঞ্জামিন কিছু বলার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বারবারা ব্রাউন থামতেই বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আশ্চর্য, আমি এই দুমিনিট আগে টয়লেট থেকে বেরিয়ে একটা টেলিফোন ধরলাম। টেলিফোনটা তোমার সেই লোকের। ঠিক সেই বিদেশী উচ্চারণ। তোমাকে যা বলেছে আমাকেও তাই বলল। আব্বার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সে, আমার সাথে দেখা করতে চায়।'

'অবাক ব্যাপার! তুমি এসেছ এক ঘন্টাও হয়নি, সে জানল কি করে?' বলল বারবারা ব্রাউন। বিস্ময়ভরা তার কন্ঠে।

হাইম বেঞ্জামিন চিন্তা করছিল। বলল,'আধুনিক ব্যবস্থায় বিমান বন্দরকে জিজ্ঞাসা করে বা ইন্টারনেট-ই-মেইলের মাধ্যমেও এটা জানা সম্ভব।'

'আবার বাড়ির উপর চোখ রেখেও জানা সম্ভব।' বারবারা ব্রাউন বলল।

'হ্যাঁ, তাও সম্ভব।' বলল, হাইম বেঞ্জামিন।

'তুমি কি বলেছ লোকটাকে?' জিজ্ঞাসা করল বারবারা ব্রাউন।

'আমি তাকে সময় দিয়েছি। আমি নিউইয়র্ক যাবার আগে তার সাথে আলোচনা করলে ভালোই হবে।' বলল বেঞ্জামিন।

'অপরিচিত একজন মানুষ। তার উপর বিদেশী। একজন অপরিচিত বিদেশী কি করে আংকেলের শুভাঙ্ক্ষী হতে পারেন?

হঠাৎ তার সাথে দেখা করা কি ঠিক হবে? তার কোন বদ মতলবও থাকতে পারে।' বারবারা ব্রাউন বলল।

'হঠাৎ করে তো দেখা করছি না। আসছেন আগামীকাল। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকছে।' বলল বেঞ্জামিন।

কলিংবেল বেজে উঠল।

বারবারা ব্রাউন দৌড়ে গিয়ে কলটা রিসিভ করল। কথা বলল। তারপর ছুটে এল হাইম বেঞ্জামিনের কাছে। বলল, 'একজন পুলিশ অফিসার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর এসেছেন। তোমার সাথে দেখা করবেন।'

হাইম বেঞ্জামিনের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। ওরা কি আব্বার সম্পর্কে কোন সুসংবাদ এনেছেন? মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকল হাইম বেঞ্জামিন যেন কোন সুখবর সে পায়।

উঠে দাঁড়াল হাইম বেঞ্জামিন। বলল,'চল ব্রাউন, ওদের নিয়ে আসি।'

মেহমান দুজনকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এসে ওরা চারজন ড্রইংরুমে বসল। বেঞ্জামিন ও বারবারা পাশাপাশি এক সোফায় বসল। আর অন্য দুটি সোফায় বসল পুলিশ আফিসার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিস।'

হাইম বেঞ্জামিন বসেই মি. ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি। আমি নিজেই নিউইয়র্ক যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমরা খুব উদ্বিগ্ন।'

'আমরাও নিদারুন দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন। আসলেই এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বলার জন্যে আমরা এসেছি।' বলে একটু থামল ফ্রান্সিস। তারপর পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে বলল, 'এসপি সাহবে আপনিই কথাটা শুরু করুন।'

পুলিশ অফিসারের চোখে-মুখে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় নড়ে-চড়ে বসল। বলল, 'আমি এ্যালেন শেফার। নিউইয়র্কের ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এর একজন তদন্তকারী অফিসার। দুঃখের সাথে বলছি, আমরা ড. হাইম হাইকেলকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় খুঁজে পেয়েছি। যা বুঝা গেছে তাতে মনে হয়েছে ভীষণ এক ভয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর জীবন প্রচন্ড ঝুঁকির মুখে। এর একটা সত্যতা পাওয়া গেছে, গত কয়েকদিনে রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন খুন হয়েছে, দুজনকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ড. হাইকেলের সন্ধানে তাদের হত্যা ও জখম করা হয়। এই আশংকাকে

সামনে রেখেই ড. হাইকেলকে খুঁজে পাওয়ার খবরটা প্রকাশ করা হয়নি। আর.................।'

পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কথার মাঝখানেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আব্বা এখন কোথায়?'

'একটা মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়েছে।' বলল এ্যালেন শেফার।

'কোন হাসপাতালে?' জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

'সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ ছাড়া কাউকে বলার অনুমতি নেই। আমিও জানি না ম্যাডাম।' বলল পুলিশ অফিসার।

'পরিবারের সদস্যরাও তা জানতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল হাইম বেঞ্জামিন।

'পরিবারের সদস্যরা জানতে পারবে না?' কিন্তু যেতে পারবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা এসেছি।' পুলিশ অফিসারটি বলল।

'বলুন ঘটনা কি?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না পুলিশ অফিসারটি। একটু ভাবল। বোধ হয় কথা গুছিয়ে নিল। তারপর বলতে শুরু করল, 'ড. হাইম হাইকেল একদিকে অপ্রকৃতিস্থ, অন্যদিকে অদৃশ্য এক প্রবল শত্রু তাকে তাড়া করে ফিরছে। এই অবস্থায় তার যেমন চিকিৎসা দরকার, তেমনি দরকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার। এজন্য তাকে চিকিৎসার জন্য এমন এক জায়গায় রাখা হয়েছে, যা পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ জানে না। আপনাদেরও জানানো যাবে না এই কারণে যে, আপনাদের যাতায়াত বা অন্য কোনভাবে বিষয়টা শত্রুরা জেনে ফেলতে পারে। শত্রুরা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে আপনাদের উপরও চোখ রেখেছে। তবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পুলিশের তত্ত্বধানে ড. হাইম হাইকেলকে দেখানো হবে তার পরিবারের লোকদের।'

একটা ঢোক গিলল পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার। থামতে হলো তাকে।

পুলিশ অফিসার থামতেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, আমার দুটি কথা। এক, আপনি বলেছেন হাসপাতালের নাম, ঠিকানা আমাদের জানাবেন না। কিন্তু

ওখানে যখন যাব, তখন তা তো জানা হয়েই যাবে। তাহলে নাম, ঠিকানা জানাতে আপত্তি কেন? দুই. আব্বাকে আমাদের দেখানো হবে বলেছেন। দেখানোর অর্থ সাক্ষাত ও কথা বলা নয়। 'দেখানো হবে' বলতে আপনি কি অর্থ করেছেন?'

পুলিশ অফিসারটির মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। বিব্রতও মনে হলো কিছুটা। কিন্তু এরপরও হাসার চেষ্টা করে সে বলল, 'ড. হাইম হাইকেলের পরিবারকে তার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে, দেখানো হবে, কিন্তু সাক্ষাত করানো হবে না। ডাক্তারের নিষেধ। যথেষ্ট সুস্থ না হওয়ায় আত্নীয়-স্বজনের সাথে তাকে সাক্ষাত করানো যাবে না। যে কোন আবেগ উত্তেজনা তার জন্য ক্ষতিকর। এই একই কারণে তাঁকে তাঁর কোন পরিচিতজনের সাথেও সাক্ষাত করানো হচ্ছে না। যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানকার নাম- ঠিকানা না জানানোর অর্থ হলো, ড. হাইম হাইকেলের পরিবার সেখানে যাবেন বটে, কিন্তু যাওয়ার রাস্তা এবং যাওয়ার স্থান তাদের দেখতে দেয়া হবে না। শেডে ঢাকা বন্ধ গাড়িতে করে যে ঘরে বসে তারা হাইকেলকে দেখবেন, সেই ঘরে নিয়ে নামিয়ে দেয়া হবে। দেখার পর ঐ ঘর থেকে ঐভাবেই আবার ফিরিয়ে আনা হবে।'

বিরক্তি ফুটে উঠল হাইম বেঞ্জামিনের মুখে। বলল, এত কিছুর আমি কারণ বুঝছি না। ড. হাইম হাইকেলের পরিবারকেও বিশ্বাস করা হবে না কেন? আব্বার শত্রু কে বা কারা, কেন তা আমরা জানতে পারব না?'

পুলিশ অফিসারের মুখে সেই আগের অস্বস্তিভাব আবারও ফুটে উঠল। ম্রিয়মান কন্ঠে বলল, 'যা করা হচ্ছে সবই ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থে।' বলে একটু থামল পুলিশ অফিসার। তারপর পুনরায় বলা শুরু করল, 'মুসলিম একটি মৌলবাদী চক্র বিরাট এক ষড়যন্ত্র এঁটেছে ড. হাইকেলকে ঘিরে। ড. হাইম হাইকেল একটি ঐতিহাসিক পরিবারের অত্যন্ত সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছ থেকে ঐ চক্র একটা কনফেশন আদায় করতে চায় যে কোন মূল্যে। তারপর তাকে হত্যা করতে চায়, যাতে সে কনফেশনের কোন প্রতিবাদ জানানোর কোন সুযোগ না পান।'

পুলিশ অফিসার থামতেই বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, 'কনফেশনটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কিসের কনফেশন এটা?'

‘এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, জাতীয় মহাগুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনার সাথে এই কনফেশন জড়িত। এই কনফেশন শত্রুর হাতে এমন এক মহাঅস্ত্র তুলে দেবে যা ইতিহাসই পাল্টে দিতে পারে।’ বলল পুলিশ অফিসারটি।

বিস্ময় ও ভীতির ছায়া নেমে এসেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখে। পুলিশ অফিসারটি থামলেও তারা কোন কথা বলতে পারল না। ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন, তার আব্বা কি এমন জানেন বা চাপে পড়ে ভিত্তিহীন কি এমন কনফেশন করতে পারেন যা ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে! তার পিতার মানসিক পরিবর্তনের সাথে এই কনফেশন ব্যাপারটার কি কোন সর্ম্পক আছে?

পুলিশ অফিসারই আবার কথা বলে উঠল। বলল, ‘সব কথা আমরা জানি না। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা অত্যন্ত ভয়াবহ। জাতির স্বার্থে, ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আমরা সবাই আশা করি।’

ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন। একটু পর বলল, ‘ঠিক আছে মি. এ্যালেন শেফার। আমরা কবে দেখা করতে পারি?’

‘সুবিধা অনুসারে আমাদের পক্ষ থেকেই তা আপনাদের জানানো হবে।’ বলল পুলিশ অফিসার।

হাইম বেঞ্জামিন পাশের ডেস্ক থেকে স্লিপ প্যাডের একটা পাতা নিয়ে এসে পকেট থেকে কলম বের করে পুলিশ অফিসারকে বলল, ‘আপনার অফিস ও বাসার টেলিফোন নাম্বার দিন, যাতে আমরাও যোগাযোগ করতে পারি আপনার সাথে।’

পুলিশ অফিসার কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে বাধো বাধো কন্ঠে বলল, ‘আমি অফিসে কখন থাকি, বাসায় কখন থাকি তার কোন স্থিরতা নেই। সুতরাং আমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে লাভ হবে না। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, তাহলেই হবে।’

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে হাইম বেঞ্জামিন তার কাগজ ও কলম রেখে দিতে দিতে বলল, ‘ধন্যবাদ ওঁদের সকলের টেলিফোন আমাদের কাছে আছে।’

হাইম বেঞ্জামিনের কথা শেষ হতেই পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়াল। তার সাথে উঠল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিস। বলল পুলিশ অফিসার, 'আমরা দুঃখিত। একেবারে অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করেছি। আপনি বাড়িতে ফিরে বোধ হয় একটু রেস্টও নিতে পারেননি।'

'আমাদের খুশি হবার কথা। আমরা খুশি হয়েছি। আমাদের জন্যেই কষ্ট করে আপনারা এসেছেন। কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিসকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন আবার বসল।

কপাল কুঞ্চিত, চোখ আধ-বোজা। ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন।

তার চিন্তায় বাধ সেধে বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, 'বলেছিলাম না বেঞ্জামিন আংকেল বড় কোন বিপদে পড়েছেন এবং বলেছিলাম যে, তোমাদের বাড়ি ও তোমাদের উপর চোখ রাখা হচ্ছে। দেখলে সবই সত্য প্রমাণ হলো। ওরাও বলে গেল এবং আমিও নিশ্চিত যে, শত্রু পক্ষ তোমাদের বাড়িতে আসবে, তোমাদের সাথে দেখা করারও চেষ্টা করবে।'

'কেন আসবে আমরা তো কিছুই জানি না।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'এখন তো অনেক কিছুই জানলে'। বারবারা ব্রাউন বলল।

'আব্বা যখন বিপদগ্রস্থ, তখন সে বিপদ আমাদের স্পর্শ করবেই।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ভেব না বেঞ্জামিন। শত্রুরা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না।' বারবারা ব্রাউন বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাইম বেঞ্জামিনের। বলল, 'তুমি এতটা নিশ্চিত কেমন করে?'

একটু সংকুচিত ভাব দেখা দিল বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখে। একটু হেসে স্বাভাবিক হয়ে বলল, কেন যারা আংকেলের নিরাপত্তা দিচ্ছেন, তাদের কি দায়িত্ব নয় তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া?'

‘এটা যুক্তির কথা, কিন্তু বলেছ নিশ্চিত কথা। যাক। আব্বার অপ্রকৃতিস্থ হবার বিষয়টি আমার মন মেনে নিতে পারছে না। একমাস আগেও আব্বার যে চিঠি পেয়েছি, তাতে তাঁকে সুস্থ শুধু নয়, আরও গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তার মনে হয়েছে।’ বলল বেঞ্জামিন।

‘তুমি বলছ এক মাস আগের কথা। কিন্তু বর্তমানকে তো মানতে হবে বেঞ্জামিন।’ বারবারা ব্রাউন বলল।

‘মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি করব বুঝতে পারছি না। আব্বার সাথে সাক্ষাত করতে পারবো না, এ কেমন কথা!’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘ডাক্তারের কথা তো মানতেই হবে। ডাক্তারের উপর ভরসা করা ছাড়া করার কি আছে!’ বারবারা ব্রাউন বলল।

সেই সাথে বারবারা ব্রাউন সরে বেঞ্জামিনের ঘনিষ্ট হলো। বেঞ্জামিনের কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, ‘আবেগ নয়, তোমাকে বাস্তববাদী হতে হবে বেঞ্জামিন। আমার মনে হচ্ছে, বিপর্যয়টাকে যতটা আমরা দেখছি, তার চেয়ে বড়। তোমাকে সবদিক দেখে চলতে হবে।’

‘পরিবারের সবকিছু আব্বাই দেখেছেন, এখন তিনিই বিপদে। খুবই অসহায় বোধ করছি আমি।’ বলল বেঞ্জামিন।

বারবারা ব্রাউন হাত দিয়ে বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমি তোমার পাশে থাকব বেঞ্জামিন।’

বেঞ্জামিন কোন কথা বলল না।

মাথাটা সে এলিয়ে দিল বারবারা ব্রাউনের কাঁধে।

দিলাওয়ার নদীর তীরে দিলাওয়ার এভেনিউর ঠিক উপরেই একটা হোটেলে উঠেছে আহমদ মুসা। ইউরোপীয় ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে। সামান্য ছদ্মবেশেই সে একেবারে বদলে গেছে। সুবেশী একজন এ্যাংলো-এশিয়ান ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে তাকে।

দুপুরে সে হোটেলে উঠেছে। গোসল করে খাওয়ার পর একটু রেস্ট নিয়েই আহমদ মুসা বেরিয়েছিল এলাকাটা দেখার জন্যে। সেই সাথে সাথে হাইম বেঞ্জামিনের বাড়িটাও সে দেখে এসেছে।

হোটেলে উঠেই আহমদ মুসা যোগাযোগ করেছে হাইম বেঞ্জামিনের সাথে। বলেছে, 'আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, আপনার আব্বার ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু আলোচনার জন্যে।' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসেনি বেঞ্জামিনের কাছ থেকে। একটু পর বলে, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কিংবা আমাদের পরিবারের কেউ আমার আব্বার ব্যাপার নিয়ে কারও সাথে কথা বলব না।' আহমদ মুসা উত্তরে এই সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। বেঞ্জামিন বলেছিল, 'এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই বলে। কারও কিছু জানার থাকলে পুলিশের কাছ থেকেই জানা উচিত।' আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ আমি গত সাতদিনে নিউইয়র্কে সে রকম পুলিশ তালাশ করেছি, যিনি ড. হাইম হাইকেলের সর্ম্পকে কিছু জানেন। কিন্তু এ রকম পুলিশ পাইনি, যে অন্তত; এটুকু বলতে পারে, ড. হাইকেলের লা-পাত্তা হবার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ধরনের তদন্ত শুরু হয়, সংশ্লিষ্ট লোকের ঘর থেকে। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শুনেছি, ঘরটি পুলিশের কেউ এখনও দেখেইনি। তাঁকে যদি অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ বলা হয়, তাহলেও এর পটভূমির জন্যে তার ঘরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের তার ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র ও কাগজপত্রের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দরকার হয়। পুলিশ তার কিছুই করেনি। তদন্তের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন পুলিশ অফিসারই পাইনি। সুতরাং যা জানতে চাই, কাকে জিজ্ঞাসা করব?' আহমদ মুসার এ দীর্ঘ কথার পর সঙ্গে সঙ্গেই বেঞ্জামিন কিছু বলেনি। বোধ হয় ভাবছিল। একটু পরে বলে ওঠে, 'আপনি নিউইয়র্কের নিউইয়র্কভীল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কাছে গেছেন? তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।' শুনেই আহমদ মুসা বলে উঠেছিল, 'কি নাম বললেন পুলিশ অফিসারের?' বেঞ্জামিন উত্তরে বলে, 'এ্যালেন শেফার।' আহমদ মুসা একটু ভেবে বলেছিল, 'আমি নিউইয়র্কের নিউইয়র্কভিল ডিস্টিক্টেই রয়েছি। ওখানকার পুলিশ অফিসে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। ওখানে ১১ জন তদন্তকারী অফিসার

আছেন। তার মধ্যে এ্যালেন শেফার নামে কাউকে পাইনি!' উত্তরে বলেছিল বেঞ্জামিন 'পাননি! কয়েকদিন আগেই তো আমার সাথে কথা বলে গেল!' ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল আহমদ মুসার। একটু ভেবে নিয়ে সে, বলেছিল, 'নিউইয়র্কের পুলিশ আপনার এখানে এসেছিল? তার নাম এ্যালেন শেফারই ছিল? ঠিক মনে আছে আপনার?' হাইম বেঞ্জামিন বলল, 'হ্যাঁ ঠিক আছে।' একটু ভেবে আহমদ মুসা বলেছিল, 'আমার অনুরোধ, আপনি সময় করে নিউইয়র্ক পুলিশের ওয়েব সাইটে নিউইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্টের পুলিশের লিস্টটা একটু পরীক্ষা করুন। ওখান থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে আপনি টেলিফোনও করতে পারেন।' আহমদ মুসা থামতেই বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আমি এখনি দেখছি। মিনিট দশেক পরে আপনার সাথে কথা বলব। স্যরি, এখন রাখছি।' বলেই সে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

ঠিক দশ মিনিট পর আহমদ মুসা টেলিফোন করার আগে হাইম বেঞ্জামিনই আহমদ মুসাকে টেলিফোন করে। আহমদ মুসা টেলিফোন ধরে হ্যালো বলতেই হাইম বেঞ্জামিন বলতে শুরু করে, 'স্ট্রেঞ্জ মি. ....।'

'আইজ্যাক দানিয়েল।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ মি. দানিয়েল, আমি কম্পিউটারের ওয়েব সাইটে চেক করেছি। নিউইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এ এ্যালেন শেফার নামে কোন পুলিশ নেই। আমি টেলিফোনও করেছিলাম। ওখানকার পুলিশ অফিস জানাল, ঐ নামের কোন পুলিশ অফিসার এখানে নেই। গত তিন বছরের মধ্যে ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন পুলিশ অফিসার তারা আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিল কিনা। তারা পাঠায়নি বলেছে। আপনার কথাই ঠিক। তারা আমার আব্বার অন্তর্দ্ধানের তদন্ত বিষয়ে কোন তদন্ত অফিসারই নিয়োগ করেনি এখনও।' হাইম বেঞ্জামিন থামলেই আহমদ মুসা বলেছিল, 'মি.হাইম বেঞ্জামিন আপনার সাথে আমার কথা আছে। আসতে পারি?' একটু চুপ করে থেকে হাইম বেঞ্জামিন বলেছিল, 'কি বলব মি. দানিয়েল, বুঝতে পারছি না।' আহমদ মুসা বলল, 'মি. হাইম বেঞ্জামিন আমাকে বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমার কথা আপনি শুনবেন। আমি একাই এসেছি। একাই আপনার সাথে কথা বলব। আমাকে সার্চ করে ঢুকাবে আপনার

সিকিউরিটি। আপনি যে কোন কাউকে সঙ্গে রাখতে পারেন।' অবশেষে সাক্ষাতের সময় দেয় বেঞ্জামিন।

কাপড়-চোপড় পরেই আহমদ মুসা বসেছিল। বেঞ্জামিনের বাড়িতে যাবার জন্যে ঠিক সন্ধ্যা ৭ টায় উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলল।

দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই একজন লোকের মুখোমুখি হয়ে গেল। লোকটি যুবক বয়সের এবং লাল শ্বেতাংগ। আহমদ মুসার দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার মুখোমুখি হতেই লোকটি চমকে উঠল এবং পেছনে ফিরে করিডোর বরাবর হনহন করে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে লোকটির পেছনে হাঁটতে শুরু করল। আহমদ মুসা নিশ্চিত, লোকটি তার ঘরের সন্ধানেই এসেছিল।

সামনেই করিডোরের একটা বাঁক।

লোকটি বাঁক ঘুরে গেল।

আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করতে যেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসাও বাঁক ঘুরল। কিন্তু বাঁক ঘুরে লোকটিকে আর দেখতে পেল না। লিফট রুম সামনে, কিন্তু বেশ একটু দূরে। এত তাড়াতাড়ি সে লিফটে নেমে যেতে অবশ্যই পারেনি। কিন্তু গেল কোথায়? লোকটি তার মতই কি হেটেলের বাসিন্দা? আহমদ মুসার দরজায় তার ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি একটা বোকামি? কিন্তু লোকটির চোখ-মুখ দেখে তা মনে হয়নি।

মাথায় এসব ভাবনা নিয়েই আহমদ মুসা লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এসে গেল লিফটটা।

আহমদ মুসা চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে লিফটে প্রবেশ করল। মনে মনে বলল, এখন ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলাই তার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ। অন্যদিকে সে নজর দেবে না। সে নিশ্চিত যে, তার ফিলাডেলাফিয়ায় আসা শত্রুর কাছে ধরা পড়ে গেছে। লোকটি তাদের হওয়াটাই ঘটনার সবচেয়ে সংগত ব্যাখ্যা।

আহমদ মুসা হোটেলের সামনে কয়েক ঘন্টার চুক্তিতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে যাত্রা করল।

আহমদ মুসার গাড়ি দেলোয়ার এভেনিউ থেকে ক্যাথেরিন স্ট্রিটে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে প্রবেশ করল থার্ড স্ট্রিটে।

আহমদ মুসার গাড়ি এগিয়ে চলল ঐতিহাসিক 'সাউথওয়াক' আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে। ষোড়শ শব্দাতীর এ আবাসিক এলাকা। এলাকার বাড়ি ঘরগুলো কাঠামো, ডিজাইন সবই ষোড়শ শতাব্দীর। আধুনিক সংস্কার বাড়িগুলোকে আধুনিক করে তুলেছে। এই আবাসিক এলাকারই একেবারে উত্তর-প্রান্তে ড. হাইম হাইকেলের বাড়ি।

আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো প্রশস্ত। বাড়িগুলো অনেক দূরে দূরে। সব বাড়িই চারদিক থেকে বাগানে সুসজ্জিত। এতে এলাকার শোভা বেড়েছে, কিন্তু চারদিকে একটা শুন-সান নির্জনতা নেমে এসেছে। সন্ধ্যা সাতটাতেই মধ্যরাতের নিরবতা-নির্জনতা এসে জুড়ে বসেছে। কচিৎ দুএকটা গাড়ির দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল, অতীতে ফিরে গিয়েছিল তার মন। ভাবছিল, ষোড়শ শতাব্দীর আগে এই ফিলাডেলফিয়ার কোন অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না ইউরোপীয় কোন মানুষের। আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিনয়ানদের 'দিলওয়ার' জাতি গোষ্ঠি বাস করত এই ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে ইউরোপের ডাচরা প্রথমবারের মত এ অঞ্চলে এল। তারপর ১৬৪০ সালের দিকে ইউরোপের সুইডিশরা দিলওয়ার ইন্ডিয়ানদের এই অঞ্চলে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের উপর ইউরোপের সাম্রাজবাদী লোভাতুর দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল। শুরু হলো এ এলাকার দখল নিয়ে ডাচ, সুইডিশ ও ইংরেজদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই। এলাকার আসল মালিক সহজ, সরল দিলওয়ার ইন্ডিয়ানদের ঘরছাড়া করে আগেই হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। দখলের লড়াই-এ অবশেষে জিতে যায় বৃটেন। আমেরিকা হয়ে দাঁড়ায় বৃটেনের উপনিবেশ। তারপর......।'

আহমদ মুসার চিন্তা আর এগুতে পারল না। ড্রাইভারের কথায় আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ নেমে এল। ড্রাইভার বলেছিল, ‘স্যার আপনার সাথে আর কেউ আসছে?’

‘না তো! কেন বলছ এ কথা?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘স্যার, ক্যাথেরিন স্ট্রিট থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছে পিছে আসছে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমাদের সমান স্পীডে এসেছে। এখন স্পিড বাড়িয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে।’ বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখতে পেল একটা গাড়ির হেডলাইড। আহমদ মুসা খুশি হলো ড্রাইভারের উপরে। বলল, ‘ধন্যবাদ ড্রাইভার তোমার সর্তক দৃষ্টির জন্যে। তুমি যে গতিতে গাড়ি চালাচ্ছ, সেই গতি অব্যাহত রাখ! সত্যিই অনুসরণ করে থাকলে দেখা যাক ওরা কারা! পুলিশ তো নয় দেখাই যাচ্ছে।’

‘জি স্যার, পুলিশ নয়।’ বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা পেছন থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনল ড্রাইভারের দিকে। বলল, ‘ড্রাইভার, তোমার ইংলিশ উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে, ‘আরবের কোন দেশে তোমার বাড়ি।

‘জি স্যার আমি জর্দানী।’ বলল ড্রাইভার।

‘কতদিন তোমরা আছ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যার, বহুদিন। মাঝখানে টুইন টাওয়ারের ঘটনার পর আমার আব্বা আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলন। দেশে গিয়ে আব্বা মারা যান। এখন অবস্থা আগের চেয়ে ভালো বলে এক বছর আগে আমি ফিলাডেলফিয়ায় ফেরত এসেছি।’ বলল ড্রাইভার।

অবস্থা এখন ভালো মনে করছ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘জি স্যার। এই সরকারের আগের সরকারের আমল থেকেই অবস্থা ভাল হযেছে। তবে গত এক বছর হলো পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেছে। স্যার, এজন্য আমরা আমেরিকার মুসলমানসহ দুনিয়ার সব মুসলমান আহমদ মুসার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি মার্কিন সরকার ও মার্কিন জনগণের চোখ খুলে দিয়েছেন।

মার্কিনীদের কাছে আমাদের সম্মান রাতারাতি একেবারে যেন আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছে। তারা এখন মুসলমাদেরকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করে।’ উৎসাহের সাথে আবেগ-ঘন কন্ঠে বলল ড্রাইভার।

‘ভাল খবর শুনালে ড্রাইভার। কিন্তু মার্কিনীরা শুধু তোমাদেরকেই ভালবাসে, না তোমাদের ধর্মকেও ভালবাসে, তোমাদের সংস্কার-সংস্কৃতিকেও ভালোবাসে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাল কথা মনে করে দিয়েছেন স্যার। এমন প্রশ্ন কেউ কখনও জিজ্ঞাসাই করে না। অথচ অকল্পনীয় সব ঘটনা ঘটেছে এ ক্ষেত্রেই। আপনি ফিলাডেলফিয়ার মুসলিম ‘সানডে’ স্কুলগুলিতে গিয়ে দেখুন স্কুলের দুই তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েই আমেরিকান খৃষ্টান পরিবারের। মুসলিম স্কুলগুলোতে নৈতিক শিক্ষা ভাল হয়, ভাল অভ্যাস গড়ে ওঠে বলে খৃষ্টান পরিবারও এখানে তাদের ছেলেমেয়ে পাঠায়।’ ড্রাইভার বলল।

‘কতগুলো ‘সানডে স্কুল’ আছে তোমাদের?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘শহরে দশটি মসজিদ আছে। দশটি মসজিদেই ‘সানডে স্কুল’ আছে। এছাড়া আরও দশ বারটা মুসলিম ‘সানডে স্কুল’ গড়ে উঠেছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়।’ বলল ড্রাইভার।

‘আমেরিকানরা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে?’ আহমদ মুসা বলল।

বহু স্যার। প্রতি সপ্তাহে ফিলাডেলফিয়ার প্রত্যেক মসজিদে জুমুআর নামাজের পর চার পাঁচজন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে। স্যার, এই সপ্তাহে আমাদের মসজিদে ছয়জন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে স্থানীয় খৃষ্টান চার্চের ফাদার ও একজন প্রফেসর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। খৃষ্টান চার্চটা ছয় মাস আগে বন্ধ হয়ে যায় কোন প্রার্থনাকারী যায় না বলে।’

থামল ড্রাইভার। একটা দম নিল। তারপর আবার বলে উঠল, ‘স্যার কি মুসলমান? এশিয়ান তো বুঝতেই পেরেছি।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে ড্রাইভার আঁৎকে উঠার মত শব্দ করে চাপা কন্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার রং সাইড নিয়ে সামনে থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে ছুটে আসছে।’

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়েছিল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সামনে। দেখল, ড্রাইভারের কথা ঠিক। আহমদ মুসাদের গাড়ির পথ রোধ করে গজ পাঁচেক সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসাদের গাড়িকেও ড্রাইভার থামিয়ে দিয়েছিল। পেছনের গাড়িটাও পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

‘স্যার কি করব? আমরা পাশ কাটাতে চাইলে ওরা নির্ঘাত গুলী করবে।’ গাড়ি থামিয়েই বলে উঠল ড্রাইভার।

‘তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ ড্রাইভার। দেখা যাক ওরা কে, কি চায়।’ বলল আহমদ মুসা।

থামার পরেই আগে পিছের দুগাড়ি থেকে চারজন দ্রুত নেমে এল। ছুটল তারা আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

‘ড্রাইভার গাড়ির জানালার কাঁচগুলো নামিয়ে ফেল। বন্ধ থাকলে ওরা ভেঙে ফেলতে পারে।’ বলল দ্রুতকন্ঠে আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার..................।’ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ড্রাইভার। বোধ হয় আহমদ মুসার নির্দেশের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু কি মনে করে থেমে গিয়ে সুইচ টিপে সব জানালার কাঁচ খুলে দিল।

ছুটে আসা ওরা চারজন দুজন করে আহমদ মুসার দুপাশের জানালায় এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলবার।

দু’পাশের জানালা থেকে দুজন আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, ‘বেরিয়ে আসুন। এক মুহূর্ত দেরি করলে গুলী করব’।

‘দুদিক থেকেই বলছ, তোমরাই বল কোন দরজা দিয়ে বের হবো।’ শান্ত স্বাভাবিক কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তার অনেকটা বাম প্রান্ত ঘেঁষে। ডানেই প্রশস্ত মূল রাস্তাটা।

ডান দিকের দুজনের মধ্যে একজন রিভলবার নাচিয়ে বলল, ‘এদিক দিয়ে নাম।’ বলেই সে দক্ষিণ দিকের দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমরা এদিক এস।’

সঙ্গে সঙ্গেই বাম পাশের দুজন দৌড় দিয়ে ডান পাশে চলে এল।

‘ড্রাইভার দরজার কী আনলক করেছ?’ ধীরে সুস্থে বলল আহমদ মুসা।

ওদের চারজনের মধ্যে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে দুজন এবং দরজার পিছন দিকে দাঁড়িয়েছে দুজন। দরজার পাল্লা খুলে সামনের দিকে যাবে বলে ওদিকে কেউ নেই।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে ক্লিক শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা দরজার দিকে ঘুরে বসে এগুলো দরজার দিকে।

হঠাৎ ওদের একজন চিৎকার করে উঠল, ‘দাঁড়াও।’

আহমদ মুসা থেমে গেল।

রিভলবার বাগিয়ে রেখেই সামনে থেকে একজন ছুটে এসে বলল, ‘তোমার কাছে রিভলবার আছে, ওটা দিয়ে দাও।’

‘তোমাদের চারজনের কাছে চার রিভলবার, এরপরও আমার এক রিভলবারের ভয় করছ।’ বিদ্রূপাত্মক হাসির সাথে একথাগুলো বলতে বলতে আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে ওদের দিয়ে দিল।

রিভলবার হাতে নিয়ে লোকটা একটু পেছনে হটে আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

সে যখন পেছনে হটছিল, তখন আহমদ মুসা দরজার দিকে এগুলো। দরজায় পৌঁছে পা দুটো দরজার প্রান্তে নিয়ে বাম হাত দিয়ে দরজা খুলে জোরে সামনের দিকে ঠেলে দিল। তার পরেই সে দুপায়ের উপর ভর দিয়ে দুহাত সামনে নিয়ে মাথাকে কিছুটা নিম্নমুখী করে বাইরে ড্রাইভ দিল। দুহাত তার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পা দুটি তার বিদ্যুত বেগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গিয়ে সামনে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুজনের বুকে আঘাত করল। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ওরা।

আহমদ মুসার পা দুটো ঘুরে গিয়ে মাটি স্পর্শ করতেই দুপায়ের দুমোজায় আটকানো রিভলবার বের করে নিয়ে ডান হাতের রিভলবার দিয়ে তাক করল গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়ানো দুজনকে। তাদের একজনের কানের পাশ দিয়ে একটা ফাঁকা গুলী করে বলল, রিভলবার ফেলে দাও, না হলে পরের দুই গুলী দুজনের মাথায় ভরে দেব।'

আকস্মিক এই ঘটনায় তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। রিভলবার সমেত হাত তাদের নিচে ঝুলে পড়েছিল। কানের পাশ দিয়ে ফাঁকা গুলীটাও ম্যাজিকের মত কাজ করল। তারা তাদের হাতের রিভলবার একটু সামনে ছুড়ে ফেলে দিল।

ওদিকে মাটিতে ছিটকে পড়া দুজন উঠে তাদের হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবার হাত করার জন্য এগুচ্ছিল।

আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার তাদের দিকে তাক করা ছিল। আহমদ মুসা ওদের নির্দেশ দিল, আর এক ইঞ্চি এগুবে না। দুজনকেই লাশ বানিয়ে দেব।

ওরা দুজনেই থমকে গেল।

আহমদ মুসা এবার দুদিকে রিভলবার তাক করে রেখে পা দিয়ে রিভলবার চারটিকে এক জায়গায় নিল। তারপর ওদের চারজনকেই নির্দেশ দিল ওদের পেছনের গাড়িটার পাশে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে।

যন্ত্রের মতই ওরা নির্দেশ পালন করল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটা ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার বের করে ওদের নাকে স্প্রে করল। তারপর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর ওদের সংজ্ঞাহীন দেহ ওদের গাড়িতে তুলে স্টাটার থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে গাড়ির সব জানালা-দরজা বন্ধ করে লক করে দিল। তারপর গাড়িটাকে একটা গাছের অন্ধকারে ঠেলে দিল।

আহমদ মুসার ড্রাইভার বেরিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। তার চোখে বোবা বিস্ময়।

আহমদ মুসা তার দিকে চেয়ে বলল, 'ড্রাইভার ঐ গাড়িটাকেও রাস্তার বাইরে ঠেলে দাও। পারবে।'

‘ইয়েস স্যার। বলে ড্রাইভার তখনি গাড়িটা রাস্তার বাইরে ঠেলে দিল।’

আহমদ মুসা ওদের গাড়ি লক করার আগে ওদের চারটি রিভলবারও ওদের গাড়িতে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গুলী বের করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠে বসল।

ড্রাইভার এসে তার সিটে বসতেই আহমদ মুসা বলল, ‘একটু দেরি হয়ে গেল ড্রাইভার, ওখানে ঠিক সময় পৌঁছাতে পারলাম না। দেখ জোরে চালিয়ে পুশিয়ে নিতে পার কিনা!’

ড্রাইভারের মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে। বলল, ‘স্যার আপনি দেরি হওযার জন্যে চিন্তা করছেন, কিন্তু এদিকে তো আপনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। এই অবস্থায় আপনি প্রোগ্রাম বাতিলও করতে পারেন।’

‘আমি যদি প্রোগ্রাম বাতিল করি, তাহলে যারা আমাকে বাধা দিতে এসেছিল তারা জিতে যায়, উদ্দেশ্য তাদের সফল হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি স্যার। কিন্তু গোয়েন্দারা আপনাকে বাধা দিতে এসেছিল কেন?’ বলল ড্রাইভার।

‘কাদের গোয়েন্দা বলছ? ওদের? কেমন করে বুঝলে ওরা গোয়েন্দা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমাদের গোয়েন্দারা সাধারণত সাদা সার্টের সাথে কালো জুতা, কালো মোজা, কালো প্যান্ট এবং কালো হ্যাট পরে থাকে। আর কোন অফিসিয়াল অপারেশনে গেলে চার জনের টীম গিয়ে থাকে।’ বলল ড্রাইভার।

‘কিন্তু ড্রাইভার, ওরা গোয়েন্দা নয়। ওরা গোয়েন্দাদের ছদ্মবেশ পরেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেমন করে আপনি এতটা নিশ্চিত কথা বলছেন?’ ড্রাইভার বলল।

‘মার্কিন গোয়েন্দা ও পুলিশরা যে রিভলবার ও অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে তাতে একটা বিশেষ মার্কিং থাকে, এদের চারজনের রিভলবারে তা ছিল না। তবে বুট কালো বটে, কিন্তু বুটের কন্ডিশন পুলিশের মত নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল-হামদুলিল্লাহ, আপনি মারামারির মধ্যে এত কিছু খেয়াল করেছেন। আমি এই বৈশিষ্টের বিষয়ে জানিই না।’ বলে ড্রাইভার তাকাল আহমদ

মুসার দিকে পেছনে ফিরে। বলল, 'স্যার, সিনেমার আমি একজন আগ্রহী দর্শক। ফাইটিং যেভাবে শুরু হলো এবং শেষ হলো, তেমন দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি।' বলেই একটু থেমেই সে আবার শুরু করল, 'স্যার আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমার নেই। আমার মাত্র একটি জিজ্ঞাসা। আমি বুঝতে পারছি, এশিয়া বা উত্তর আফ্রিকার কোন দেশে আপনার বাড়ি। আপনি মুসলিম কিনা?'

'এটা জানার আগ্রহ কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমার জীবনে এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনাতো! ঘটনার নায়ক মুসলিম হলে গর্বের সাথে মানুষের কাছে গল্প করতে পারব। এ রকম সাহস ও বীরত্ব তো আমরা বহুদিন আগে হারিয়ে ফেলেছি!' শেষ দিকে তার আবেগে কন্ঠ ভেঙে পড়ল।

ড্রাইভারের নিখাদ আবেগ আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করল। আনমনা হয়ে পড়ল সেও। হঠাৎ করে তার সামনে যেন দুঃখ-বেদনা, লাঞ্ছনা-আপমানের কালো মেঘে ঢাকা এক দিগন্ত ভেসে উঠল। সে এক দীর্ঘ কালো রাত। রাজনৈতিক পরাধীনতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, জ্ঞানের দেউলিয়াপানা মুসলমানদের চারদিক থেকে নিষ্পিষ্ট করেছে। তাদের অসহায় আর্তনাদ আকাশকে ভারী করেছে। সৃষ্টি হয়েছে কান্নার সমুদ্র। বহু বছরের দাসত্বে ভীরুতা-কাপুরুষতা হয়ে পড়েছিল তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ঠ্য। ড্রাইভারের আবেগ রুদ্ধ কন্ঠ এই দুর্ভাগ্যের দিকেই ইংগিত করেছে। আহমদ মুসারও দুচোখের কোণ ভারী হয়ে উঠেছিল।

একটা নিরবতা নেমে এসেছিল। নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, 'ড্রাইভার, আহমদ মুসা এই আমেরিকাতেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তুমিই তো বললে। তোমাদের অবস্থাও তিনি পাল্টে দিয়েছেন। তাকে নিয়ে তো গর্ব করতে পার।'

'স্যার, তিনি তো জাতির গর্বের ধন। তার স্থান সবার মাথার উপরে, আকাশে। তাকে দেখার সৌভাগ্যও কোনদিন আমার হবে না। তাকে নিয়ে গর্ব করার মত কোন গল্প নেই। আজ যে গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তা আমার জন্যে এক গর্বের কাহিনী।' বলল ড্রাইভার।

'হ্যাঁ ড্রাইভার, আমি তোমার এক ভাই।'

আল-হামদুলিল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ। তাহলে অনেক আহমদ মুসা তৈরি হয়েছে। তার সাথে এসেছে এক উর্বর পরিবেশও আমাদের আমেরিকায়। আল-হামদুলিল্লাহ।' আবেগ জড়িত কন্ঠে বলল ড্রাইভার।

গাড়ি হাইম হাইকেলের বাড়ি ক্রস করে চলে যাচ্ছিল।

'ড্রাইভার গাড়ি থামাও। আমরা এসে গেছি।' বলে আহমদ মুসা হাইম হাইকেলের বাড়ি দেখিয়ে দিল।

'স্যরি' বলে ড্রাইভার গাড়ি পিছিয়ে নিল। তারপর থার্ড স্ট্রিট থেকে নেমে প্রবেশ করল লাল পাথরে বাঁধানো প্রাইভেট রোডে।

এগিয়ে চলল গাড়ি হাইম হাইকেলের গেটের দিকে।

৩

আহমদ মুসা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গেটে দাঁড়িয়েছিল দুজন সিকিউরিটির লোক।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা দুজনেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দুজনেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, গেটের ওপারে গাড়ির উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকটি অস্বাভাবিক চরিত্রের কোন মানুষ নয়। নিজের অজান্তেই তাদের মন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তবে অবাক হলো আহমদ মুসার সুন্দর কাটিং-এর স্যুটকে ধুলি ধুসরিত দেখে।

ভেতরে দাঁড়িয়েই হাইম বেঞ্জামিন সিকিউরিটির লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওঁকে আসতে দাও।'

হাইম বেঞ্জামিনের পাশে দাঁড়ানো বারবানা ব্রাউনের চোখে-মুখে একটা চাঞ্চল্য নেমে এল। সে বলল সিকিউরিটিদের উদ্দেশ্য, 'সার্চ করে দেখো কোন অস্ত্রপাতি আছে কিনা।'

আহমদ মুসা গেটে এসে দাঁড়ালে একজন সিকিউরিটি তাকে সার্চ করল। তার সার্ট কোর্ট-প্যান্টের পকেট, কোমর, শোল্ডার হোলস্টার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকল। সার্চ করে কোন অস্ত্র পেল না।

আহমদ মুসা ভেতরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'গুড ইভনিং, মি............। ওয়েলকাম।'

'গুড ইভনিং। ধন্যবাদ। আমি আইজ্যাক দানিয়েল। নামটা বোধ হয় আগেও বলেছিলাম।' মুখ ভরা হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

হাসল হাইম বেঞ্জামিনও। বলল, 'স্যরি। একটু পরীক্ষা করলাম যে, যাঁর সাথে কথা বলেছি তিনিই এসেছেন কিনা।

হাইম বেঞ্জামিন ও আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল।

হ্যান্ডশেক করেই হাইম বেঞ্জামিন বারবারা ব্রাউনের দিকে ইংগিত করে আহমদ মুসাকে বলল, 'ইনি আমার বন্ধু ও আমাদের পরিবারের শুভাকাংখী।'

বারবারা ব্রাউন হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য।

আহমদ মুসার হাত না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। কারণ, বলা যাবে না বাধাটি কি।

আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউন হ্যান্ডশেক করল। এই সাথে বারবারা ব্রাউন বলল, 'আমি বেঞ্জামিনের কাছে সব শুনেছি। ওয়েলকাম। আমি মনে করি, আপনার সাথে বেঞ্জামিন পরিবারের এই সাক্ষাত গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' বলল আহমদ মুসা।

'আসুন বলে ভেতরে যাবার জন্যে হাঁটা শুরু করল হাইম বেঞ্জামিন।

হাইম বেঞ্জামিন আগে আগে হাঁটছিল।

পেছনে পাশাপাশি আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউন।

তিনজন এসে ড্রইংরুমে বসল।

পাশাপাশি এক সোফায় বসল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। তাদের সামনে এক সোফায় বসল আহমদ মুসা।

বসে একটু সপ্রভিত হেসে হাইম বেঞ্জামিন বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি মি. দানিয়েল?'

'অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কোট-প্যান্ট ধুলি-ধুসরিত হবার চিহ্ন দেখছি। পরার সময় এমনটা থাকার কথা নয়।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

আহমদ মুসা হেসে উঠল। বলল, 'ঠিক ধরেছেন। পরার সময় এমনটা থাকার কথা নয়। ছিলও না।'

'তাহলে?' জিজ্ঞাসা করল হাইম বেঞ্জামিন।

'পথে আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হয়েছে। সেজন্যে ধুলায় গড়াগড়িও খেতে হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল দুজনেই বিস্ময়ে চোখ কলাপে তুলে।

আহমদ মুসা পথের সব ঘটনা বিস্তারিত তাদের জানাল।

‘সর্বনাশ। সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারতো। অলৌকিকভাবে আপনি বেঁচে গেছেন। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করেছে।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন। তার কন্ঠে রাজ্যের উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

বারবানা ব্রাউন নিরব। তার মুখ মলিন হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারল, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থাই এটা করেছে। কেন তারা করবে? ড. হাইম হাইকেলের পরিবার যদি কারও সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তাহলে তাতে বাধা দেয়া হবে কেন? তাছাড়া তাদের গোয়েন্দা বিভাগ এ মিথ্যাচার কেন করল? বেঞ্জামিন নিশ্চিত হয়েছে এবং সেও নিউইয়র্ক পুলিশে অফিসে টেলিফোন করে জেনেছে ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এ কিংবা নিউইয়র্কের কোন পুলিশ জোনেই এ্যালেন শেফার নামে কোন পুলিশ অফিসার নেই। তাহলে তাদের ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা মহামিথ্যাচার কেন করল? এসব ঘটনার পিছনে কি তাহলে আরও ঘটনা আছে যা বারবারারা জানে না? কিন্তু যাই থাক, ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের সাথে মিথ্যাচার কেন? এ্যালেন শেফার যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে তার বলা সব কথাই মিথ্যা হয়ে যায়। মিথ্যা হয়ে যায় ড. হাইম হাইকেল সর্ম্পকে সে যা বলেছে তাও!

বারবারা ব্রাউনের চিন্তায় ছেদ নামল আহমদ মুসার কথার শব্দে। আহমদ মুসা বলছিল হাইম বেঞ্জামিনের কথার উত্তরে, ‘হয়তো মেরে ফেলাই তাদের টার্গেট, কিন্তু আপাতত তারা আটক করতেই চেয়েছিল আমাকে।’

‘তাদেরকে কি আপনি চেনেন? তারা কেন আপনাকে আটক করত চেয়েছিল? বেঞ্জামিন বলল।

‘না তাদের কাউকে আমি চিনি না। আমি এখানে আসতে না পারি, আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে না পারি, সেই ব্যবস্থাই তারা করতে চেয়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মত হাইম বেঞ্জামিনের মনে পড়ল তার সাথে দেখা করতে আসা নিউইয়র্কের সেই ভূয়া পুলিশ অফিসার বলে প্রমাণিত এ্যালেন শেফারের কথা। তিনি বলেছিলেন যে, ড. হাইম হাইকেলের শত্রুরা আমাদের বাসার উপর চোখ রেখেছে। তারা আমাদের সাথেও দেখা করতে চেষ্টা করবে।

তাহলে আইজ্যাক দানিয়েল কি সেই দেখা করার পক্ষ এবং তাকে কি এ্যালেন শেফারের লোকেরাই বাধা দিয়েছিল! এ্যালেন শেফার যে ভূয়া তা প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে আইজ্যাক দানিয়েল কি ঠিক পক্ষ? এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই।

হাইম বেঞ্জামিন মনোযোগ দিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথার উত্তরে বলল, 'আপনি ওদের চেনেন না। কেন তাহলে ওরা আপনাকে বাধা দেবে এখানে আসতে?'

'লোক হিসাবে ওদের চিনি না বটে, কিন্তু ওরা কারা আমি জানি। আমি নিউইয়র্কে এসে যেদিন থেকে ড. হাইম হাইকেলের কেন কিভাবে অন্তর্ধান ঘটল, তাকে উদ্ধারের জন্যে কি করা হয়েছে, কিভাবে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, ইত্যাদি ব্যাপারে সন্ধান শুরু করেছি, সেদিন থেকেই ওরা আমার প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রথম দিনেই রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাইম হাইকেলের বন্ধু ড.জ্যাকব যখন ড. হাইকেলের অন্তর্ধানের ব্যাপারে আমাকে তথ্য দিচ্ছিলেন, সে সময় ড. জ্যাকবকে হত্যা করার জন্যে তার উপর হামলা হয়। অস্ত্র ও বোমা সজ্জিত ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা তাকে ধরতে পারেনি।' এই কাহিনী দিয়ে কথা শুরু করে আহমদ মুসা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে গিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, তাঁর মেয়ে নুমা ইয়াহুদ ও পি,এ লিসা কিভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলে, এই সহযোগিতা করতে গিয়ে লিসা কিভাবে ওদের হাতে নিহত হয় এবং সবশেষে বলল বালক জুনিয়ার প্যাকারের কাহিনী ও তার গুলীবিদ্ধ হবার কথা।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মন্ত্রমুগ্ধের মত মুসার কথা শুনছিল। বিস্ময় ও উদ্বেগে তাদের চোখে-মুখে নেমে এসেছিল অন্ধকারের একটা ছায়া। আহমদ মুসা থামলেও ওরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। ওদের চোখ আঠার মত লেগেছিল আহমদ মুসার উপর।

একটু সময় নিয়ে হাইম বেঞ্জামিন ধীর কন্ঠে বলল, 'এত কিছু ঘটে গেছে? আহত-নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে? কিন্তু ....।'

হাইম বেঞ্জামিন কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ অথবা তাঁর মেয়ে নুমা ইয়াহুদের কাছে টেলিফোন করে বিষয়টা আরো একটু জানুন। আমার অনুরোধ।’

আহমদ মুসা থামতেই বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, ‘আমি নুমা ইয়াহুদকে চিনি। সে গত বছর ফিলাডেলফিয়া ক্যাম্পিং-এ এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রপস নিয়ে। পনের দিন আমরা একসাথে ছিলাম। আমি তাকে টেলিফোন করতে পারি। আমার মোবাইলে তার নাম্বার আছে।’

বলেই বারবারা ব্রাউন কথা বলার জন্যে একটু আড়ালে চলে গেল।

দশ মিনিট পর বারবারা ব্রাউন ফিরে এল হাসিমুখে। বসতে বসতে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘মি. দানিয়েল, নুমা ইয়াহুদ আপনার যেভাবে প্রশংসা করল তাতে মনে হলো আপনি ওর হৃদয় সিংহাসনের অবিসংবাদিত হিরো।

‘ওসব কথা পরে বলো। এখন কাজের কথায় এস।’ বারবারা ব্রাউন থামতেই কথা বলে উঠল হাইম বেঞ্জামিন।

‘বল কি! কাজের কথাই তো শুরু করেছি। বুঝতে পারছি না, নুমা ইয়াহুদ ও ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছে যিনি শার্লক হোমস ও আলেকজান্ডার শেয়ার্জনেগার এর যোগফল, তাঁর সম্পর্কে ওঁরা আর কি বলতে পারেন?’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ড ড. আয়াজ ইয়াহুদ স্যারের সাথে কথা বলেছ?’ হাইম বেঞ্জামিন জিজ্ঞাসা করল।

‘হ্যাঁ। তিনিও লিসা নিহত হওয়া, ড.জ্যাকব ও বালক আহত হওয়ার বিষয়টি কনফার্ম করলেন। বললেন যে, তাঁর কাছ থেকেই তোমাদের বাসার ঠিকানা নিয়েছেন। তিনি আরও বললেন, যতটা পারা যায় আইজ্যাক দানিয়েলকে সাহায্য করা উচিত। তিনি জানালেন, একটি চক্র, যাদেরকে তিনি চেনেন না, ড. হাইম হাইকেলের অনুসন্ধান, তার সম্পর্কে কাউকে কোন তথ্য দেয়া, এমনকি তার সম্পর্কে আলোচনাতেও বাধা দিচ্ছে। এদের ভয়েই ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে কোন কিছুই তারা করতে পারেনি। প্রথমবারের মত আইজ্যাক দানিয়েলই

নির্ভীকভাবে এপথে এগিয়েছেন। এখনও কোন বাধাই তার পথরোধ করতে পারেনি।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'এই যদি হয় ব্যাপার, তাহলে আমরা পুলিশকে খবর দিতে পারি। আমরা তাদের সাহায্য নিতে পারি।' হাইম বেঞ্জামিন বলল।

'হ্যাঁ ও ব্যাপারেও ড. আয়াজ আংকেল বলেছেন। তিনি বললেন, পুলিশ তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেনি। পুলিশকেও তারা নিস্ক্রিয় করে রেখেছে।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'তাহলে উর্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানাতে পারি।' সোজা হয়ে বসে জোরের সাথে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'দেখুন মি.হাইম বেঞ্জামিন, ড. হাইকেলের সুস্থ ও জীবিত উদ্ধার করা আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত। পুলিশের সর্বস্তরেই ওদের লোক আছে। পুলিশ যখন জোরে-শোরে এ্যাকশনে যাবে, পুলিশের মাধ্যমেই ওরা খবর পেয়ে যাবে। যদি দেখে ওরা ধরা পড়ে যাচ্ছে, তাহলে অভিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য ওরা ড. হাইম হাইকেলকে চিরতরে গায়েব করে ফেলতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার শেষ কথায় কেঁপে উঠল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন দুজনেই। উদ্বেগ-আংতকে পান্ডুর হয়ে গেল তাদের মুখ। বলল হাইম বেঞ্জামিন, 'তাহলে কি করা যাবে?' তার কণ্ঠে অসহায় সুর।

আহমদ মুসা বলল, 'এগুতে হবে সন্তর্পনে। এমন কি পুলিশকেও না জানিয়ে। কৌশলে বা যে কোন মূল্যে ড. হাইম হাইকেলের অবস্থান জানতে হবে। তারপর তাঁকে উদ্ধার।'

'কিন্তু কঠিন দায়িত্ব কে নেবে? আমরা পারব?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'সেজন্যে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কি সাহায্য?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ড. হাইম হাইকেলকে ওরা কোথায় রেখেছে, এই তথ্য জানতে হবে। পুলিশ অফিসার ছদ্মবেশে ওরা আপনাদের কাছে এসেছিল। আমার বিশ্বাস ওরা আবারও আসবে। ওরা চেষ্টা করবে হাইম হাইকেলের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক

বজায় রাখতে। আর এই সুযোগ নিতে হবে হাইম হাইকেল পরিবারকে।' আহমদ মুসা বলল।

হাইম বেঞ্জামিন তাকাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। তারপর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, 'মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আপনি এত বড় দায়িত্ব নেবেন কেন? আপনার কোন পরিচয় আমরা জানি না।'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না আহমদ মুসা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল,'সংগত প্রশ্ন করেছেন। পরিচয় ছাড়া একসাথে চলা যায় না। কিন্তু পরিচয় দিতে সময় লাগবে। তার আগে আপনাদের আস্থা আমার উপর বাড়তে হবে, আমার আস্থাও বাড়তে হবে আপনাদের উপর। আমি ভয় করি আমার পরিচয় যদি ওরা পেয়ে যায়, তাহলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে ওরা নানাভাবে। আপাতত পরিচয় ছাড়াও আমরা একসাথে এগুতে পারি। আপনি চান আপনার পিতা উদ্ধার হোক, আমিও চাই ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হোক।'

'মাফ করবেন। আগের প্রশ্নটাই আবার করছি। আমার পিতা উদ্ধার হলে আপনার কি লাভ? প্লিজ, কোন সন্দেহ করে আমি এ কথা বলছি না। আমার কৌতূহল।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

এবারও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি কেন ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হোক চাই, এটা জানতে হলে জানা প্রয়োজন ওরা কেন ড. হাইম হাইকেলকে আটক রাখতে চায়।'

হাইম বেঞ্জামিনের চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই জানার বিষয়।'

'মি. হাইম বেঞ্জামিন আপনি জানেন, আপনার পিতা অতীতের বিশ্বাস ও আচরণ পরিত্যাগ করেছেন। তার............।'

হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'এ বিষয়টা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন, সেটাই আমাদের সকলের প্রশ্ন।'

'আমি যতদূর জানি, ড. হাইম হাইকেল তার জাতির কোন বিশেষ কাজ এবং কাজের পন্থাকে মেনে নিতে পারেননি। শুধু মেনে নিতে পারেননি নয়,

জাতির ঐ পন্থারই তিনি বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার নিজ অতীতের তিনি বোধ হয় প্রতিবিধানও করতে চেয়েছিলেন। জাতির একটা বিশেষ গোষ্ঠী এটা মেনে নেয়নি এবং নিশ্চিত হয়েছে যে, ড.হাইকেলের এই পরিবর্তন এবং তার প্রতিবিধান করার মনোভাব তাদের ক্ষতি করবে। এরাই ড. হাইম হাইকেলকে আটক করে রেখেছে।' আহমদ মুসা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল হাইম বেঞ্জামিনের। পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কথা মনে পড়েছে তার। বলেছিল সে, শত্রুরা ড. হাইম হাইকেলকে দিয়ে কিছু তথ্যের ব্যাপারে কনফেশন করাতে চায়, যা ইতিহাস কে বদলে দেবে। এই কনফেশনই কি মি. আইজ্যাক দানিয়েলের ভাষায় আব্বার প্রতিবিধানমূলক কাজ? মি. আইজ্যাক দানিয়েল কি সেই কনফেশন বা প্রতিাবধানের সুবিধাভোগী পক্ষ? হাইম বেঞ্জামিন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ওদের ক্ষতির সুবিধাভোগী পক্ষ কি আপনি বা আপনারা? আপনারা কি কনফেশন করাতে চান আব্বাকে দিয়ে?'

'কনফেশন শব্দে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। মনে পড়ল 'স্পুটনিক'-এর নেয়া ড. হাইম হাইকেলের কনফেশন স্টেটমেন্টের কথা। হাইম বেঞ্জামিন নিশ্চিত এই 'কনফেশন'-এর দিকেই ইংগিত করেছেন। কিন্তু হাইম বেঞ্জামিনের তো এটা জানার কথা নয়। হতে পারে পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে আসা এ্যালেন শেফার কোন ফর্মে এই কথা হাইম বেঞ্জামিনকে বলেছে। বলল আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনকে উদ্দেশ্য করে, 'মি. হাইম বেঞ্জামিন, কনফেশন করাবার প্রশ্ন নেই। আতীতের প্রতিবিধান হিসাবে নিজেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোথাও কনফেশন করেছেন। এটাই ওদের কাছে তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর সুবিধাভোগীর কথা বলছেন! ড. হাইম হাইকেল কারও সুবিধার্থে এই কনফেশন দেননি, সত্য প্রকাশের স্বার্থেই তিনি এটা করেছেন। আর সত্য প্রকাশ হলে এবং মিথ্যার ভার অপসৃত হলে কারও না কারো তো উপকার হবেই।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আব্বা যদি কনফেশন করে ফেলেই থাকেন, তাহলে সবই তো শেষ। আটকে রেখেছে কেন আব্বাকে তাহলে তারা?' জিজ্ঞাসা বেঞ্জামিনের।

‘আমার মতে এর দুটো কারণ। এক, কনফেশনে সত্যের একটা অংশের মাত্র প্রকাশ ঘটেছে, সত্যের সবটা নয়। অবশিষ্ট সিংহভাগ সত্যকে তারা ড. হাইম হাইকেলকে আটক রাখার মাধ্যমে চেপে রাখতে চায়। দুই. ওরা মনে করে ড. হাইম হাইকেলের সেই কনফেশন তারা উদ্ধার করে এনেছে। এর কোন কপিই আর বাইরে নেই। সুতারাং ড. হাইম হাইকেল এখন আটক থাকলে সত্য প্রকাশ হওয়ার আর ভয় নেই। কিন্তু তারা জানে না যে, কনফেশনের মূল কপিই বাইরে রয়ে গেছে। তারা যা উদ্ধার করেছে এবং আরও যেগুলো ধ্বংস করেছে সেগুলো মূলটার নকল কপি মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ভরা চোখে হাইম বেঞ্জামিন বলল, ‘সত্যটা’ কি মি. আইজ্যাক দানিয়েল? কনফেশনে কি আছে? সত্যটা প্রকাশ হলে এমন কি ঘটবে?’

‘এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ থাক।

আপনার আব্বাই এর উত্তর ভালো দিতে পারবেন। আপনার আব্বা উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত এটুকু অবশিষ্ট থাক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আরও কিছু অবশিষ্ট থাকল। আপনার পরিচয় এখনও আমরা পাইনি।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘পরিচয়ের ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে, সেজন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল হাইম বেঞ্জামিন। বলল, পরিচয়ের মধ্যে ‘এমন কিছু’ না থাকলে পরিচয় প্রকাশে ভয় করতেন না মি. আইজ্যাক দানিয়েল।’

‘আসুন, কাজের কথায় আসি। আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন কিনা?’ বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হলো হাইম বেঞ্জামিন। বলল, ‘এ জিজ্ঞাসা বরং আমাদের। আমরা আপনার সাহায্য চাই মি. আইজ্যাক দানিয়েল।’

‘ধন্যবাদ। আমি সাহায্য নিতে এবং সাহায্য দিতেই এসেছি মি. হাইম বেঞ্জামিন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলুন আমাদের কি করণীয়?’ জিজ্ঞাসা হাইম বেঞ্জামিনের।

‘এ্যালেন শেফার মানে আপনার আব্বার আটককারীরা যে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, এটা খুবই আনন্দের খবর। এখন ওদের সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে এবং জেনে নিতে হবে, আপনার আব্বাকে ওরা কোথায় রেখেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

খুশি হয়ে উঠল হাইম বেঞ্জামিন। বলল, ঠিক পরামর্শ। আব্বার নিকটবর্তী হবার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। ইতিমধ্যেই ওরা প্রস্তাব করেছে যে, আমাদেরকে আব্বার কাছে নিয়ে যাবে। তবে দূর থেকে দেখাবে মাত্র, কথা বলতে দেবে না এবং তার সাথে সাক্ষাতও করাবে না।’

আহমদ মুসা দারুন খুশি হয়ে উঠল। বলল, ‘থ্যাংকস গড। ওটুকু যথেষ্ট। উনার থাকার লোকেশানটা জানতে পারলেই হলো।’

‘নাম, ঠিকানা না জানলেও আমরা এটুকু জানতে পেরেছি, আংকেল ড. হাইম হাইকেলকে একটা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘মানসিক হাসপাতালে? ওরা বলেছে?’ বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘জি হ্যাঁ। তিনি নাকি অপ্রকৃতিস্থ।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানসিক হাসপাতালে রেখেছে, এটা সত্য। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ, এই কথা ডাহা মিথ্যা।’

‘আপনি এটা মনে করেন? আপনার কথাকে ঈশ্বর সত্য করুন।’ প্রার্থনার সুরে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘সুস্থ ড. হাইম হাইকেল নিউইয়র্কের যে মানসিক ডাক্তার কৌশলগত কারণে মানসিক হাসপাতালে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল, আমি সে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি তাকে। যা বুঝেছি, নিউইয়র্ক থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।’

এরপর আহমদ মুসা বলল ডাক্তারের বাড়িতে ওদের লোকেরা তাকে বন্দী বা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং সংঘর্ষে ওদের দুজন লোক মারা যায়।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বারবারা ব্রাউন বলল, ‘ইতিমধ্যে ওদের দুজন লোক মারা গেছে আপনার হাতে?’

‘আমি দুঃখিত। না মারতে পারলে ওখানে আমাকেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো।’ আহমদ মুসা বলল।

হাইম বেঞ্জামিন একথায় অংশ নিল না। সে আগের প্রশ্নই আবার করল, ‘আপনি নিশ্চিত মি.দানিয়েল যে, আব্বা অপ্রকৃতিস্থ হননি?’ হাইম বেঞ্জামিনের কণ্ঠ কান্নার মত ভারী।

‘আমি নিশ্চিত মি. হাইম বেঞ্জামিন। আমি যে বালক প্যাকারের কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছি, সে বালকের মা মিসেস প্যাকার ঐ মানসিক ডাক্তারের একজন প্যাসেন্ট ছিলেন। তিনি নিজ কানে ডাক্তারকে এ বিষয়ে আলাপ করতে শুনেছেন। তাছাড়া আমি রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদসহ অনেকের সাথে আলোচনা করে বুঝেছি, ড. হাইম হাইকেল সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁর মানসিক রোগের কথা ওরা ছড়িয়েছে তাঁর অন্তর্ধানকে যুক্তিসংগত করার জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস গড। আপনার প্রতিটি কথা ঈশ্বর সত্য করুন।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন। তার দুচোখ খেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

‘বারবারা ব্রাউন বেঞ্জামিনের কাঁধে হাত রাখল তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে।

সান্ত্বনার সুরে নরম কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, ‘ধৈর্য্য ধরুন। সব ঠিক হয়ে যাবে মি. হাইম বেঞ্জামিন। ড. হাইম হাইকেলের মত সৎ-সজ্জন ব্যাক্তির কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। ঈশ্বরও তো আছেন।’

আহমদ মুসা একটু থামার পরেই আবার বলে উঠল, ‘মি. হাইম বেঞ্জামিন, আমি চলে যাবার পর থানায় একটা ডাইরী করাবেন এই বলে যে, ‘একজন অপরিচিতি লোক আমাদের বাসায় এসেছিল। মনে হয় সে ড. হাইম হাইকেলের অন্তর্ধান ঘটনার সাথে জড়িত। তার থেকে পরিবারের আরও ক্ষতির আশংকা করছি।’

‘আপনার বিরুদ্ধে এই ডাইরী?’ বলল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন একই সাথে।

‘হ্যাঁ। যাতে এ্যালেন শেফাররা বুঝে যে আপনারা তাদের সাথেই আছেন। আমি এলেও আমার সাথে ফলপ্রসু আলোচনা আপনাদের হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। বলল, ‘এই সুবিধার জন্যে আপনার মাথায় এতবড় বিপদ ডেকে আনবেন?’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় বাইরে হৈচৈ-এর শব্দ শোনা গেল।

হৈচৈটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসারা তিনজনই উঠে দাঁড়াল।

হাইম বেঞ্জামিন কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল ব্যাপার কি দেখার জন্যে। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না।

ঝড়ের বেগে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল ৪ জন অপরিচিত লোক আর তাদের বাধা দিতে আসা দুজন সিকিউরিটির লোক।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই ওরা চারজন সোজা হয়ে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। তাদের হাতের চার রিভলবার তারা তাক করল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। বলল তাদের একজন চিৎকার করে, ‘আমাদের সংজ্ঞাহীন করে গাড়িতে বন্ধ করে রেখে মনে করেছিলে এখানে কাজ সেরে চলে যাবে। কিন্তু তা আমরা হতে দিচ্ছি না। চল, এবার আমরা তোমাকে কি করি দেখবে।’

প্রথমে বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারল, এদেরকে আহমদ মুসা গাড়িতে বন্ধ করে এসেছিল। এরা এ্যালেন শেফারের লোক। পাহারা দিচ্ছে যাতে কেউ ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে তার পরিবারের সাথে মিশতে না পারে। এদের ক্রোধ আইজ্যাক দানিয়েলের উপর। আইজ্যাক দানিয়েলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল তারা দুজনেই। এর বাইরেও বারবারা ব্রাউন যে বিষয়টা ভাবছিল তা হলো, এরা নিশ্চয় ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার লোক। কিন্তু তাদের সে চেনে না কেন? এদের কি অন্য জায়গায় থেকে আনা হয়েছে! কিন্তু তাকে বলা হয়নি কেন? হতে পারে, বারবারা

ব্রাউন ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বাসের পরীক্ষায় উর্ত্তীন হতে পারেনি। সেটাই ভাল। এসব অস্বচ্ছ ‘হাইড এন্ড সীক’ খেলার কাজ তার মোটেই পছন্দ নয়।

আর আহমদ মুসা ওদের চারজনকে চিনতে পেরেছিল। ওদের একজন চিৎকার করে আহমদ মুসাকে শাসানো শেষ হলে আহমদ মুসা হাসিমুখে বলল, ‘তোমাদের তো আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তোমরা এখনও বেঁচে আছ এবং এখানে আসার সুযোগ পেয়েছ এজন্যে।’

ওরা চারজন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আরও। ওদের তর্জন-গর্জনের মধ্যে একজন তার রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনী চেপে বলল, ‘আর একটু চাপলেই বুলেট তোমার কপাল ফুটো করে মগজ লন্ড ভন্ড করে দেবে।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তোমার রিভলবারের গুলী আছে কিনা পরীক্ষা করেছ?’

একথা বলতেই লোকটিই চমকে উঠে তার রিভলবার পরীক্ষা করল। গুলী নেই। তার চোখ ছানা-বড়া হয়ে উঠল গুলী নেই দেখে। সে তাকাল অন্য তিনজনের দিকে। ওরা তিনজনও একে একে রিভলবার পরীক্ষা করল। প্রত্যেকেরই চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল বিস্ময়ে। কারও রিভলবারে গুলী নেই।

আহমদ মুসা ওদের বিপর্যস্ত চোখের সামনে ঝুঁকে পড়ে দুহাত দিয়ে দুপায়ের মোজায় আটকানো দুটি রিভলবার বের করে আনল। আহমদ মুসা সরে এল ড্রইংরুমের দরজার দিকে। ওরা চারজনসহ হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনও এবার তার সামনে।

আহমদ মুসা তাক করেছে তার রিভলবার দুটো ওদের চারজনের দিকে। বলল, ‘দেখলে তো নাটকের দৃশ্য কিভাবে পাল্টে গেল? তোমরা কি করে ধরে নিলে যে বুলেট ভরা রিভলবারগুলো আমি তোমাদের কাছে ফেলে এসেছি? মাত্র মৃত্যুই এ ধরনের ভুলকে ডেকে নিয়ে আসে।’

ওদের চারজনের বিমুঢ় মুখে এবার আতংক নেমে এল। বলল, দেখ আমরা সরকারী লোক। গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না। আমরা নিজে করিনি। সরকারী হুকুম তামিল করার জন্যেই আমরা এসেছিলাম।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভয় করো না আমার রিভলবারের মূল্যবান বুলেট তোমাদের জন্যে নয়। সামান্য কয়টা পয়সার বিনিময়ে এসেছ আমাকে মারতে। এই ধরনের খারাপ কাজ আর করো না।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল রিভলবার দুটো পকেটে ফেলে তাকাল হাইম বেঞ্জামিনের দিকে। বলল, ‘জানি আমি বেরোনের পর আপনারা থানায় গিয়ে কেস করবেন যে, আমি আপনাদের হুমকি দিতে বা হত্যা করতে এসেছিলাম। তবে আমার অনুরোধ এই চারজন নকল গোয়েন্দা সম্পর্কেও থানায় অভিযোগ করবেন। ওরা সরকারী গোয়েন্দার পোশাকে এসেছিল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে। এটা অপরাধ।’

হাইম বেঞ্জামিন ভালভাবে তাকাল লোক চারজনের দিকে। ঠিক তো, ওদের চারজনেরই পরনে সরকারী গোয়েন্দা পোশাক।

আহমদ মুসা থামতেই ওদের চারজনের একজন বলে উঠল, ‘মিথ্যা কথা। সরকারী হুকুমেই আমরা এসেছি।’

‘সরকারী কোন লোকের হুকুম হতেই পারে। কিন্তু সেটা সরকারী হুকুম নয় এবং তোমরা সরকারী লোক নও। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলেই এটা জানা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা ‘সকলকে গুডবাই’ বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার পরপর বেরিয়ে গেল ওরা চারজনই। যাবার সময় বেঞ্জামিনকে বলল, ‘স্যরি স্যার আমরা শয়তানটাকে আটকাতে পারিনি। আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি তো? ভীষণ চালাক আর ধড়িবাজ লোকটা। আমরা এসে পড়ে ভালই হয়েছে। চলে যেতে বাধ্য হলো।’

‘আপনাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল কে? জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

‘দুঃখিত, আমরা বলতে পারব না ম্যাডাম।’ বলে তারা চারজন বেরিয়ে গেল ড্রইংরুম থেকে।

ওরা চলে গেলে বারবারা ব্রাউন বলল, ‘বেঞ্জামিন তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা টেলিফোন করে আসি।’ বলে মোবাইল নিয়ে টেলিফোন গাইডের খোঁজে হাইম বেঞ্জামিনের ঘরে গেল।

মিনিট তিনেক পর ফিরে এল বারবারা ব্রাউন। তারপর সে ও হাইম বেঞ্জামিন সোফায় ফিরে এসে পাশাপাশি বসল। বারবারা ব্রাউনই প্রথম কথায় বলল, ‘অনেক প্রশ্নেরই সমাধান আজ হলো বেঞ্জামিন। মি.আইজ্যাক দানিয়েল ঠিকই বলেছেন, এরা চারজনই ভূয়া গোয়েন্দা। আমি ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ প্রধান মি. টেলারের কাছে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে জানালেন, কোন ওয়াচার বা গোয়েন্দাকে ড. হাইকেলের বাসায় পাঠানো হয়নি আজ।’

‘তাহলে এই প্রতারণামূলক কাজ করল কে?’ জিজ্ঞাসা হাইম বেঞ্জামিনের।

‘যারা এ্যালেন শেফারকে পুলিশ অফিসার সাজিয়েছিল, তারাই সাজিয়েছে এদেরকেও।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, আইজ্যাক দানিয়েল এদের ঠিক ঠিক চিনে ফেলল কি করে!’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘আইজ্যাক দানিয়েল সাধারণ কেউ নয় বলেই আমি মনে করি। দেখলে না, ওরা চারজন তাকে ঘিরে ফেলল, তখন তার চোখে-মুখে ভয়ের সামান্য কোন প্রকাশ ঘটেনি। আর দেখ ওদের রিভলবার আগেই খালি করে ওখানে রেখে এসেছিল। কি বিস্ময়কর দুরদৃষ্টি। আরেকটা ব্যাপার, তাঁকে সার্চ করে তার পকেটের রিভলবার গেটে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কি কল্পনা করতে পেরেছি যে, তার দুমোজার সাথে গোজা রয়েছে আরো দুটি রিভলবার! এখানেও অদ্ভুত দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আমার ....।’ শেষ করতে পারলো না বারবারা ব্রাউন তার কথা।

তার কথার মাঝখনেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, ‘কিন্তু এখানে সে কি আমাদের সাথে প্রতারণা করেনি? সে আমাদের সার্চকে ফাঁকি দিয়েছে, অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেছে।’

'তোমার কথা একদিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু প্রয়োজনেই এটা সে করেছে। আমরা তো ভেবেছি আমাদের কথা। কিন্তু তিনি ভেবেছেন আমাদের বিষয় ছাড়াও তার আরও শত্রুর কথা। সুতারাং তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। তা যে ঠিক তা প্রমাণই হলো।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'ঠিক বলেছ বারবারা। ওদের একটা করে রিভলবার খালী করে রেখেছিল। ওদের কাছে আরও রিভলবার যদি থাকতো।' হাইম বেঞ্জামিন বলল।

হাইম বেঞ্জামিন একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'দেখ আইজ্যাক দানিয়েল কেমন চালাক। তার সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টা ওদের চারজনকে জানতে দিল না, বরং বিপরীতটাই বুঝিয়ে দিল তার বিরুদ্ধে থানায় কেস করার প্রসঙ্গটি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলে।'

'তার মানে তার দৃষ্টি দেখ সব দিকেই আছে। আবার দেখ যেমন তার বুদ্ধি, তেমনি এক্সপার্ট দেখ ফাইটিং-এও। আমার মনে হচ্ছে, নুমা ইয়াহুদ তাঁর সম্পর্কে যা বলেছে, তার চেয়েও তিনি বড়। দেখ এক সিটিং-এই তিনি আমাদের সামনের অন্ধকারকে একদম স্বচ্ছ, ঝরঝরে করে দিয়েছেন।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'ঠিক বলেছ। আমার আনন্দ লাগছে, আব্বার উদ্ধারে তার মত লোকের সাহায্য পাব। এখন বল বারবারা, আমরা এগুবো কিভাবে। আমাদের উপর দায়িত্ব হলো, এ্যালেন শেফারদের মাধ্যমে আমাদের আব্বার অবস্থান জানার ব্যবস্থা করা। এখন কেমন করে ওদের সাথে যোগাযোগ করব।' হাইম বেঞ্জামিন বলল।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন বলে মনে হয়।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'ঠিক আছে কালই মি. ফ্রান্সিসের সাথে যোগাযোগ করব। দরকার হলে নিউইয়র্ক যাব।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ঠিক আছে বেঞ্জামিন। আমি তাহলে এখন উঠি।' বারবারা ব্রাউন বলল।

'না চল, ডিনার খেয়ে যাবে। টেবিলে বোধ হয় রেডি।' বলে উঠে দাঁড়াল হাইম বেঞ্জামিন।

বারবারা ব্রাউনও উঠে দাঁড়াল।

আজর ওয়াইজম্যানের সামনের টেবিলের ওপাশে বসেছিল বিল পুলম্যান।

বিল পুলম্যান ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) ও ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার নিউইয়র্ক অফিসের প্রধান সমন্বয়কারী।

কথা বলছিল বিল পুলম্যান, 'স্যার আইজ্যাক দানিয়েলকে এ পর্যন্ত যে কয়জন দেখেছে, তাদের বর্ণনা থেকে নিশ্চিত প্রমানিত হয় না যে তিনিই আহমদ মুসা।'

'কিন্তু তার প্রতিটি কাজ প্রমাণ করে যে সে আহমদ মুসা না হয়ে পারে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'তা ঠিক স্যার। অবশ্য আহমদ মুসা ছদ্মবেশ ধরতে উস্তাদ। সাধারণ ছদ্মবেশেও সে নিজেকে পাল্টে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খুব অভ্যস্ত চোখ না হলে তার ছদ্মবেশ ধরা মুশকিল। অতএব আমি মনে করি, তাকে আহমদ মুসা হিসাবে ধরেই আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার।' বিল পুলম্যান বলল।

'যদি তা ধরে নিতে হয়, তাহলে সেটা এক বিপদের কথা। কারণ মার্কিন সরকার ও প্রসাশনের সকল পর্যায়ের সে সহযোগিতা পাবে। তবু কিন্তু এ লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে পুলম্যান।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'অবশ্যই স্যার। নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের সত্যটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে স্যার ইহুদীবদীরা আবার রোমান যুগের মত অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে। সুতরাং যে কোন মূল্যে সত্যের প্রকাশ রোধ করতে হবে।' বিল পুলম্যান বলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, স্পুটনিকের যোগাড় করা সব ডকুমেন্ট আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি এবং অবশিষ্ট যেগুলো ওদের হাতে ছিল, সেগুলোর সবটাই আমাদের হাতে এসে গেছে। না হলে আমরা মহাবিপদে পড়ে যেতাম। সে

ডকুমেন্টগুলো ওরা হারিয়েছে বলেই খোদ আহমদ মুসাই পাগলের মত ছুটে এসেছে ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে। ড. হাইম হাইকেলকে পেলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট তারা নতুন করে তৈরি করতে পারবে। সুতারাং যেভাবেই হোক ড. হাইম হাইকেলকে আড়ালে রাখতে হবে। তাকে না পেলে আহমদ মুসারা এক ইঞ্চিও সামনে এগুতে পারবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'মাফ করবেন স্যার। দেখা যাচ্ছে ড. হাইম হাইকেল প্রকৃত অর্থেই আমাদের জাতির জন্যে এক বিপজ্জনক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এখনকার সব শক্তিই তাকে আড়ালে রাখার চেষ্টায় ব্যায়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় এই বোঝা আমাদের জাতিদেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার মধ্যেই জাতির কল্যাণ।' বিল পুলম্যান বলল।

'কোন আমেরিকানের কাছে তুমি কখনই এ ধরনের কথা বলবে না। কোন আমেরিকান ইহুদীর কাছে তো নয়ই। যতদিন মার্কিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন হাইম সলমন মাকির্নীদের মধ্যে বেঁচে থাকবে এবং হাইম পরিবারও জাতীয় সম্মানের এক কেন্দ্রস্থল হিসাবে বর্তমান থাকবে। যদি ড. হাইম হাইকেলের কিছু হয়, তাহলে আজ না হয় কাল তা প্রকাশ পাবেই। তখন যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটা আমরা ইহুদীবাদীরা বহন করতে পারবো না। অন্যভাবে তাকে ধীর প্রক্রিয়ায় মুছে ফেলতে হবে। অবশ্যই তাকে আড়াল করার শেষ রক্ষা যদি নাই হয়, তাহলে আশু জাতীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখব। তাকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হলে সরিয়েই দেব।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ধন্যবাদ স্যার। তাকে শুধু পাগল প্রমাণ করা নয়, সত্যিই পাগলে পরিণত করার কাজটাই সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেন এই কাজটা আমরা করতে পারছি না।' বিল পুলম্যান বলল।

'এই কাজ আমরা প্রথম থেকে শুরু করেছি। কিন্তু ডাক্তারদের বক্তব্য হলো ড. হাইকেল অত্যন্ত শক্ত মন ও নিখাদ চরিত্রের লোক। ঈশ্বরমুখিতা তার এতই দৃঢ় যে, তার মনকে, চিন্তাকে বিছিন্ন ও বহুমুখী করার কোন পন্থাই এখনও সফল হয়নি। এই চেষ্টা আমাদের জারি আছে। আমরা সম্প্রতি তার ব্রেনের উপর ইলেক্ট্রনিক ওয়েভকে কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করেছি। এই চেষ্টা যদি যথেষ্ট

পরিমাণে সফল হয়, তাহলে তার চিন্তা-পদ্ধতিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ধন্যবাদ স্যার। স্যার আরেকটা কথা। আহমদ মুসাকে 'শুট এট সাইট' এর নির্দেশ দিন। এটা প্রমাণ হয়েছে, তাকে বন্দী করে আমরা এঁটে উঠতে পারছি না, অতীতেও পারিনি। সুতরাং তাকে বন্দী নয় দেখামাত্র হত্যার নির্দেশ দিন।' বিল পুলম্যান বলল।

'ঠিক বলেছ বিল। আমিও এ রকমই ভাবছি। আমরা যদি এতদিন এ সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে অনেক আগেই আমরা আহমদ মুসার হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আমাদের.......................।'

কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল আজর ওয়াইজম্যানের পার্সোনাল সেক্রেটারী। বলল আজর ওয়াইজম্যানকে, 'স্যার পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার ও রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর মি. ফ্রান্সিস এসেছেন।'

'ওঁদের নিয়ে এস।' নির্দেশ দিল আজর ওয়াইজম্যান।

'ফিলাডেলফিয়ার কোন খবর আছে স্যার।' জিজ্ঞাসা করল বিল পুলম্যান।

'ঐ ব্যাপারেই আসছেন এ্যালেন শেফার ও ফ্রান্সিস। বলল ওয়াইজম্যান।

কক্ষে প্রবেশ করল ফ্রান্সিস ও এ্যালেন শেফার।

তারা কক্ষে প্রবেশ করে আজর ওয়াইজম্যানকে রাজাসুলভ দীর্ঘ বাও করল।

আজর ওয়াইজম্যান তাদের ইংগিত করলে তারা বসল গিয়ে বিল পুলম্যানের বাম পাশে পাশাপাশি।

ওরা বসতেই আজর ওয়াইজম্যান চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকাল এ্যালেন শেফারের দিকে। বলল,'মি. শেফার বলুন ফিলাডেলফিয়ার খবর কি?'

এ্যালেন শেফারের প্রকৃত নাম জোসেফ এরাম। তিনি ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্টের ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার। সেদিন এ্যালেন শেফার নাম নিয়ে

ফিলাডেলফিয়ায় ড. হাইম হাইকেলের বাসায় গিয়েছিলেন। সে একজন কট্টর ইহুদীবাদী।

‘স্যার আজই আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে জানতে পেরেছি, বারবারা ব্রাউন আমাদের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে।’ আজর ওয়াইজম্যানের প্রশ্নের উত্তরে বলল ‘এ্যালেন শেফার ওরফে জোসেফ এরাম।’

‘তার মানে সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল ড. হাইম হাইকেলের ছেলে হাইম বেঞ্জামিনের সাথে কি আলাপ করেছে তার কিছুই আমরা জানতে পারিনি!’ আহত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজর ওয়াইজম্যান।

‘জি হ্যাঁ, বারবারা ব্রাউন জানিয়ে দিয়েছে, হাইম পরিবারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কাজ সে করতে পারবে না এবং সেদিনের আলোচনা সম্পর্কেও সে কোন কথা বলবে না। তবে এটুকু বলেছে যে, এ্যালেন শেফারের প্রস্তাবে হাইম বেঞ্জামিন রাজী আছে এবং হাইম বেঞ্জামিনের সাথে দেখা করতে আসা আইজ্যাক দানিয়েল লোকটিকে সে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে কেস করেছে এ কারণেই।’ বলল এ্যালেন শেফার।

‘বারবারা ব্রাউনের এ পরিবর্তনের কারণ কি? সে তো একজন ভালো ইহুদী গোয়েন্দা কর্মী।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘সে জানিয়েছে এটা তার নীতিগত সিদ্ধান্ত। হাইম পরিবারের সম্পর্কিত কোন কিছুই সে নিজেকে জড়িত করবে না।’ এ্যালেন শেফার জানাল।

‘দেখা যাচ্ছে হাইম বেঞ্জামিন আসার পরই তার এ পরিবর্তন। কারণ কি?’ আবার প্রশ্ন করল আজর ওয়াইজম্যান।

‘স্যার অনেকেই ভাবছেন প্রেম ঘটিত কোন ব্যাপার রয়েছে এর পেছনে। সে হয়তো মনে করছে বেঞ্জামিনের উপর কোন গোয়েন্দাগিরী করা তার ঠিক হবে না। এ রকম কিছু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।’ বলল এ্যালেন শেফার।

এ্যালেন শেফার থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, ‘তার এই পরিবর্তন বা কোন প্রকার ঠুনকো সেন্টিমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। তার ব্যাপারে আমরা পরে ভাবব।’ বলে আজর ওয়াইজম্যান তাকাল ফ্রান্সিসের দিকে। বলল, ‘মি. ফ্রান্সিস হাইম পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটা সবাইকে বলুন।’

রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর নেইল ফ্রান্সিস নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'হাইম বেঞ্জামিনের সাথে আমরা দেখা করে আসার পর হাইম বেঞ্জামিনই আমার সাথে প্রথম যোগাযোগ করেছে। প্রথম দিনেই সে বলেছে, এ্যালেন শেফারের দেয়া প্রস্তাব অনুসারে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করুন। এরপর আরও তিনবার সে টেলিফোন করেছে। প্রতিবারেই সে ঐ ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে। অধৈর্য হয়ে পড়েছে তারা। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নিলে তাদের বুঝিয়ে রাখা যাচ্ছে না।'

নেইল ফ্রান্সিস থামলে আজর ওয়াইজম্যান বিল পুলম্যানকে বলল, 'তুমিও তো ব্যাপারটা জান। তুমি কি ভাবছ বল।'

'জি স্যার, আমি সব শুনেছি। আমি তাদের অধৈর্য হওয়াটাকে পছন্দ করছি না। এ্যালেন শেফার যে প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন, আমরা তা আমাদের সুবিধা অনুযারী বাস্তবায়ন করব। দেখা করানোর ব্যাপারটাকে যতটা পারা যায় আমি 'ডি'লে' করানোর পক্ষপাতী।' বিল পুলম্যান বলল।

আজর ওয়াইজম্যান আবার তাকাল এ্যালেন শেফারের দিকে। বলল, 'জোসেফ এরাম তুমি এ ব্যাপারে কি বলতে চাও?'

জোসেফ এরাম ওরফে এ্যালেন শেফার তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। বলল, 'স্যার আমার হাইম পরিবারকে এই প্রস্তাব দেওয়ার আসল কারণ হলো তাদের শান্ত রাখা, আমাদের হাতে রাখা। যাতে এ নিয়ে তারা হৈচৈ না বাধায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্যার আমি মনে করি, ড. হাইম হাইকেলকে দেখার ওদের সুযোগ দেয়া দরকার। দেখা হলে তারা নিশ্চিত হবে যে, ড. হাইম হাইকেল বেঁচে আছেন। তিনি অসুস্থ। তার চিকিৎসা হচ্ছে। তারা এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। এতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।' থামল পুলিশ অফিসার জোসেফ এরাম।

আজর ওয়াইজম্যান এবার সোজা হয়ে বসল। বলল, 'হাইম পরিবারকে দেয়া আমাদের প্রস্তাব নিয়ে আমরা কি করব, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকের কথার পেছনেই যুক্তি আছে। কিন্তু তোমরা কেউই বারবারা ব্রাউনের পরিবর্তনের বিষয়টাকে সামনে রেখে হাইম পরিবার সর্ম্পকে আমাদের করণীয় বিচার-

বিবেচনা করে দেখনি। বারবারা ব্রাউনের এই পরিবর্তন ছোট বিষয় নয়। তার চিন্তা-ধারার এই পরিবর্তনের মত হাইম পরিবারের চিন্তা ধারায় কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা আমরা জানতে পারছি না। যতদিন এটা জানা না যাবে ততদিন হাইম হাইকেলের সাথে তার পরিবারকে দেখা করানো যাবে না।'

'কিন্তু স্যার বেশি দিন দেরি হলে করলে তারা বিরক্ত হবে, বিক্ষুব্ধ হবে এবং ধৈর্য্যহারা হলে এই বিষয়টা সরকার ও সংবাদপ্রত্রের কাছে চলে যেতে পারে।' বলল নেইল ফ্রান্সিস।

'কিন্তু মি. ফ্রান্সিস, এমন ধরনের কিছু যাতে তারা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু দেখা করার পর কেউ যদি হোস্টাইল হয়, কিংবা হোস্টাইল কাউকে যদি দেখা করানো হয়, তাহলে যে ক্ষতি হবে তার প্রতিবিধানের কোন পথই থাকবে না। তার ফলে গোটা প্ল্যান আমাদের ভন্ডুল হয়ে যাবে। যে কোন মূল্যেই এটা হতে দেয়া যাবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্যার ঠিকই বলেছেন। কিন্তু স্যার এখন ওদের মুখ বন্ধ করা যাবে কিভাবে?' বলল নেইল ফ্রান্সিস।

'খুব সহজে। বিল পুলম্যান একদিন যাবে ফিলাডেলফিয়ায় ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে। বলবে বেঞ্জামিনকে শক্রপক্ষের সাথে যেন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তারা যোগাযোগ না করে। অন্যথা যদি হয় তাহলে তারাও বিপদে পড়বে, ড. হাইম হাইকেলকেও মেরে ফেলবে। তাদের আচরণের উপরই নির্ভর করবে কবে কখন তারা ড.হাইম হাইকেলের সাথে দেখা করতে পারবে। অন্যথায় ড. হাইম হাইকেলের মতই বেঞ্জামিনও একদিন হারিয়ে যাবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'বুঝলাম। তার আগ পর্যন্ত আমি কি বলব ওদের। ওরা আজ কিংবা যেকোন সময় যোগাযোগ করতে পারে।' বলল ফ্রান্সিস।

'জানাবেন, ক'দিনের মধ্যেই আমাদের লোক আপনাদের ওখানে যাবে আলোচনার জন্যে। এ বিষয়ে তারাই কথা বলবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘স্যার, আহমদ মুসা যদি সত্যিই এসে থাকে, তাহলে সে কি শুধু হাইম পরিবারের উপরই নির্ভর করবে? সরকার ও প্রশাসনের ক্ষমতাবান অনেকের সাথেই তার সখ্যতা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সে যোগাযোগ করছে কিনা আমরা কি তার খোঁজ রাখছি?’ বলল বিল পুলম্যান।

‘আহমদ মুসার এ সুবিধা আছে। জেনারেল শ্যারন জেলে থাকায় আমাদের বিরাট অসুবিধা হয়েছে এক্ষেত্রে। বিরাট ভীতি ও হতাশাও ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের যারা অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে। এরপরও তাদের যথাসাধ্য সাহায্য আমরা পাচ্ছি।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

কথা শেষ করেই আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোমরা এস। আমার জরুরি এনগেজমেন্ট আছে। আমি চললাম।

আজর ওয়াইজম্যান বেরিয়ে গেলে অন্যরা সবাই উঠে দাঁড়াল।

৪

আহমদ মুসা অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল তার হোটেল কক্ষে। হাইম বেঞ্জামিন আসছে, তারই জন্যে অধিরভাবে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

মাত্র আধা ঘন্টা আগে সে ফিলাডেলফিয়া পৌঁছেছে। ফিলাডেলফিয়া এসেছে বারবারা ব্রাউনের জরুরি টেলিফোন পেয়ে। বারবারা ব্রাউন টেলিফোন করেছিল হাইম বেঞ্জামিনের পক্ষ থেকে। টেলিফোনে বিস্তারিত কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, তাদের অনুরোধ আপনি অবিলম্বে ফিলাডেলফিয়া আসুন। হাইম পরিবার খুবই বিপদে।

টেলিফোন পেয়েই আহমদ মুসা ফিলাডেলফিয়া চলে এসেছে। হোটেল কক্ষে উঠেই আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনকে টেলিফোন করেছিল। টেলিফোন পেয়েই হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসাকে কিছু বলতে না দিয়ে বলে, 'স্যার এখনি হোটেলে আসছি। আপনি অপেক্ষা করুন।' আহমদ মুসা আর কিছুই বলতে পারেনি তাকে। কথা বলার সময় বেঞ্জামিনের গলা কাঁপছিল। কণ্ঠস্বর ছিল ভীত, উদ্বিগ্ন। আহমদ মুসা তাকে তার হোটেল কক্ষে ওয়েলকাম করে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

উদ্বেগ ঘিরে ধরেছিল আহমদ মুসাকে। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটেছে। কি ঘটতে পারে? বারবারা ব্রাউনের যে টেলিফোন পেয়ে আহমদ মুসা নিউইয়র্ক থেকে এখানে এসেছে, সে টেলিফোনেও উদ্বেগ ছিল, কিন্তু সেটা এমন ভেঙ্গে পড়া ছিল না। আমাকে বাড়িতে না ডেকে আমার হোটেলে ছুটে আসছে কেন?

এমন অনেক চিন্তা আহমদ মুসাকে অস্থির করে তুলছে।

দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাইম বেঞ্জামিন।

বেঞ্জামিনের উস্কো-খুস্কো চেহারা। টাই পরেনি। সার্টের উপর দিকের দুটি বোতাম খোলা। তার চোখ-মুখ থেকে উদ্বেগ ঠিকরে পড়ছে।

‘গুড ইভনিং মি. বেঞ্জামিন। ওয়েলকাম।’ দরজা খুলেই বেঞ্জামিনকে স্বাগত জানাল আহমদ মুসা।

‘স্যার, ওরা বারবারা ব্রাউনকে ধরে নিয়ে গেছে।’ আহমদ মুসার সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে, ভাঙা গলায় হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘আচ্ছা শুনছি তোমার কথা। এস, আগে বস।’ বলে আহমদ মুসা তাকে ধরে এনে সোফায় বসাল।

তার পাশে বসল আহমদ মুসা। বিস্ময় আহমদ মুসারও চোখে-মুখে। বলল, ‘কখন ধরে নিয়ে গেছে তাকে?’

‘এই ঘন্টা খানেক আগে।’ উত্তর দিল হাইম বেঞ্জামিন।

‘কেন নিয়ে গেছে, কি বলে নিয়ে গেল?’

‘বারবারা ব্রাউন যেতে অস্বীকার করেছিল। তার মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে গেছে।’

‘কেন নিয়ে যাচ্ছে কিছু জানায়নি?’

‘বাইরের কারো সাথে আব্বা সর্ম্পকে কথা বলতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছিল। বিশেষ করে নিষেধ করেছিল আপনার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করতে। কিন্তু বারবারা যে আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে টেলিফোন করেছে। সেটা গোটাটাই তারা মনিটর করেছে। এমনকি আজকের সকালের কথাও। তার প্রথম অপরাধ হলো, সেদিন আমাদের সাথে আপনার যে কথা হয়েছিল, সেটা বারবারা ব্রাউন ওদের জানাতে অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয় অপরাধ হলো, সে আপনার সাথে যোগাযোগ রেখেছে।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘কোত্থকে নিয়ে গেছে? বাড়ি থেকে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘জি হ্যাঁ, বাড়ি থেকে।’

‘বাড়ির লোকেরা থানায় জানায়নি?’

‘না স্যার। নিয়ে যাবার সময় তারা বলেছে, বারবারা ব্রাউন আমাদের লোক আমরা নিয়ে যাচ্ছি। থানায় বলে লাভ হবে না। থানা জানে। এ বিষয় নিয়ে

বাড়াবাড়ি করলে, হৈচৈ করলে আরও বড় ঘটনা ঘটবে? পরিবারের লোকেরা সাংঘাতিক ভীত হয়ে পড়েছে।'

'তাহলে থানায় জানানো হয়নি?'

'জানিয়েছে স্যার। কিন্তু থানা সরেজমিনে খোঁজ নিতেও আসেনি। আনঅফিসিয়ালী বলেছে, বারবারা ব্রাউন একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্মে কাজ করতো। ফার্মই তাকে নিয়ে গেছে তাদের কাজে।' বলে একটা দম নিল হাইম বেঞ্জামিন। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'স্যার পুলিশকে জানিয়ে, পুলিশকে হাত করেই এটা ওরা করেছে। সুতারাং পুলিশ কিছুই করবে না। আমার ভয়ই হচ্ছে, বারবারা ব্রাউনের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে ওরা তার উপর নির্যাতন চালাবে। আমরা এখন কি করব স্যার। এই বিপদে আপনার কথাই আমার মনে পড়েছে। বলুন আমরা কি করব? আমার আব্বারই বা কি হবে!' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'এসব কিছু না ঘটলে, আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক চলতে পারলে ভাল হতো। সে পথ এখন বন্ধ। কারণ তারা আপনাদেরও সন্দেহ করছে। এই অবস্থাটা বিপজ্জনক। তারা ধরা পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে ড. হাইম হাইকেলকে কিছু করে বসলে সেটা মহা ক্ষতির কারণ হবে।' বলল আহমদ মুসা।

আংতকে-উৎকণ্ঠায় হাইম বেঞ্জামিনের মুখের চেহারা পান্ডুবর্ণ ধারণ করল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। বলল,'স্যরি, আমি ওদের কথা মত চলে চেষ্টা করেছি লক্ষ্যে পৌঁছতে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বারবারা ব্রাউনকে আমাদের সাক্ষাতের সব কথা ওদের জানাতে বললে। তাছাড়া টেলিফোনে ওরা মনিটর করবে, এটার চিন্তাও আমাদের মাথায় আসেনি স্যার। আমরা দুঃখিত।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বেঞ্জামিন এটা দুঃখের বিষয় নয়, পর্যালোচনার বিষয় এটা। যা হাতছাড়া হয়ে যায়, বুঝতে হবে তা হাতছাড়া হবার জন্যেই। এখানে দুঃখ নয়, শিক্ষার বিষয় থাকে।'

চোখের দুকোণ মুছে নিয়ে হাইম বেঞ্জামিন বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা কি করব বলুন। ওর মা শিলা ব্রাউন ভীষণ কাঁদছে। ওরা খুব নির্বিবাদী পরিবার। বংশানুক্রমে ওরা শিক্ষকতা পেশায়। ওর আব্বা ব্যাফেল ব্রাউন

ইউনিভার্সিটি অব দেলওয়ারের শিক্ষক এবং ফিলাডেলফিয়া জুইস এ্যাসোসিয়েশনের কালচারাল কমিটির সভাপতি। ভীষণ রেগে গেছেন তিনি। তাঁকে না জানিয়ে, অনুমতি না নিয়ে কেন বারবারা ব্রাউন জেনারেল শ্যারনের ইসরাঈল-কেন্দ্রিক গোয়েন্দা সংস্থায় যোগ দিল। তার............।'

বেঞ্জামিনের কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তুমি কি জানতে?'

'জানতাম না। এবার আসার পর আমি ওর কাছ থেকেই শুনেছি। সে আমাকে জানায় যে, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে নিয়োগ করেছে আমাদের বাসায় কে আসে, কে যায়, আমরা কখন কার সাথে যোগাযোগ করি, কি বলি, ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্যে। চাপিয়ে দেয়া এই দায়িত্ব তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ওদের কোন কথাই সে শুনতে রাজী নয়। এটা তার আরও বিপদ ডেকে আনবে।' বলল বেঞ্জামিন। শেষ বাক্যটা তার আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে খুব কষ্টে বের হয়েছিল।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলল,'যারা বারবারাকে নিয়ে গেছে তাদের কাউকে চেন? ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার অফিস, যেখানে বারবারা মাঝে মাঝে যেত তার ঠিকানা তুমি জান?'

'জ্বি না। ওদের কাউকে চিনি না, ঠিকানাও ওদের জানি না স্যার।' বলল বেঞ্জামিন।

'ওদের বাসার কেউ জানে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ ব্যাপারে কোন কথা ওদের আমি জিজ্ঞাসা করিনি।' বেঞ্জামিন বলল।

'আমরা বারবারার বাসায় এখন যেতে পারি না।?' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই স্যার।'

'আমার কি পরিচয় দেবে তাদের কাছে?' বলল আহমদ মুসা।

'বলব আমার বন্ধু এক প্রাইভেট গোয়েন্দা।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ধন্যবাদ। চল আর দেরি নয়।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসারা পৌঁছল বারবারা ব্রাউনদের বাড়িতে।

বাইরে সিকিউরিটির দুজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না।

হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসাকে লন চেয়ারে বসিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে গেল। দুতিন মিনিট পরেই ফিরে এল সে।

হাইম বেঞ্জামিনের সাথে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরে।

ভেতরে ড্রইংরুমে একটা সোফায় পাশাপাশি বসেছিল মি. ব্রাউন ও মিসেস ব্রাউন।

মি. ও মিসেস ব্রাউন ছাড়া বাসায় কেউ নেই।

মিসেস ব্রাউনের বিধ্বস্ত চেহারা। আর পানি ভরা মেঘের চেহারা মি. ব্রাউনের।

বেঞ্জামিন ওদের সাথে আহমদ মুসার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল মি. ব্রাউনকে, 'আংকেল আমার বন্ধু প্রাউভেট ডিটেকটিভ মি. দানিয়েলকে নিয়ে এসেছি। পুলিশ কি করবে জানি না। কিন্তু আমাদের কিছু করা দরকার।

'ধন্যবাদ বেঞ্জামিন।' বলল মি. ব্রাউন, বারবারা পিতা।

তারপর মি. ব্রাউন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ওয়েলকাম মি. দানিয়েল। আমাদের বিপদে আপনার এগিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু পুলিশ যেখানে সক্রিয় হবার মত কিছু পাচ্ছে না, সেখানে আমরা কি করতে পারি!'

'বিপদের সময় যার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সাফল্য ঈশ্বরের হাতে।' আহমদ মুসা বলল।

মি. ব্রাউন রুমাল দিয়ে চোখ ভাল করে মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'ভাল বলেছ ইয়ংম্যান। নিশ্চয় তুমি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী!'

'সৃষ্টি তার স্রষ্টার প্রতি তো বিশ্বাসী হবেই, তাঁর উপর নির্ভর করবেই।' আহমদ মুসা বলল।

'শেখ তোমরা এই বাছার থেকে। এই বিপদের সময় এখনও তোমরা একবারও ঈশ্বরের নাম করনি। বাছাই প্রথম আমার ঘরে আলো জ্বালল।' চোখ মুছতে মুছতে বলল মিসেস ব্রাউন। তারপর সোজা হয়ে বসে আহমদ মুসার দিকে ঘুরে বলল, 'বাছা তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছেন। তুমিই পারবে আমার বাছাকে বাঁচাতে। পারবে না?'

'চেষ্টা করতে অবশ্যই পারব মা। ঈশ্বর জানেন তিনি কি ফল দেবেন।' আহমদ মুসা বলল।

মিসেস ব্রাউন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বলল একটু সময় নিয়ে, 'বাছা তুমি আমাকে মা বলেছ? বারবারা নেই, আমার মন হাহাকার করছে এই ডাকের জন্যে বাছা। তুমি এই ডাক ফিরিয়ে এনেছ। তুমি বারবারাকে ফিরিয়ে আন বাছা।'

বলেই মুখ নিচু করল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কান্না রোধের চেষ্টা করতে লাগল মিসেস ব্রাউন।

কেউই কোন কথা বলতে পারল না।

একটু নিরবতা।

অসহনীয় বেদনার এক পরিবেশ।

মিসেস ব্রাউন নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ-চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'স্যরি। তোমরা কথা বল।'

আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল, 'যারা মিস ব্রাউনকে নিয়ে গেছে, তাদের বা তাদের ঠিকানা সম্পর্কে কিছু জানেন আপনারা?'

'তারা কোন দিনই আমাদের বাড়িতে আসেনি। দেখিনি তাদের কোন দিন।' বলল মি. ব্রাউন।

'মিস ব্রাউন যে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য ছিল, তার পরিচয় ও ঠিকানা সম্পর্কেও নিশ্চয় আপনারা জানেন না!' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'না জানি না। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যে নিজেকে জড়িয়েছে সে আমাদের কোন দিনই জানায়নি। দুর্ভাগ্য আমাদের!' বলল মি. ব্রাউন।

'মাফ করবেন, আমি কি তার ঘর, তার টেবিল,কাগজপত্র, হ্যান্ডব্যাগ, ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারি? আপনারা দয়া করে অনুমতি দেবেন?' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম বাছা। তুমি যে সহযোগিতা চাইবে, সবই আমরা করব।' বলেই উঠে দাঁড়াল মিসেস ব্রাউন। বলল, 'চল তার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল বেঞ্জামিন ও মি. ব্রাউনও।

প্রবেশ করল তারা মিস ব্রাউনের ঘরে। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ঘর। শোবার বিছানা, পড়ার টেবিল, ওয়াল ক্যাবিনেট, কোথাও কোন অগোছালো অবস্থা নেই।

কিন্তু পরিপাটি অবস্থার মধ্যে পড়ার টেবিলে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে বেসুরোভাবে। মানিব্যাগটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা তাকাল মিসেস ব্রাউনের দিকে। বলল, মিস ব্রাউনের হ্যান্ড পারসটা কোথায়?

'ওর সাথেই ছিল নিয়ে গেছে।' বলল মিসেস ব্রাউন।

'কিন্তু তার এ মানিব্যাগটা তো তার হ্যান্ড পারসেই থাকার কথা। এখানে পড়ে কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ মানিব্যাগটা তার কাছে মানে তার পারসেই ছিল। কিন্তু যাবার সময় সে ফেলে দিয়ে গেছে। গাড়ি করে যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন বারবারা গাড়ির জানালা দিয়ে মানিব্যাগটা বাইরে ছুঁড়ে দেয়।' বলল মিসেস ব্রাউন।

আনন্দের একটা ঝিলিক ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। তার কণ্ঠ থেকে একটা স্বগত উক্তি বেরিয়ে এল, 'ও গড! থ্যাংকস টু বারবারা। থ্যাংকস টু গড।'

ওরা তিনজনই আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বেঞ্জামিন বলল, 'কি দেখলেন, কি পেলেন স্যার?'

'শত্রুদের ঠিকানা পেয়ে গেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কোথায়?' বিস্মিত প্রশ্ন বেঞ্জামিনের।

'ঐ মানিব্যাগে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু বাছা, তুমি মানিব্যাগটা এখনও দেখই নি।' বলল মিসেস ব্রাউন।

'দেখার দরকার নেই মা। ওর মধ্যে যদি শত্রুর পরিচয় ও ঠিকানামূলক কিছু না থাকতো মিস ব্রাউন তাহলে তার মানিব্যাগ এভাবে গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দিত না।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছ দানিয়েল। আমারও বিস্ময় লেগেছে, শুধু ডলার রক্ষার জন্যে মানিব্যাগটা এভাবে ফেলল কেন সে!' বলল মি. ব্রাউন।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগটা তুলে নিল।

মানিব্যাগে যা ছিল সব বের করে আহমদ মুসা টেবিলে রাখল।

কিছু ডলার, কয়েকটা নেমকার্ড, দুটি ক্রেডিট কার্ড, কয়েকটা চিরকুট এবং কয়েক পাতার ছোট একটা টেলিফোন গাইড পেল মানিব্যাগ থেকে।

আহমদ মুসা টেলিফোন গাইডটা তুলে দিল মি. ব্রাউনের হাতে। বলল, 'দেখুন সন্দেহ করার মত কোন নাম, ঠিকানা, টেলিফোন আপনার চোখে পড়ে কিনা। আমি নেম কার্ড ও চিরকুটগুলো দেখছি।'

নেম কার্ডের সবগুলোই বিখ্যাত কিছু শপস ও বিজনেস হাউজের। চারটি চিরকুটে চার মোবাইল নম্বর লেখা। কিন্তু নম্বরের সবগুলোই ফিলাডেলফিয়ার বাইরের।

আহমদ মুসা নেম কার্ড ও চিরকুটগুলো বেঞ্জামিনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখ তুমি কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

মি. ব্রাউন বলল,'দানিয়েল, টেলিফোন গাইডে অপরিচিত কোন নম্বর দেখছি না। সবই আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশববিদ্যালয় ও কমার্শিয়াল শপস-এর নম্বর এবং এদের সাথে মোটামুটি আমরা সকলেই পরিচিত।'

আহমদ মুসাও নজর বুলাল টেলিফোন গাইডটার উপর। টেলিফোন নম্বরগুলো সত্যিই 'আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কেটিং' এই চ্যাপ্টারে বিভক্ত। অবাক হলো আহমদ মুসা যে, 'বিবিধ বলে বিভাগ নেই। বিস্মিত আহমদ মুসা বলল, 'বারবারা ব্রাউন দেখছি খুবই ঘরমুখো ছিল।। তার কনট্যাক্ট খুবই সীমিত ছিল।'

'হ্যাঁ বাছা। মেয়ে আমার খুবই ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় ও বাড়ি ছাড়া সে কিছু বুঝত না। প্রয়োজনীয় শপিং-এ মাঝে মাঝে বাইরে যেত, কিন্তু আড্ডা দেয়া তার স্বভাব ছিল না। আমার এমন ভাল মেয়েই আজ বিপদে পড়ল।' বলল মিসেস ব্রাউন। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

টেলিফোন গাইডের একদম শেষ পাতায় কিছুটা সংকেত ধরনের লেখা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লেখাটি এই রকমঃ L.F. `Sinai' ch. `Phila'. অক্ষর ও শব্দগুলোর মাত্র Sinai ও Phila শব্দ দুটি কোটেড।

ভ্রু-কুঁচকালো আহমদ মুসার। একটা রহস্যের গন্ধ পেল এর মধ্যে। লেখাটা আহমদ মুসা দেখাল মি. ব্রাউনকে।

মি. ব্রাউন বলল, 'এটা আমি দেখেছি দানিয়েল। কিছু বুঝতে পারিনি আমি। তার পড়াশুনার সাথে সম্পর্কিত কিছু হতে পারে মনে করেছি।

বেঞ্জামিন ও মিসেস ব্রাউনও লেখাটা দেখল। তারাও এর কোন অর্থ বের করতে পারলো না।

আহমদ মুসা আবার হাতে নিল টেলিফোন গাইডটা। আবার সে চোখ বুলাল লেখাটির উপর। হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'মিস ব্রাউনের নিশ্চয় পার্সোনাল কম্পিউটার আছে?'

'হ্যাঁ আছে।' বলল মি.ও মিসেস ব্রাউন একসাথেই।

'আমাকে দয়া করে সেখানে নিয়ে চলুন। আমি নিশ্চিত এই সংকেতগুলো তার কম্পিউটার এ্যাকাউন্টের সাথে জড়িত।' আহমদ মুসা বলল।

কম্পিউটারটা পরিবারের লাইব্রেরী রুমে।

লাইব্রেরী রুমে গিয়ে আহমদ মুসা কম্পিটারের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আহমদ মুসা কম্পিউটারের ফাইল তালিকা থেকে PSF (পার্সোনাল সিক্রেট ফাইল) বেছে নিয়ে ফাইলটি ওপেন করল। ফাইল আনলক করার জন্যে আহমদ মুসা `Sinai' টাইপ করল। অনন্দে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ফাইল আনলক হয়ে গেছে। স্ক্রীনে ভেসে উঠল আবার অনেকগুলো ফাইলের তালিকা। তালিকার উপর চোখ বুলাল আহমদ মুসা। সর্বশেষ ফাইলটা হলো `Phila'. সে ফাইলটিতে ক্লিক করতেই স্ক্রীনে ভেসে উঠল লাল অক্ষরে লেখা একটা ঠিকানা।

'ইউরেকা' বলে আনন্দে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বেঞ্জামিন ও মি. ব্রাউনও দেখছিল আহমদ মুসার কাজ। তাদের চোখে মুখেও আনন্দ। বলল বেঞ্জামিন, 'এই ঠিকানায় ওরা বারবারাকে নিয়ে গেছে বলে আশা করছেন মি. দানিয়েল?'

'আশার চেয়ে বড় কথা হলো ওদের একটা ঠিকানা পেয়েছি। সামনে এগুবার একটা পথ হলো।' বলল আহমদ মুসা।

‘দানিয়েল, আমি বিস্মিত হচ্ছি, তুমি কি করে এত তাড়াতাড়ি বুঝলে যে ওটা কম্পিউটারের কোড? আমি দেখে তো কিছু বুঝিনি। আর ওভাবে মানিব্যাগ ফেলা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু এর অর্থ বুঝিনি। সত্যিই তুমি গুণী ছেলে। কিন্তু ঠিকানা পেয়ে কি করবে?’

‘আমি যাচ্ছি ওখানে। বারবারাকে তো আনতে হবে!’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু কাকে নেবে সাথে? ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে পুলিশকেও সাথে নেয়া যায়।’ বলল মি. ব্রাউন।

‘কিন্তু পুলিশ ওদেরকে আগেই জানিয়ে দেবে না, এ নিশ্চয়তা কি আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

ম্লান ছায়া নামল মি. ব্রাউনের মুখে। কোন কথা বলতে পারল না।

কথা বলল বেঞ্জামিন। বলল, ‘পুলিশকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। মি. দানিয়েল স্যার ঠিকই বলেছেন, পুলিশকে জানালে তারাও খবর পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে বারবারা উদ্ধার হবে কিভাবে? মি. দানিয়েল ও আমরা মিলে..............।’

কথা শেষ করতে পারল না বেঞ্জামিন। তাকে থামিয়ে দিয়ে মি. ব্রাউন বলে উঠল, ‘আমি তো সে কথাই বলছি। যারা সন্ত্রাসীর মত বাড়ি এসে সবার সামনে থেকে একজনকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তাদের বাড়িতে পুলিশের সাহায্য ছাড়া উদ্ধার অভিযানে যাওয়ার কল্পনাই করা যায় না।

‘লোকজন নিয়ে আয়োজন করে যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যেই আমি একা ওখানে যাচ্ছি ওদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে। যাতে ওরা বারবারাকে সরিয়ে ফেলা কিংবা লড়াই এর আয়োজন করতে না পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মি. বেঞ্জামিন আপনি কি গেটের ওদের বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?’

‘ট্যাক্সি কেন, আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন।’ ত্বরিত জবাব দিল হাইম বেঞ্জামিন।

'না তোমার গাড়ি, এঁদের গাড়ি ওরা চেনে। তোমাদের উপর ওদের ক্রোধ আর বাড়াতে চাই না। ট্যাক্সিতেই আমার সুবিধা হবে।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্মিত ব্রাউন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আর কোন কথা নয় জনাব, আমি চলি।'

তারপর হাইম বেঞ্জামিনের একটা হাত ধরে সামনে টেনে বলল, 'চল বেঞ্জামিন। গেটে একটু দাঁড়ালেই ট্যাক্সি পেয়ে যাব।'

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন হাঁটতে লাগল বাইরে বেরুবার জন্য।

গেটে গিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল আহমদ মুসা। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ তুলে দিয়ে বলল, 'আমি যদি দুঘন্টার মধ্যে না ফিরি এবং কোন খবর না জানাই, তাহলে চিঠিতে যা বলা হয়েছে, সে অনুসারে কাজ করবে।'

আহমদ মুসার কথা শুনেই ভয় ও উদ্বেগে চুপসে গেল বেঞ্জামিনের মুখ। আহমদ মুসার একটা হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'আমাদের খাতিরে এমন বিপদের মুখে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন.........' কথা শেষ না হতেই ভারী কণ্ঠ আটকে গেল তার।

আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনের পিঠ চাপড়ে হেসে বলল, 'কাঁটা হেরি ক্ষ্যান্ত কেন কমল তুলিতে! বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধার না করলে তোমার চলবে বুঝি!

বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে গেল।

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল হাইম বেঞ্জামিনের।

আহমদ মুসার ট্যাক্সি চলে গেল।

হাইম বেঞ্জামিনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল মি. ও মিসেস ব্রাউন।

বেঞ্জামিন তাকিয়েছিল আহমদ মুসার ট্যাক্সির দিকে।

'আসলে যুবকটি কে বেঞ্জামিন? আমাদের বিপদে না জড়াবার জন্য আমাদের গাড়ি নিল না, অথচ আমাদেরই কাজে গেল। আমার কাছে অবাক লাগছে। তুমি কি প্রচুর টাকা দিয়েছ?' বলল মি. ব্রাউন।

‘না। আপনার মত আমিও বিস্মিত আংকেল। আমি তার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি। তিনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নন। আব্বাকে উদ্ধারে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্যে তিনি এখানে এসেছিলেন।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘তাহলে যুবকটি তোমার আব্বার পরিচিত?’ জিজ্ঞাসা মি. ব্রাউনের।

‘আব্বাকে তিনি দেখেননি এবং কোন প্রকার যোগাযোগও ছিল না। বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘আরও বিস্মিত করলে । তাহলে.........।’

কথা শেষ করতে পারল না মি. ব্রাউন। মাঝখান থেকে হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, ‘সব বিস্ময়ের উত্তর তিনি দেবেন উপযুক্ত সময়ে।’

বলেই বেঞ্জামিন ফিরে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন আমরা ভেতরে বসি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমাকে কমপক্ষে দুঘন্টা তো বসতেই হচ্ছে।

সবাই পা বাড়াল বাড়ির দিকে ফিরে আসার জন্যে।

রক্সিকে হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই স্টিভেন্স সোজা হয়ে বসল। তার চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্য। বলল সে,‘রক্সি নিশ্চয় মিশন সাকসেসফুল?’

‘অ্যালেক স্টিভেন্স আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) এবং মার্কিন জেলে আটক জেনারেল শ্যারন-এর ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি’র ফিলাডেলফিয়ার যৌথ প্রধান হিসাবে সদ্য নিয়োজিত হয়েছে। সে মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন রিটায়ার্ড কর্ণেল। চাকুরীকালে বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তার ফোর্সড রিটায়ারমেন্ট হয়। ইহুদীবাদের অক্লান্ত সৈনিক সে এখন। আর রক্সি, যারা বারবারা ব্রাউনকে ধরে আনতে গিয়েছিল তাদেরই একজন।

‘জি স্যার।’ অ্যালেক স্টিভেন্সের প্রশ্নের জবাব দিল রক্সি।

‘ওরা কি বাধা দিয়েছিল?’ জিজ্ঞাসা করল অ্যালেক স্টিভেন্স।

‘বাধা দিয়েছে। কিন্তু বলপ্রয়োগে সাহস পায়নি।’ রক্সি বলল।

‘তোমাদের মিস ব্রাউনের প্রতিক্রিয়া কি?’ অ্যালেক স্টিভেন্সের জিজ্ঞাসা।

‘দুঃখজনক স্যার, সে কোন সাহায্য করতে রাজি নয়। আগের মতই ঐ ব্যাপারে কোন কথাই বলতে সে রাজি হচ্ছে না।’ বলল রক্সি।

‘সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তোমরা নিশ্চয় আঙুল বাঁকা করনি।’

‘সে তো আমাদেরই লোক। তাছাড়া ফিলাডেলফিয়ার পুরানো ও পরিচিত পরিবার এটা। তার উপর হাইম পরিবারের সাথেও এরা সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। কিছু হলে হাইম বেঞ্জামিন প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করতে পারে।’ বলল রক্সি।

‘কিন্তু সে ভয় এখন নেই। মিস ব্রাউনকে ধরে এনে সাপের লেজে পা দিয়েছ, এখন সাপের মাথা না ভাঙলে ছোবল খেতে হবে।’ বলে উঠে দাঁড়াল স্টিভেন্স। বলল, ‘চল দেখি হারামজাদিকে।’

তারা দুতলার একটা ছোট্ট বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। এ বাড়িটি অ্যালেক স্টিভেন্সের অফিসিয়াল রেসিডেন্স।

তারা বেরিয়ে দু’শ গজের মত হেঁটে একটা বড় তিনতলা বাড়িতে প্রবেশ করল। এ বাড়িটাই আজর ওয়াইজম্যানদের ফিলাডেলফিয়ার হেড অফিস।

তাদের হেড অফিসের জন্যে একটা চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে আজর ওয়াইজম্যানরা। উত্তর পূর্ব ফিলাডেলফিয়ার বিমান বন্দর থেকে উত্তর-পূর্বে অনেকখানি এগিয়ে পার্কসিন খাড়ির পুবে বাড়িটা। বাড়িটার কিছু উত্তর দিয়ে ফিলাডেলাফিয়ার নর্থ এক্সপ্রেস ওয়ে চলে গেছে। খাড়ি দিয়েও বোটের চলাচল আছে। সুতারাং বাড়িটা কোন রাস্তার উপর না হয়েও বহুমুখী যোগাযোগের সুযোগ ভোগ করছে।

বাড়িতে প্রবেশ করে তারা সোজা নেমে গেল বেজমেন্টে।

বেজমেন্টের প্রান্তে একটা ঘর। প্রশস্ত ঘরটি।

ঘরে কোন আসবাবপ্রত্র নেই।

ঘরের মাঝখানে মেঝেতে বসে আছে বারবারা ব্রাউন মুখ নিচু করে।

ঘরের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল দুজন প্রহরী। তাদের হাতে সাব মেশিনগান।

অ্যালেক স্টিভেন্স ঘরে ঢুকল।

তার পেছনে রক্সি।

ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলল প্রহরীদের লক্ষ্য করে, 'ওঁকে এভাবে রাখা হয়েছে কেন? সে তো শত্রু নয়, আমাদের লোক।

অ্যালেক স্টিভেন্সের কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীরা ছুটলো পাশের ঘরের দিকে। একটা হাতওয়ালা কুশন চেয়ার এনে বারবারা ব্রাউনের পাশে রাখল এবং বলল, 'সরি ম্যাডাম।'

'মিস ব্রাউন উঠে বসুন।' নরম কন্ঠে বলল মি. স্টিভেন্স।

বারবারা ব্রাউনের ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'বন্দীর জন্য ঘরের মেঝেই স্বাভাবিক স্থান।'

'স্যরি মিস ব্রাউন। আপনি বন্দি নন। কিছু জানার জন্য আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে মাত্র।' অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

'কতগুলো রিভলবারের মুখে যাকে তুলে আনা হয়, তাকে ডেকে আনা বলে?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'স্যরি মিস ব্রাউন। আপনাকে যেভাবেই আনা হোক, আপনাকে বন্দী করে রাখার জন্য আনা হয়নি।'

বলে একটু থামল স্টিভেন্স।

তার চোখে-মুখে প্রবল অস্বস্তি ফুটে উঠল। হাতের ব্যাটনটাকে সে অস্থিরভাবে এ হাত থেকে সে হাত করছে। একটু পর সে আবার বলে উঠল, 'মিস ব্রাউন আপনি জাতির একজন সচেতন ব্যক্তি। ইহুদী জাতি তাদের ইতিহাসের অনেক সময়ের মত এক অতি কঠিন সময় আজ অতিক্রম করছে। আপনাদের নেতা জেনারেল শ্যারনসহ আমাদের হাজারো লোক গুরুতর অভিযোগে আজ জেলে। এই পরিস্থিতিতে জাতি আরও একটা ধ্বংসের গহবরে পড়ুক, তা আপনি আমি কেউই চাইব না। কিন্তু একটা চক্র আমাদেরকে সেই গহবরের দিকেই ঠেলে দিতে চাইছে। বাঁচার জন্যে আপনারও সাহায্য আমরা চাই।'

‘কি সাহায্য?’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল আপনাদের কি কি বলেছিল?’ জিজ্ঞাসা করল অ্যালেক স্টিভেন্স।

‘এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। তিনি এসেছিলেন হাইম হাইকেল আংকেলের খোঁজে। এ ব্যাপারেই তিনি কথা বলেছেন।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘এটুকুর বাইরে আপনারা যা বলেছেন, উনি যা বলেছেন, সেটাই আমাদের প্রয়োজন।’ অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

‘হাইম পরিবার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু তা থেকে আপনাদের বলার মত কিছু নেই।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

চোখ দুটি জ্বলে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলে উঠল, ‘কিন্তু আপনাদের টেলিফোন মনিটর বলে না যে, বলার কিছু নেই।’

‘আমি জানি না। আপনাদের টেলিফোন মনিটরে কি আছে?’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘বলছি। হাইম বেঞ্জামিন টেলিফোনে আইজ্যাক দানিয়েল লোকটাকে বলেছেন, আমার ও মিস ব্রাউনের কথা ঠিক আছে। আর আমরা তো আপনাকে সাহায্য করছি না, সাহায্য করছি আমাদের নিজেদেরকে।’ মি. বেঞ্জামিনের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, আমাদের কয়েকজন লোককে খুনকারী মি. দানিয়েলকে আপনারা ‘কিছু কথা দিয়েছেন এবং তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ‘কথা’ ও ‘সাহায্যের প্রতিশ্রুতি’ কি আমরা জানতে চাই।’ অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

বারবারা ব্রাউন মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘বিষয়টা হাইম পরিবারের পারিবারিক ব্যাপার। এটা অন্যদের জানার প্রয়োজন নেই। একথা আমি বার বার বলেছি।’

‘মিস ব্রাউন, মি. হাইম হাইকেল এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে। তার পরিবারের সবকিছুর সাথে আমাদের স্বার্থ জড়িত। তাই সব কিছুই আমাদের জানতে হবে।’ বলল স্টিভেন্স তীব্র কণ্ঠে।

কণ্ঠের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে চমকে উঠেছিল বারবারা ব্রাউন। নিজেকে সামলে সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এই দাবী হাইম পরিবার কিংবা কেউ মেনে নেবে না।

স্টিভেন্স আগের মতই চিৎকার করে বলল, 'হাইম পরিবারকে বা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করেছি আমাদের কর্মীকে। যার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আমাদের জানিয়ে দেয়া।'

'কর্মী হবার বাইরেও আমার পরিবার আছে, আমার ভিন্ন জীবন আছে। গোয়েন্দা কর্মে আমার স্বতস্ফূর্ত কর্মকান্ড ছিল এসবের একটা বাড়তি বিষয়।' বলল বারবারা ব্রাউন।

হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্স। কিন্তু তার চোখ-মুখ দিয়ে আনন্দ নয় আগুন ঝরে পড়ল। তার ডান হাতটি তীব্র বেগে ছুটে গেল বারবারা ব্রাউনের বামগালের দিকে। 'ঠাশ' করে এক কর্কশ শব্দ উঠল।

'আ' করে এক শব্দ তুলে বারবারা ব্রাউন পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হিংস্র উন্মত্ততায় জ্বলে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের দুচোখ।

দুধাপ এগিয়ে সে নির্বিচারে একটা লাথি চালাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। তার পয়েন্টেড জুতার অগ্রভাগ গিয়ে আঘাত করল বারবারা ব্রাউনের পেটের বাম পাশে।

যন্ত্রণায় কুকড়ে গেল তার দেহ।

লাথি চালিয়েই অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে স্টিভেন্স বলে উঠল, 'কোন ইহুদীবাদীরই আলাদা কোন জীবন নেই, নিজস্ব কোন সত্তা নেই। তার গোটাটাই জাতির। তোকে বলতে হবে সেদিনের সব কথা।'

কথা শেষ করেই সে একজন প্রহরীকে বলল, 'ওকে তুলে বসাও।'

একজন প্রহরী ছুটে গিয়ে বারবারা ব্রাউনকে তুলে বসাল।

'বল হারামজাদি। সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল কি কথা বলেছিল, তোরা কি বলেছিলি?' ক্রোধে গর গর করতে করতে বলল অ্যালেক স্টিভেন্স।

উঠে বসা বারবারা ব্রাউন মুখ তুলল। বিপর্যস্ত চেহারা। কিন্তু চোখ দুটি তার শান্ত এবং তাতে অনড় দৃঢ়তার ছবি। বলল বারবারা ব্রাউন, 'যে জাতি ব্যাক্তি

সত্তাকে বিলিন করতে চায়, সে জাতি-সত্তাও টেকে না। আমরা জুইস বা ইহুদীরা সেরকম কোন ধর্ম-জাতি নই। সুতরাং অন্যায় ও অনুল্লেখিত জাতীয় স্বার্থে আমার ব্যাক্তিস্বার্থ কোরবানী দেবার প্রশ্ন উঠে না।'

'তুই আমাকে নীতি-কথা শিখাচ্ছিস!' বলে সামনের দেয়ালের দিকে ছুটল সে। দেয়ালের হ্যাংগার থেকে নামিয়ে নিল একটা চাবুক। স্টিভেন্সের চোখ দুটি বাঘের মত জ্বলছে।

সে চাবুক বাগিয়ে ছুটে গেল বারবারা ব্রাউনের কাছে।

শপাং শপাং করে চাবুক পড়তে লাগল বারবারা ব্রাউনের গায়ে।

বারবারা ব্রাউনের পরনে ফুলপ্যান্ট ও গায়ে হাফসার্ট।

মুহর্তেই তার সাদা সার্ট রক্তে লাল হয়ে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বারবারা ব্রাউন।

এক সময় চাবুক চালানোয় ক্ষান্ত দিল অ্যালেক স্টিভেন্স। বারবারা ব্রাউনকে বলল, 'প্রথম ডোজ কেমন দেখলি, দ্বিতীয় ডোজ শুরুর আগে জিজ্ঞেস করছি, মত বদলেছে কিনা, সেদিনের সব কথা বলছিস কিনা।'

বারবারা ব্রাউন উপুড় হয়ে পড়েছিল। মাথা ঘুরিয়ে মুখটা ফিরাল স্টিভেন্সের দিকে। বলল, 'জাতি আপনাদের একার নয়। আমরা জাতির অংশ। আপনারা কি করছেন তা জানার অধিকার আমাদের আছে। হাইম হাইকেলকে নিয়ে আপনারা কি করছেন তা জানার আগে কোন সহযোগিতাই আমি আপনাদের করব না।' হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্বল কণ্ঠে বলল বারবারা ব্রাউন।

হুংকার দিয়ে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্স। ক্রোধে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। বলল, 'ও তুই এখন আমাদের নয়, শত্রুর এজেন্ট। তাদেরই শেখানো কথা বলছিস। দেখাচ্ছি মজা। বলে দেয়াল থেকে টাঙানো 'ইলেকট্রিক শক-ব্যাটন' নামিয়ে হাতে নিল।

বিশেষ ব্যাটারি চালিত ব্যাটনটি সুইচ টেপার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভল্টের বিদ্যুত ওয়েভ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাটনের নিচের মাথায় রয়েছে কোয়ার্টার ইঞ্চি মাপের একটি আলপিনের অগ্রভাগ সেট করা। ব্যাটনের আলপিনটি কারও দেহে

বিঁধে যাওয়ার সাথে সাথেই নির্দিষ্ট ভল্টের বিদ্যুত তার দেহে সঞ্চালিত হয়। তাতে তার মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়।

এই মৃত্যুযন্ত্রণা নেমে এল বারবারা ব্রাউনের দেহে।

অ্যালেক স্টিভেন্স ব্যাটনটির আলপিন ঢুকিয়ে দিয়েছে বারবারা ব্রাউনের দেহে।

যন্ত্রণায় বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠল বারবারা ব্রাউন। গোটা দেহ তার কুকড়ে গেল।

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এই নির্যাতন অব্যহত রাখল স্টিভেন্স।

বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত বারবারা ব্রাউন এক সময় চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের এই নির্যাতন আমার এই বিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে যে, তোমরা জাতির শত্রু। জাতিকে ভালবাসে এমন কেউই তোমাদেরকে জীবন থাকতে সাহায্য করবে না। চালাও নির্যাতন। মৃত্যু দেবার চেয়ে বড় কোন কিছু তোমাদের হাতে নেই।

নির্যাতন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অ্যালেক স্টিভেন্স। একদিকে বারবারা ব্রাউনকে নতি স্বীকারে ব্যর্থতা, অন্যদিকে ব্রাউনের কথা তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। সে তার ব্যাটন বাগিয়ে আবার ছুটল বারবারা ব্রাউনের দিকে তার দেহে বিদ্যুতের আগুন জ্বালাবার জন্যে।

'স্যার থামুন। যে মৃত্যু চায় তার উপর নির্যাতন চালিয়ে জেতা যাবে না। অন্য পথ দেখতে হবে স্যার।' বলল রক্সি।

থমকে দাঁড়াল অ্যালেক স্টিভেন্স। বলল, 'মৃত্যুর বাইরে আর কোন পথ থাকতে পারে রক্সি?'

'আছে স্যার। মিস ব্রাউনরা আদর্শবাদী, পিউরিটান। ওদের কাছে স্যার জীবনের চেয়ে বড় ওদের ওদের পবিত্রতা। ওদের পবিত্রতায় হাত দিন, দেখবেন কেমন করে ভেজা বেড়াল হয়ে যায় ওরা।' বলল রক্সি।

আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের মুখ। বলল সানন্দে চিৎকার করে, 'ধন্যবাদ তোমাকে রক্সি। যে উপহার সে সাজিয়ে রেখেছে তার

প্রেমিক হাইম বেঞ্জামিনের জন্য, তাকে লুট করাই হবে তার জন্য মৃত্যুর চাইতে বড় শাস্তি। এ মোক্ষম কথাটা আমার মনে ছিল না। তোমাকে ধন্যবাদ।'

একটু থামল স্টিভেন্স। তারপর একগাল হেসে বলল রক্সিকে, 'বিষয়টা যখন তোমার মাথায় প্রথম এসেছে, তখন সুযোগটা তোমাকেই প্রথম দিচ্ছি! যাও এগোও।'

'ধন্যবাদ স্যার। বলল রক্সি। লোভের আগুন তার চোখ দুটিতে চক চক করে উঠেছে।

তার সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে বারবারা ব্রাউন। তার গায়ের সার্ট ছেঁড়া। প্রায় অনাবৃত তার পৃষ্ঠদেশ।

শিকারী নেকড়ের মত এক পা' দু'পা করে এগুলো বারবারা ব্রাউনের কাছে। ঝুঁকে পড়ে বারবারা ব্রাউনের দেহ উল্টিয়ে তাকে চিৎ করল রক্সি।

বারবারা চিৎ হয়েই তার দু'পায়ের একটা প্রচন্ড লাথি মারল রক্সির ঝুকে পড়া দেহে।

আকস্মিক লাথি খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রক্সি।

হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল স্টিভেন্স। বলল, 'লজ্জার কথা রক্সি।'

লাথি মেরেই উঠে দাঁড়িয়েছিল বারবারা ব্রাউন।

অপমানিত হয়ে দুচোখ ভরা আগুন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রক্সিও।

'লাথির মাশুল শয়তানির কাছ থেকে সুদে-আসলেই তুলব স্যার' বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বারবারা ব্রাউনের উপর।

ছিটকে পড়ে গেল বারবারার দেহ। তার উপর আছড়ে পড়ল রক্সিও।

ঠিক এই সময় এক সাথে দুটি রিভলবারের গর্জন করে উঠার শব্দ ভেসে এল।

ঘরের দরজায় দাঁড়ানো দুই প্রহরী গুলী খেয়ে পড়ে গেল দরজার উপরেই।

বারাবারা ব্রাউনকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রক্সি।

অ্যালেক স্টিভেন্সও রিভলবার বাগিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে।

এক ধরনের ভাইব্রেশন থেকে তাদের দুজনেরই মনে হলো, কেউ যেন পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

গুলী করেছে সেই কি?

দুজনেরই রিভলবারের নল দরজার দিকে ঘুরল দ্রুত।

উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলাফিয়ার পার্কসিন খাড়ির উত্তরে পার্ক হ্যাভেন রাস্তার উপর এসে পৌঁছতে আহমদ মুসার কোনই অসুবিধা হলে না। কিন্তু মুস্কিলে পড়ল তারপর। বারবারা ব্রাউনের কম্পিউটার থেকে পাওয়ার ঠিকানায় বলা আছে, '৩৯, গার্ডেন রীচ, নর্থ অব পার্কসিন খাড়ি এন্ড সাউথ অব পার্ক হ্যাভেন রোড।' এই নির্দেশিকা থেকে আহমদ মুসা বুঝেছে পার্কসিন খাড়ি থেকে উত্তরে এবং পার্ক হ্যাভেন রোড থেকে দক্ষিণে হবে গার্ডেন রীচ স্ট্রীটের ৩৯ নম্বর বাড়িটা। কিন্তু পার্ক হ্যাভেন রোড ও পার্কসিন খাড়ি দুটোই উত্তর-পুর্ব থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত। আহমদ মুসা বেছে বেছে পার্ক হ্যাভেন রোডের একটা বাঁক ঘুরে এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল যেখান থেকে পার্কসিন খাড়ির অবস্থান সোজা দক্ষিণে।

এখন সোজা দক্ষিণে এগুবার একটা রাস্তা চাই।

সামনে তাকাল আহমদ মুসা। পার্ক হ্যাভেন রোড ও পার্কসিন খাড়ির মাঝের জায়গায় সবুজের সমুদ্র। গার্ডেন রীচ কি এলাকার নাম, না কোন রোডের নাম? এলাকা ও রোড দুয়েরই নাম হতে পারে,ভাবল আহমদ মুসা।

রাস্তার খোঁজ করতে গিয়ে সামনেই রাস্তা পেয়ে গেল আহমদ মুসা। দুপাশের সবুজ দেয়ালের মাঝখানে দিয়ে কংক্রিটের সাদা রাস্তাটা।

রাস্তাটার নাম দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রাস্তাটা দিয়ে তার গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বাড়ির নাম্বার খুঁজতে হবে, তার সাথে রাস্তার নামও জানা যাবে, ভাবল আহমদ মুসা।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি থেকে পেয়ে গেল রাস্তার নাম। হ্যাঁ, এ রাস্তাই গার্ডেন রীচ।

নাম্বার ধরে এগিয়ে পেল ৩৭ নাম্বার বাড়ি। কিন্তু রাস্তা ধরে চারপাশ খুঁছে ৩৯ নম্বর বাড়ি পেল না, ৩৮ নম্বরও নয়। অনেক হয়রান হওয়ার পর ৩৭ নম্বর বাড়িতে নক করল আহমদ মুসা।

একটা কিশোরী এসে দরজা খুলে দিল। আহমদ মুসা সাদর সম্ভাষণ শেষে জিজ্ঞাসা করল ৩৯ নম্বর বাড়ি কোনটা।

কিশোরী হাসল। বলল, 'কেন খুঁজে পাচ্ছেন না? এই তো কাছেই।' বলে সে বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল।

এই সময় ডুপ্লেক্স বাড়িটার দুতালা থেকে দুজন যুবক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাদের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। চোখে তাদের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান। তাদের একজন বলল, 'জামি, কে উনি, কি চান?'

কিশোরীটি থেমে গেল। বলল, 'ইনি ৩৯ নম্বর বাড়ি খুঁজছেন। আমি বাড়িটা চিনিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'চিনিয়ে দিয়েছ?' তাদের একজন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল।

'না। বলছিলাম।' বলেই কিশোরীটা আবার শুরু করল উৎসাহের সাথে।'

'থাম।' কিশোরীকে কড়া ধমক দিয়ে দুজনের দ্বিতীয় জন বলল, 'পাকামো আর করতে হবে না। যাও, তোমার আন্টিকে আনতে যাও। দেরি করে ফেলেছ। বস জানলে রক্ষা থাকবে না।'

কিশোরীটি মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে বাইরে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সেই লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, '৩৯ নম্বরে কার কাছে যাবে?

'বিশেষ কারো কাছে নয়। যাকেই পাই চলবে। একটা খোঁজ জানতে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কি খোঁজ নিতে? কার খোঁজ নিতে?' বলল দুজনের প্রথম জন।

প্রথম থেকেই ওদের মতলব আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছে। ওরা ৩৯ নম্বর বাড়ির ঠিকানা কিশোরীকে বলতে দেয়নি। তাদের প্রশ্নের অর্থও হলো তারা আহমদ মুসাকে সন্দেহ করেছে। বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছে তারা আহমদ মুসাকে।

এর আরও অর্থ হলো, তারা ৩৯ নম্বরের সবকিছু জানে। হতে পারে এই ৩৭ নম্বর ৩৯ নম্বরেরই অংশ। কিশোরীর সাথে ওদের কথা বলার সময় ‘বস’ শব্দের উচ্চারণ এই সন্দেহের সাথে মিলে যায়।

ওদের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি ৩৯ নম্বর বাড়ির খোঁজ জানতে চেয়েছি। আপনারা উকিলের মত এসব কি জেরা শুরু করেছেন? জানলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

‘তুমি আমেরিকান নও। কোথায় বাড়ি তোমার?’ বলল ওদের দুজনের একজন।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। ওদের আরেকটু এগুতে দেয়া দরকার, ভেবে নিল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে, আমি একটা বাড়ির সন্ধানে এসেছিলাম, তোমাদের অহেতুক জেরার জবাব দেয়ার জন্যে নয়। আসি। বাই।’ বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াবার সাথে সাথে একজন লাফ দিয়ে এসে পেছন থেকে আহমদ মুসার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল।

চিৎকার করে বলল, ‘কোথায় পালাচ্ছ! পরিচয় সন্তোষজনক হলে তবেই মুক্তি।’

আহমদ মুসা ঘুরল। ঘোরার সাথে সাথেই বাঁ হাতের এক প্রচন্ড কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে ঠিক কানের নিচে।

আহমদ মুসা যখন সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল তখন লোকটি টলতে টলতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটি প্রথমটায় বিমুঢ় হয়ে পড়লেও মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। তারপর মুহূর্ত দেরি না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

চোখের পলকে আহমদ মুসা এক পাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি আছড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

আঘাত সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল লোকটি।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'আর উঠে লাভ নেই। তখন অনুরোধে বলনি, এবার অস্ত্রের মুখে বল ৩৯ নম্বর বাড়ি কোনটা। আর তোমরা কে?'

'রিভলবার দেখিয়ো না। এখানে সবচেয়ে ছোট অস্ত্র যেটা সেটাই হলো সাব-মেশিন গান।' বলল লোকটি নির্বিকভাবে।

আহমদ মুসা তার কথার উত্তরে ট্রিগার টিপল। রিভলবারের একটা গুলী লোকটির কানের এক পাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

লোকটি আর্তনাদ করে তার কান চেপে ধরল।

'দেখ আমার প্রশ্নের জবাব যদি এই মুহূর্তে না দাও, তাহলে দ্বিতীয় গুলী তোমার মাথা গুড়ো করে দেবে।' বলল আহমদ মুসা ঠান্ডা গলায়। যা চিৎকারের চেয়েও ভীতিকর শোনাল।

লোকটি মাথা ঘুরিয়ে ভীত চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার কথা এবার সে পুরোপুরিই বিশ্বাস করছে। মুখ খুলল সে। বলল, 'স্যার এ বাড়ি থেকে দুশ গজ দক্ষিণে তিনতলা বাড়ি। ওটা ৩৯ নম্বর।

'বারবারা ব্রাউনকে তোমরা কোথায় বন্দী করে রেখেছ?' আবার সেই শান্ত, কিন্তু কঠোর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

লোকটি দ্বিধা করছিল।

আহমদ মুসা তার তার দিকে রিভলবার তুলতেই বলল,'স্যার ঐ বাড়িতেই তাকে রাখা হয়েছে।'

'ঐ বাড়িতে এখন আর কে আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

লোকটি উত্তর না দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'দেখ, তোমাকে আমি মারব না। কিন্তু যদি মিথ্যা বল, তাহলে ওখান থেকে ফিরে এসে মিথ্যা বলার শাস্তি তোমাকে দেব।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার ওখানে আমাদের বস আছেন। তাঁর সাথে রক্সি। আর গেটম্যানসহ তিনজন প্রহরী।' বলল লোকটি।

'বস কে? রক্সি লোকটা কে?' আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার বস আমাদের অ্যালেক স্টিভেন্স। তিনি আমাদের ফিলাডেলাফিয়ার চীফ। আর রক্সি আমাদের অপারেশন টিম লিডার।’ বলল লোকটি।

‘এবার বল হাইম হাইকেলকে তোমরা কোথায় রেখেছ?’ বলেই আহমদ মুসা তার রিভলবার লোকটার মাথা তাক করল।

ভয়ে লোকটার মুখ পাংশু হয়ে গেল। বলল, ‘স্যার এটুকু জানি, কয়েকদিন আগে প্রাইভেট এক মানসিক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া আমরা আর কিছু জানি না স্যার। শুনেছি, টপ কয়েকজন বস ছাড়া আর কেউ জানে না সেই হাসপাতালের নাম ঠিকানা।’ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে কাতর কণ্ঠে বলল।

আহমদ মুসা তার কথা বিশ্বাস করল। বলল, ‘তুমি উঠ, তোমার সংজ্ঞাহীন সাথীকে নিয়ে চল সিঁড়ির পাশে ছোট ঘরটায়।’

লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ পালন করল। আহমদ মুসা দেখল ঘরটিতে কোন টেলিফোন নেই। দেখল তাদের সাথেও কোন মোবাইল নেই।

আহমদ মুসা পিছমোড়া করে ওদের হাত-পা বাঁধল এবং নাকে ওদের ক্লোরোফরম স্প্রে করে ওদের সংজ্ঞাহীন করল। তারপর ঘরটির দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে এবং বাড়িটার মূল গেটও লক করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ঠিক দুশ গজ দূরেই তিনতলা বাড়ি পেয়ে গেল আহমদ মুসা। বাড়িটিতে কোন নম্বর নেই।

বাড়িটার গেটে একজন প্রহরী গেট বক্সে বসে ছিল। আহমদ মুসাকে গেটের দিকে আসতে দেখে সে গেট বক্স থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল গেটে। আসার সময় সে তার সাব মেশিনগান হাতে করে নিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, ‘কি চাই, কাকে চাই আপনার?’

‘অ্যালেক স্টিভেন্স আমার বন্ধু। তিনি আমাকে ডেকেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম স্যার। কিন্তু স্যার আপনাকে একটু বসতে হবে। আমি স্যারকে বলি।’ বলে সে আহমদ মুসাকে নিয়ে এল গেট বক্সের পাশের ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে সে আহমদ মুসাকে বসাবার জন্যে একটা সোফা মুছে দিচ্ছিল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্লোরাফরম স্প্রে বের করে বলল, ‘স্যরি গেটম্যান, তোমাকে ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে থাকতে হবে।’

আহমদ মুসার কথা শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গেটম্যান।

কিন্তু সে কথার বলারও সুযোগ পেল না। আহমদ মুসা তার নাকে স্প্রে করল সে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই।

সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল গেটম্যান।

আহমদ মুসা তাকে তুলে সোফায় শুইয়ে দিল এবং দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। শুরুতেই বিশাল ড্রইংরুম। ড্রইংরুম থেকে উপর তলায় সিঁড়ি উঠে গেছে।

নিঃশব্দ বাড়ি।

কোন দিক থেকেই মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই।

তিন তলাই কি শেষ। না নিচে আন্ডার গ্রাউন্ডে আরও ফ্লোর আছে? আহমদ মুসা ভাবনায় পড়ে গেল। কোত্থকে কাজ শুরু করবে? উপরে গেলে নিচটা অরক্ষিত থাকে, আবার নিচে গেলে ওরা ওপর থেকে চলে যেতে পারে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে পিঠে ঝুলানো ব্যাগ থেকে সাউন্ড মনিটরের পার্টসগুলো বের করে সংযোজন করে নিল। যন্ত্রটি সাউন্ডের আল্ট্রা মনিটর। সিকি মাইল দূরত্ব পর্যন্ত এলাকার যে কোন শব্দ, যা দুগজ দূর থেকে মানুষ শুনতে পায়, এই যন্ত্র পরিষ্কারভাবে মনিটর করতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে মনিটরিং এলাকা কমিয়ে আনা যায় এবং শব্দ মনিটরের ক্ষেত্রেও সিলেকটিভ হওয়া যায়।

আহমদ মুসা ৫০ ফিট রেঞ্জ দিয়ে মনিটরটি অন করতেই নারী কণ্ঠ ও পুরুষ কণ্ঠের বাদানুবাদ ভেসে আসতে লাগল এবং সে শব্দগুলো আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের।

নারী কণ্ঠটি বারবারা ব্রাউনের তা শুনেই বুঝতে পারল।

আনন্দে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

মনিটরে শব্দের দিক নির্দেশক কাঁটা সিঁড়ির গোড়ার দিকে।

আহমদ মুসা এগুলো সিঁড়ির দিকে। ঠিক সিঁড়ির নিচে ৬ ফুটের মত একটা ল্যান্ডিং। ল্যান্ডিং থেকে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ি মুখটা উন্মুখক্ত কেন ভেবে পেল না আহমদ মুসা। হতে পারে অ্যালেক স্টিভেন্সের অতি আত্নবিশ্বাসই এর কারণ। খুশি হলো আহমদ মুসা বাড়তি এই সুবিধা পেয়ে।

দুহাতে রিভলবার নিয়ে অতি সন্তর্পনে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছতেই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটির একটা দৃশ্য তার নজরে এল। সে দেখতে পেল দক্ষিণ প্রান্তের একটা ঘরের সামনে সাব-মেশিনগান নিয়ে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটি দক্ষিণমুখী করিডোরটার মাথায়।

আহমদ মুসা যে সিড়িঁ দিয়ে নামছে, সেটার গোড়ায় লাউঞ্জ মত একটা বিরাট গোলাকার জায়গা। তার চারদিকে ঘিরে ঘর। লাউঞ্জ থেকে বিভিন্ন দিকে করিডোর চলে গেছে। সেরকম একটা পাশের এক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাব-মেশিনগানধারী প্রহরী দুজন।

আহমদ মুসা প্রহরীদের সর্ম্পকে কিছু ভেবে উঠার আগেই সে ওদের দুজনেরই নজরে পড়ে গেল। আর তখনই অসাধারণ ক্ষীপ্রতার সাথে তাদের সাব-মেশিনগানের ব্যারেল ঘুরে আসছিল তার দিকে।

আহমদ মুসা ওদের দেখার সাথে সাথে তার দুহাতের রিভলবারের নলও তাদের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত আহমদ মুসা এবার নিয়ে নিল। তার দুহাতের রিভলবার ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল।

গুলী খেয়ে ওরা দুজনই দরজার উপর পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা কয়েক লাফে সিঁড়ির অবশিষ্টটা অতিক্রম করে মেঝেয় নেমে এল। সেই একই দৌড়ে সে ছুটল ঘরটির দিকে।

৩৭ নম্বর বাসার ওদের তথ্য অনুসারে এখন অ্যালেক্স ও রক্সিই মাত্র অবশিষ্ট আছে। আহমদ মুসা ওদের দুজনকে এক সাথেই পেতে চায়। দুজন ভিন্ন অবস্থানে যাবার সুযোগ পেলে সে অসুবিধায় পড়তে পারে।

আহমদ মুসা দরজার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে ভাবল, তার মুখোমুখি হলে, বিপদে পড়লে ওরা মিস ব্রাউনকে ঢাল বানাতে পারে। সেই সুযোগ ওদের দেয়া যাবে না। আকস্মিকভাবে ওদের উপর চড়াও হতে হবে। ওরা অস্ত্র বাগিয়ে আছে নিশ্চয় এবং তারা দাঁড়িয়ে থাকাই স্বাভাবিক। সুতারাং দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গুলী করতে পারে। দেখতে হবে ওদের এই তাৎক্ষণিক গুলী যাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তাৎক্ষণিক গুলী না করে ওরা যদি টার্গেট ঠিক করতে যায়, তাহলে আহমদ মুসার দুই রিভলবারের গুলী তাদের সে সুযোগ দেবে না।

এইভাবে চিন্তা গুছিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে দৌড়ে গিয়ে দরজার পাশে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দুহাতের রিভলবারকে দরজার দিকে উদ্যত রেখে দেহকে ছুঁড়ে দিল দরজায় পড়ে থাকা দুটি লাশের পেছনে। তার দেহের বাম পাঁজর গিয়ে মাটিতে পড়ল।

তার দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই এক ঝাঁক গুলী চলে গেল তার তিন ফিট উপর দিয়ে।

মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই আহমদ মুসার দুই তর্জনী ট্রিগার টিপল দুই রিভরবারের।

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্সি। তাদের পেছনে বলতে গেলে মাটি কামড়ে শুয়েছিল বারবারা ব্রাউন।

আহমদ মুসা নিক্ষিপ্ত দুগুলীর একটি গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল অ্যালেক স্টিভেন্সের বুকে, অন্যটি মাথা গুড়িয়ে দিয়েছিল রক্সির।

নতুন টার্গেট লক্ষ্যে ওরা সাব-মেশিনগানের ব্যারেল নামিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু টার্গেটে গুলী করার সুযোগ তারা আর পেল না।

দুজনের লাশ গিয়ে বারবারা ব্রাউনের পাশেই পড়েছে।

আতংকিত বারবারা ব্রাউন উঠে দাঁড়িয়ে লাশের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। কাঁপছে সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

বারবারা ব্রাউনের উপর চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল সে। তাড়াতাড়ি সে নিজের জ্যাকেটটি খুলে না তাকিয়েই ছুড়ে দিল বারবারা ব্রাউনের দিকে। বলল, 'আপনি তো ঠিক আছেন মিস ব্রাউন?'

বারবারা ব্রাউন দুহাত দিয়ে তার দেহের প্রায় নগ্ন উর্ধদেশ ঢাকার ব্যার্থ চেষ্টা করছিল। সে আহমদ মুসার ছুঁড়ে দেয়া জ্যাকেটটি কুড়িয়ে নিল। পরে ফেলল দ্রুত। তারপর বলল, 'ভাল ছিলাম বলতে পারব না। তবে আপনি পৌঁছতে আর কয়েক মিনিট দেরি করলে আমার এক মৃত্যু ঘটত। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বারবারা ব্রাউন। কাঁদতে কাঁদতেই সে বাধো বাধো গলায় বলল,'আপনি মানুষ নন, ফেরেশতা মি. দানিয়েল। আপনি ঠিক সময় এসেছেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও বোন। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।' বলল আহমদ মুসা। দ্রুত ঘরে ঢুকে অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্সিকে সার্চ করল। মানিব্যাগ ছাড়া পকেটে আর কিছুই পেল না। মানিব্যাগে টাকা পয়সা ছাড়া আর কোন কাগজপ্রত্র নেই।

টাকা ভর্তি মানিব্যাগগুলো ওদের পকেটে আবার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এস মিস ব্রাউন, বাড়িটাকেও একবার সার্চ করে দেখি।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল বারবারা ব্রাউন।

৫

নিউইয়র্ক রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদের বাসভবন। ভেতরের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে বসে গল্প করছে আয়াজ ইয়াহুদ, মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ ও বারবারা ব্রাউন।

বারবারা ব্রাউন কথা বলছিল। সে থামতেই হেসে মুখ খুলল নুমা ইয়াহুদ। কিন্তু তার আগেই আয়াজ ইয়াহুদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আটটা বাজছে। বুঝতে পারছি না মি. দানিয়েল এখনও পৌঁছল না কেন। এ বেঠকের সেই আয়োজক। সে দেরি করার ছেলে নয়।'

'স্যরি আব্বা তোমাকে জানানো হয়নি। বিকেল ৫টায় তিনি টেলিফোন করেছিলেন। কি এক কাজে তিনি আটকে পড়েছেন। তাঁর কিছু দেরি হবে আসতে। তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'কিন্তু তার বন্ধু দুজন শুনলাম সন্ধ্যায় আসবে।' আয়াজ ইয়াহুদ বলল আবার।

'হ্যাঁ ওদের সাথে আমার দেখা হয়েছে আব্বা। আমি ওদেরকে শহরের কয়েক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের সিডিউলে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিছুটা দেরি হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

আয়াজ ইয়াহুদ সোফায় হেলান দিয়ে একটু রিল্যাক্স করে বসল। একটু চোখ বুঝল। তারপর ধীরে ধীরে অনেকটা স্বগত কন্ঠে বলল, দানিয়েল ছেলেটাকে যতই দেখছি বিস্ময় বাড়ছে। হাইম বেঞ্জামিনের কাছ থেকে বারবারা ব্রাউনের উদ্ধার কাহিণীসহ ওখানকার কাহিনীও শুনলাম। আমি ভেবে পাচ্ছি না, হাইম হাইকেলের সাহায্যে এমন একটা বিস্ময়কর চরিত্রের আর্বিভাব কি করে ঘটল। কেন ঘটল? গত কয়েক দিনে এই এক মানুষ বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। হাইম হাইকেলের গোটা ব্যাপার অন্ধকার থেকে আলোতে এসে গেছে।'

‘ঠিক বলেছেন আংকেল, কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি বিস্ময়কর ধরনের নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। পেশাদার শীর্ষ গোয়েন্দাও আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন মানুষ আমি দেখিনি। আপনাকে তো সব বলেছি। বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধারের সাংঘাতিক কাজ তার ছেলে-খেলার মতই সহজ ছিল।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘ছেলে-খেলা বলছ বেঞ্জামিন! উনি সেখানে জীবন নিয়ে খেলেছেন। সাব মেশিনগানসহ দুপ্রহরীকে হত্যা করার পর উনি দুহাতে রিভলবার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দরজায়। তাঁর উপর দিয়ে দুই সাব মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলী ছুটে গিয়েছিল। উনি তখন মাটিতে। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েই তিনি তার দুরিভলবারের গুলীতে হত্যা করেছিলেন অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্সীকে। তিনি গুলী করতে দেরি করলে কিংবা তাঁর গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত ওদের গুলীতে। অন্যদিকে ঠিকমত ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলেও তিনি ঝাঁঝরা হয়ে যেতেন। একটি মেয়ে যে তার কেউ নয় তাকে উদ্ধারের জন্যে এইভাবে তিনি মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা!’ বলল বারবারা ব্রাউন। তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

‘তুমি ঠিক বলেছ বারবারা ব্রাউন। আমি ছেলে-খেলা বলছি এই অর্থে যে, জীবন-মৃত্যুর এই লড়াই তার কাছে খেলার মত যেন।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

সোজা হয়ে বসেছিল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল,‘মা নুমা, দানিয়েল সম্পর্কে কি এক শ্বাসরুদ্ধকর খবর আছে তোমার কাছে বলেছিলে! সেটা তো বলনি!’

নুমা ইয়াহুদের দুই ঠোঁট ভরা হাসি। চোখ দুটি তার অস্বাভাবিক উজ্জল। বলল, ‘হ্যাঁ বাবা, খবরটা শ্বাসরুদ্ধকর। কিন্তু কিভাবে বলব, কোথা থেকে বলব তাই বলা হয়নি।’

‘তার কোন খারাপ দিক নয়তো নুমা? হলে না বলাই ভাল।’ বলল বারবারা ব্রাউন শান্ত কন্ঠে।

‘না সেরকম তো নয়ই।’ বলে একটু থামল নুমা ইয়াহুদ। তারপর বলল। ‘বলব কিন্তু মি. দানিয়েলকে কেউ কিছু জানাতে পারবে না।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘ঠিক আছে। অব্যশই আমরা বলব না।’ প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল সকলে।

নুমা ইয়াহুদ একটু ভেবে নিল। তারপর বলতে শুরু করল, 'বিখ্যাত জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসন আমার বন্ধু। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মিলিত যে স্টুডেন্ট ডেলিগেশন বছর দেড়েক আগে ইউরোপ সফর করেছিল, আমি ও সারা তার সদস্য ছিলাম। সেই থেকে আমাদের সবসময় যোগাযোগ আছে। সে আমার বাসায় এসেছে, আমিও তার বাসায় গেছি। গতকাল সে আমাকে টেলিফোন করে। বলে যে, সে আসছে উইক এন্ডে, সে নিউইয়র্ক আসবে এবং আমার এখানে উঠবে। আমি তাকে ওয়েলকাম করে আংকেল হাইম হাইকেলকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে, আইজ্যাক দানিয়েল নামের লোক যা করেছে, তা বিস্তারিত তাকে বলি। সে আগ্রহের সাথে সব শোনে। আর সে আইজ্যাক দানিয়েল সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে অনেক প্রশ্ন করে। তারপর বলে, তুমি যে কাজের বর্ণনা দিলে এবং যে স্বভাব ও চেহারার বর্ণনা দিলে, তাতে আমি নিশ্চিত বলছি, উনি আইজ্যাক দানিয়েল নন।' আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তাহলে উনি কে? তুমি কি আইজ্যাক দানিয়েলকে চেন।' সারা বলে যে আইজ্যাক দানিয়েল নামের কোন লোককে সে চেনে না। আমি বলি, তাহলে কেমন করে বলছ, আইজ্যাক দানিয়েল নন তিনি? উত্তরে সারা বলে, তোমার সব বর্ণনা, বিবরণ আর একজনের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 'সে কে?' সারা বলে যে, যে কারণে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, সে কারণে তার নাম প্রকাশ ঠিক হবে না।' আমি বলি যে, আমরা এবং হাইম পরিবার তার সাথে আছি এবং তাকে সাহায্য করছি। আমাদের কাছে তার পরিচয় বলা যাবে না কেন? তথ্যটা আমাদের ও হাইম পরিবারের বাইরে যাবে না এই শর্তে তিনি আইজ্যাক দানিয়েলের নাম ও পরিচয় বললেন। শেষে সারা কয়েকটা আইডেনটিফিকেশন মার্কের কথা বললেন। বললেন যে, তাঁর ঠোঁটের দুপ্রান্তে দুটি নীলাভ তিল আছে এবং ডান হাতের কনুই-এর নিচে প্রায় গোলাকার লালচে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। গতকাল মি. দানিয়েল আমাদের বাসায় আসেন, তখন তার হাত-মুখ ধোবার সময় আমি চেষ্টা করে তার ঠোঁটের তিল এবং কনুই-এর নিচের ক্ষতিচিহ্নটা দেখেছি। সুতারাং সারা আন্দাজে যা বলেছিলেন তা একশতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর............।'

‘মা নুমা, তুমি কি আমাদের ধৈর্য্যের টেস্ট নিচ্ছ? আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তুমি তার নাম পরিচয় বল। তারপর অন্য কথা।’ নুমা ইয়াহুদকে থামিয়ে বলে উঠল তার পিতা আয়াজ ইয়াহুদ।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘পরিচয় বলতে হবে না আব্বা। নামেই তার পরিচয়।’

‘আবার কথা নুমা.........।’ অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

গম্ভীর হলো নুমা। বলল, ‘আব্বা, আমাদের আইজ্যাক দানিয়েল হলেন মুসলমানদের সৌভাগ্যের বরপুত্র এবং মেজরিটি মার্কিনীদের কাছে যিনি নতুন সেভিয়ার............।’

‘তার মানে ‘আহমদ মুসা’ তিনি!’ নুমা ইয়াহুদের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল বারবারা ব্রাউন।

‘হ্যাঁ বারবারা। আহমদ মুসাই তোমাকে উদ্ধার করেছে।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

সোফায় সোজা হয়ে বসে আছেন আয়াজ ইয়াহুদ। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। তাদের চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়।

তারা কেউই কথা বলল না। কথা বলতে পারল না।

ধীরে ধীরে সোফায় হেলান দিল আয়াজ ইয়াহুদ এবং এক সময় আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়ল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন।

তখনও কেউ কথা বলেনি।

কোন ভাবনার গভীরে তারা যেন হারিয়ে গেছে।

এক সময় ক্লান্ত সুরে স্বগত কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘আমরা যাকে ইহুদীদের শত্রু ভাবছি, সেই আহমদ মুসা এসেছেন গোঁড়া ইহুদী হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করতে তাদের হাত থেকে যারা ইহুদীদের পক্ষের শক্তি! সেই আহমদ মুসাই ইহুদীদের এক নিবেদিত কর্মী বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধার করলেন ধর্ষিত ও নিহত হওয়ার চরম পরিণিতি থেকে সেই তাদেরই হাত থেকে যারা ইহুদীদের শক্তি! এবং আমরা নিষ্ঠাবান ইহুদীরা সাহায্য করছি আহমদ মুসাকেই!’

থামল আয়াজ ইয়াহুদের স্বগত কণ্ঠ।

পিতা থামতেই নুমা ইয়াহুদ বলল, 'আব্বা, ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান ইহুদীরা এর আগেও আহমদ মুসাকে সাহায্য করেছে। ডা. বেগিন বারাকের মত সৎ, সজ্জন ও বিখ্যাত ইহুদী ব্যক্তিত্ব সাহায্য করেছেন আহমদ মুসাকে ইহুদী পক্ষের জেনারেল শ্যারনদের বিরুদ্ধে। আবার ইয়াহুদীদের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মী নোয়ান নাবিলা সম্পূর্ণভাবে নিজ পক্ষের বিরুদ্ধে গিয়ে নিউ হারমান হত্যাকান্ডের মুখোশ উন্মোচন করে শুধু আহমদ মুসা ও আমেরিকান মুসলমানদেরই বাঁচিয়ে দেয়নি, জেলে পুরেছেন নিজ পক্ষের জেনারেল শ্যারনদেরকে এবং কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আমেরিকান ইহুদীবাদীদের। আব্বা আমি মনে করি, আহমদ মুসা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী ও শান্তিবাদীদেরই সেভিয়ার নন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মপ্রাণ ইহুদীদেরও রক্ষা করেছেন ইহুদীবাদীদের হাত থেকে। জেনারেল শ্যারন ও আজর ওয়াইজম্যানদের রাজনৈতিক ইহুদীবাদ এবং আমাদের তাওরাতভিত্তিক ইহুদী ধর্ম এক নয় আব্বা। বলতে পারি, মেজরিটি ইহুদীর সমর্থনও তাদের পেছনে নেই।'

থামল নুমা ইয়াহুদ।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলে উঠল বারবারা ব্রাউন, 'ঠিক বলেছ নুমা, লস আলামসের ইহুদীবাদী গোয়েন্দাবৃত্তি ধরা পড়া এবং নিউ হারমানের হত্যাকান্ডের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী কম্যুনিটির প্রায় ৯০ ভাগ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন জেনারেল শ্যারনের ইহুদীবাদী সংগঠনের সাথে তাদের নিসম্পর্কতার ঘোষণা দেয় এবং ইহুদীবাদীদের নিন্দা করে। তখন দেশব্যাপী বহু চেষ্টা করেও সেসব সংগঠনকে আমরা নিরপেক্ষ ও নিরব রাখতেও সমর্থ হইনি।'

'হাইম হাইকেলকে আটকে রাখাও তো ওদের একটা ক্রাইম।' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'অবশ্যই আব্বা। ওদের যদি ক্রিমিনাল না বলি, তাহলে ক্রিমিনাল বলতে হবে হাইম হাইকেল আংকেলকেই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাঁর মত নির্লোভ ও স্বার্থত্যাগী দেশ ও জাতির সাথে কোন ক্রাইম করতে পারেন না। জীবন থাকতে জাতির জন্যে ক্ষতিকর কিছু করতে পারেন না।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘তাহলে হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের জন্যে আমরা যে আহমদ মুসাকে সাহায্য করছি এবং সাহায্য নিচ্ছি, এটা ঠিক আছে?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘অবশ্যই আব্বা। আমাদের মনে করা উচিত যে, ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যে। দেশের কারো কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাব না বলেই ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করেছেন।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘তোমার এ কথার মধ্যে দিয়ে কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে নুমা।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘না আব্বা, এর দ্বারা আমি দেশের মানুষের ইনাবিলিটি বা অসহায় অবস্থার দিকে অংগুলি সংকেত করছি। এই ইনাবিলিটি বা অসহায়ত্বের কারণেই যুগ যুগ ধরে চলা ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র ধরতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কত তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা তার মূলোচ্ছেদ করলেন।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, একটু দ্বিধায় পড়েছিলাম। তোমার কথায় সাহস পেলাম মা। সত্যিই আমরা কোন অন্যায় করছি না এবং যা করা উচিত তাই করছি। তোমকে ধন্যবাদ নুমা।’

‘আংকেল, শ্রদ্ধেয় হাইম হাইকেল ও তাঁর পরিবার এবং আমাদের সাথে ওরা যে আচরণ করেছে, সেটাই প্রমাণ করছে ওরা কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে যুক্ত আছে। ষড়যন্ত্রের সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা কোন নীতি-নৈতিকতার ধার ধারছে না। ধর্ম, মানবতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের লক্ষ্যের বাস্তবায়ন চায়। সুতরাং তারা ধর্ম ও জাতির কল্যাণে কিছু করছে না।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘ঠিক মা। হাইম হাইকেলকে তারা কিডন্যাপ করার পর আমাদের সাথে তাদের আচরণও তুমি যা বলেছ তাই প্রমাণ করে। রীতিমত সন্ত্রাসী আচরণ করেছে ওরা আমাদের সাথে।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

‘নুমা, আহমদ মুসা সম্পর্কে মিস সারা জেফারসনের মনোভাব কেমন বুঝলে?’ জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল এক বাক্যে জবাবটা হলো, পূজ্যের প্রতি পূজারীর মনোভাব যেমন।’

‘উদাহারণটা বড় বেশি আকাশ-চারী হয়ে গেল না কি?’ বলল বারবারা ব্রাউন।

আবার হাসলো নুমা ইয়াহুদ। বলল,‘তুমি যদি শুনতে ‘আহমদ মুসা’ নামটি সারা জেফারসন কেমন সংকোচ, সম্মান, সংবেদনশীল কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, তাহলে আকাশ-চারী হওয়ার কথা তুমি বলতে না। তাছাড়া বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সারা জেফারসন বলেছে, নিজের উপর আমার যতটা বিশ্বাস আছে, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস আছে আমার ওর উপর। জেফারসন পরিবারের গৌরবদীপ্ত একটি মেয়ে এবং আমেরিকার শ্রেষ্ট ছাত্র প্রতিভা সারা জেফারসন কোন অবস্থায় এ ধরনের এ উক্তি করতে পারে বলত?’

নুমা ইয়াহুদ থামতেই কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল বারবারা ব্রাউন। এ সময় সিকিউরিটির দুজন লোক কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে প্রবেশ করল।

উঠে দাঁড়াল নুমা ইয়াহুদ। ওদের স্বাগত জানাল এবং তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আব্বা এঁরাই আইজ্যাক দানিয়েলের বন্ধু।’

সবাই উঠে দাঁড়াল।

নুমা ইয়াহুদ কামাল সুলাইমানকে দেখিয়ে বলল, ‘আব্বা, ইনি আলফ্রেড স্মিথ।’ আর বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, আর ইনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক আমর আব্রাহাম।’

‘ওয়েলকাম ইয়ংম্যান। তোমাদের বন্ধু আইজ্যাক দানিয়েল খুবই ভাল মানুষ, খুবই কাজের মানুষ। খুব খুশি হলাম তোমাদের পেয়ে।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমরা বন্ধুর কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনার মূল্যবান সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞ।’ কামাল সুলাইমান বলল।

একটু ভ্রু কুঁচকিয়ে মিষ্টি হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘ইয়ংম্যান, তোমার বন্ধুকে সহযোগিতা করছি, না তোমার বন্ধুই আমাদের সহযোগিতা দিচ্ছেন আমাদের লোককে উদ্ধারের জন্য?’

ধরা পড়ে যাবার মত একটু চমকে উঠেছিল কামাল সুলাইমান। তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যার দুটোই ঠিক। তবে সহযোগিতার জন্য আমাদের বন্ধুই তো প্রথম আপনার সাথে দেখা করে।'

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, 'তার মানে তুমি তোমার কথার উপরই দাঁড়িয়ে থাকলে!

হাসল কামাল সুলাইমানও। বলল, 'আমি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি মাত্র স্যার। মিথ্যা নিশ্চয়ই বলিনি।

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল এক সময়, 'মিথ্যা কথা তুমি নিশ্চয় বল না। বলত আইজ্যাক দানিয়েলের আসল নাম কি? 'আহমদ মুসা' কিনা?'

সন্দেহ ও কঠোরতায় ঢেকে গেল কামাল সুলাইমানের মুখ। তার ডান হাত তার অজ্ঞাতসারেই প্রবেশ করে চেপে ধরল রিভলবারের বাট। বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখেও সন্দেহ ও বিস্ময়।

হেসে উঠল নুমা ইয়াহুদ। বলল, 'মি. আলফ্রেড স্মিথ, রিভলবার বের করার দরকার নেই। আমরা আইজ্যাক দানিয়েলকে নয়, আহমদ মুসাকে চাই। হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসাকে প্রয়োজন। আর মি. আমর আব্রাহাম আপনার সন্দেহ-বিস্ময়ের কোন প্রয়োজন নেই।'

একরাশ নতুন বিস্ময় এবার কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ দুজনের চোখে মুখে। বলল কামাল সুলাইমান, আপনাদের সাথে নাটকীয়তার যুক্তি আছে। কিন্তু আহমদ মুসা ভাই আমাদের অন্ধকারে রাখার কারণ বুঝতে পারছি না।'

'মি আহমদ মুসা নিজেই এখনও অন্ধকারে আছেন। তিনি আহমদ মুসা এটা আমরা জেনে ফেলেছি তা তিনি জানেন না।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আপনারা জানলেন কি করে?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

আমার বন্ধু সারা জেফারসনের কাছ থেকে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল বুমেদীন বিল্লাহ। কিন্তু তার আগেই নুমা ইয়াহুদ আবার বলল, ‘এবার মি. স্মিথ আপনার সম্পর্কে সত্য কথা বলুন। আর মি. আমর আব্রাহাম আপনার সুন্দর আরবীয় চেহারার পরিচয়টাও এবার দিন।’

‘আইজ্যাক দানিয়েল ‘আহমদ মুসা’ হলে আলফ্রেড স্মিথকে ‘কামাল সুলাইমান’ হতে হবে।’ আর সুন্দর আরবীয় চেহারা তার পরিচয় নিজে দেবে। হেসে বলল কামাল সুলাইমান।

‘আমেরিকার আসার আগে আটলান্টিকের ওপারে যে নামটা রেখে এসেছি, তা মনে পড়ছে না এখন। কারণ কখনও ভাবিনি যে, পুরানো নামটা দরকার পড়বে।’ বুমেদীন বিল্লাহ বলল গম্ভীর কণ্ঠে।

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, ‘সাংবাদিকরা জবাব শুনতে অভ্যস্ত, জবাব দিতে নয়। আমিই বলছি। ওঁর নাম,‘বুমেদীন বিল্লাহ।’ জন্ম আলজিরিয়ায়। স্থায়ী নিবাস ফ্রান্সে। লা’মন্ডের সাংবাদিক।’

‘তার মানে ‘স্পুটনিক’ ও ‘সাও তোরাহ’-এর উপর যে চাঞ্চলকর রিপোর্ট করেছিলেন, ইনি সেই বুমেদীন বিল্লাহ?’ বিস্ময়ের সাথে বলল নুমা ইয়াহুদ।

‘আপনি রিপোর্টগুলো পড়েছেন?’ জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

‘হ্যা ইন্টারনেটে পড়েছি।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

একটু থেমে নুমা ইয়াহুদ আবার বলে উঠল,‘মি. বিল্লাহ, নামের মত সাংবাদিকতাকেও তো আটলান্টিকের ওপারে রেখে আসেননি?’ মুখে হাসি নুমা ইয়াহুদের।

‘সাংবাদিকতা করতে নাম লাগে না। নিউজে নাম না থাকলেও চলে। সুতারাং ওটা রেখে আসার দরকার হয়নি।’ বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

‘যাক বাঁচা গেল।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

কি বাঁচা গেল?’ জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

‘শিক্ষানবীস হয়ে ওঁর পেছনে ঘোরার একটা সুযোগ হয়ে গেল। সাংবাদিকতা করা ও লেখা আমার শখ। এখন...........।’

কথা শেষ করতে পারল না নুমা ইয়াহুদ। দরজায় নক করেই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। তার হাতের মোবাইল কানে ধরে রাখা। কথা বলছে সে।

আহমদ মুসা রুমে প্রবেশ করে হাত তুলে ইংগিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল। চলছিল তার কথোপকথনঃ

'জি জনাব আমি উদগ্রীব আছি রেজাল্টটা জানার জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই পথে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যায়নি। সরকারী বেসরকারী কোন হাসপাতাল-ক্লিনিকেই ঐ নামের লোক ভর্তি নেই। এমনকি দুচার বেডের ডিসপেন্সারীও আমরা চেক করেছি। ঐ নামের লোকের সন্ধান পাইনি। হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডিসপেন্সারী থেকে মানসিক চিকিৎসা সেবা নিয়েছে এমন তালিকাও আমরা চেক করেছি। কিন্তু কোথাও ঐ নামের লোক পাওয়া যায়নি। পরে আমি মি. ডবল এইচের ফটো ইন্টারনেটে আমাদের গোটা নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এতে ফল পাওয়া গেছে। তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা আমি তোমাকে টেলিফোনে এইভাবে বলব না। তোমার মোবাইলেই তুমি আজই একটা কোড-মেসেজ পেয়ে যাবে।' বলল ওপার থেকে।

'আপনাকে অসংখ্যা ধন্যবাদ জনাব। আমার জন্য আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ জনাব।'

'এত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা কেন? কাজটা আমাদের। আমাদের করা উচিত ছিল। তুমি আমাদের কাজ করে দিচ্ছ। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা তো আমরা তোমাকে জানাব।'

'কিন্তু এই কাজটা আপনারা করলেন না, করছেন না কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি হেড কোয়ার্টার থেকে সুযোগমতই কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি বিষয়টাকে টেক আপ করার পর আমরাও কাজটা তোমাকেই দিয়ে

দিয়েছি। আমরা যদি তাঁকে উদ্ধার করি তাহলে তুমি যা চাও তা তোমার পাওয়া কঠিন হতো।’ টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে বলল।

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ জনাব। বলল আহমদ মুসা।

‘সারা জেফারসনের সাথে তো আপনার যোগাযোগ হয়নি।’

‘জি না জনাব। সুযোগ হয়নি। আর আমি জানি না সে কোথায়। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?’

‘তোমার আগে সে আমাকে কয়েকদিন আগে টেলিফোন করে। তার কাছে জানতে পারি তুমি কি করছ। সে আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন এই বিপদজনক মিশনে তোমাকে ফলো করি।’

‘কিন্তু সে কি করে জানল?’

‘আমি জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু তুমি আমেরিকায় এসেছ। তার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল।’

‘আমি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম জনাব।

‘ওকে, ইয়ংম্যান। এখনকার মত এটুকুই। ঠিকানা পাওয়ার পর তুমি কি করছ, প্রয়োজন হলে আমাকে জানিও। সালাম।’

‘সালাম, জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার মোবাইল বন্ধ করেই বলল, ‘স্যরি টু অল। খুব জরুরি টেলিফোন ছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলাও সম্ভব ছিল না।’

‘আমাদের লজ্জা দিবেন না আহমদ মুসা। আপনার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমরাই দুঃখিত যে, আপনি কথা বলতেই নিশ্চয়ই অসুবিধা বোধ করেছেন।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

আয়াজ ইয়াহুদের মুখে নিজের নাম শুনে বিস্ময়ে তার চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সে প্রথমেই চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে তাকাল কামাল সুলাইমানদের দিকে।

সুলাইমান কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল। কিন্তু তার আগেই নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, ‘এক্সলিন্সি আহমদ মুসা, মি. কামাল সুলাইমানদের কাছ থেকে

আপনার পরিচয় আমরা পাইনি। আপনার পরিচয় আমরা জেনেছি অন্যসূত্রে।' হেসে বলল নুমা ইয়াহুদ।

'কার কাছ থেকে জেনেছেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদকে।

'জবাবটা কি এখনি প্রয়োজন এক্সেলেন্সি?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'এজন্যে প্রয়োজন যে, আমার পরিচয়টা কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে তা জানার উপর আমার সামনে এগুনো নির্ভর করছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সে ধরনের কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই এক্সিলেন্সি আহমদ মুসা। বিষয়টা আমি জেনেছি জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসনের কাছ থেকে। সে আমার বন্ধু। এক্সেলেন্সি আসার পর থেকে হাইম হাইকেলের ঘটনা নিয়ে যা ঘটেছে তা আমি জেফারসনকে বলেছিলাম। সব শোনার পর সে বোধ হয় নিশ্চিত হয়েছিল যে, আমরা এক্সিলেন্সির পক্ষের শক্তি। তখন সে এক্সিলেন্সির পরিচয় আমাদের দিয়েছিল।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'কিন্তু এসব ঘটনার সাথে আহমদ মুসা জড়িত, এটা সারা জেফারসন জানল কি করে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, 'সারা সব শোনার পর বলেছিল, এই কাজ, এই ধরনের আচরণ এবং এই চেহারা দুনিয়াতে একজনেরই হতে পারে। পরে আলোচনা শেষে নামটাও বলেছিলেন। আজ সকালেও তার সাথে আমি কথা বলেছি। কথায় কথায় সে আজ বলল, ওঁর পরিচয় তোমাদের দিয়েছি এজন্যে যে, ওঁর দিকে তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যিনি সবার জন্য ভাবেন, নিজের জন্যে ভাবার অবসর তার থাকে না। তাই তার জন্য সবাইকে ভাবতেই হবে। তবে আজ একটা খারাপ খবরও দিয়েছে। এ সপ্তাহেই তার নিউইয়র্ক আসার কথা তার অফিসের এক কাজ নিয়ে। কিন্তু আজ জানালেন, তোমরা এখন সাংঘাতিক ব্যস্ত। এখন আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি না।'

থামল নুমা ইয়াহুদ।

নুমা ইয়াহুদ থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনার পরিচয় আমাদের সীমাহীন আনন্দ দিয়েছে শুধু নয়, বুকে আমরা সাহস

ফিরে পেয়েছি এবং অপার স্বস্তি লাভ করেছি। বিনা অষুধেই মনে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেসার এখন স্বাভাবিক। অন্য সবার অনুভূতিও আমার মতই। সুতারাং আপনার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

'আর আপনি নিশ্চিত থাকুন আহমদ মুসা। আপনার এই পরিচয় এখানে উপস্থিত চারজন ছাড়া বাইরে যাবে না।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন কেন হঠাৎ? আর নুমার কাছে হঠাৎ 'এক্সিলেন্সি' হয়ে গেলাম কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমি আইজ্যাক দানিয়েলকে 'তুমি' বলেছি, আহমদ মুসাকে নয়। সুতরাং আহমদ মুসার ক্ষেত্রেই নতুন সম্বোধন হবে।' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

নুমা ইয়াহুদও বলল, 'আমারও এটাই জবাব। কিন্তু আমাকে আপনার আপনি সম্বোধন চলে না। আপনি বদলেছেন, আর আমি সে নুমাই আছি।'

'ঠিক আছে, আইজ্যাক দানিয়েল ইহুদী বলে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আপনারা। কিন্তু এখন আহমদ মুসা সেই ট্রিটমেন্ট পেতে পারে না! যাক, এখন আসুন আমরা কাজের আলোচনায় আসি।' বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা কথা বলা শুরু করতে যাচ্ছিল।

ওদিকে আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আয়াজ ইয়াহুদ তার আসন থেকে এক লাফে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'দেখ, আমাদের বিস্মিত করেছ, মুগ্ধ করেছ, আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ তুমি, আইজ্যাক দানিয়েল নামটা নয়। কিন্তু তোমার নতুন পরিচয় হঠাৎ তোমাকে সন্তানের আসন থেকে তুলে নিয়ে মাথায় বসাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি মাথা নয় বুক পছন্দ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি মাথা থেকে নেমে কিন্তু আরও বেশি মাথায় উঠলে আমাদের।' আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে আয়াজ ইয়াহুদের কণ্ঠ।

আয়াজ ইয়াহুদের আবেগাপ্লুত কণ্ঠ গোঠা পরিবেশকেই ভারী করে তুলেছে। নুমা ইয়াহুদের চোখের দুকোণায় অশ্রু চিক চিক করছে। বারবারা ব্রাউন ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করেছে। একটা উচ্ছাস সে দমন করতে চেষ্টা করছে। আর

হাইম বেঞ্জামিনের উজ্জ্বল চোখ সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে তার সিটে বসিয়ে ফিরে গেল আসনে। বলল,'হ্যাঁ আহমদ মুসা তোমার কাজের কথা শুরু কর। কিন্তু তার আগে বল, ঐ জরুরি টেলিফোনটা কার ছিল? আলোচনা শুনে বুঝা গেল হাইম হাইকেলের বিষয় নিয়েই তোমরা কথা বলেছ।' 'জি, আমরা ড. হাইম হাইকেলের বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি। টেলিফোনটা করেছিলেন ওয়াশিংটন থেকে FBI-এর প্রধান জর্জ আব্রাহাম। তিনি...........।

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই বলে উঠল আয়াজ ইয়াহুদ, 'FBI-এর চীফকে তুমি চেন? তিনি চেনেন তোমাকে?

'জি হ্যাঁ, তিনি আমাকে তাঁর ছেলের মতই স্নেহ করেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন আব্বা, 'লস আলামোস' ও নিউ হারম্যান' ঘটনার পর এ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো পড়নি? ওতেই তো আছে, গোয়েন্দা, সেনাবাহিনী, এমনকি রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে তার যোগাযোগ ও তাঁদের সাথে সহযোগিতা বিনিময়ের কথা।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'ঠিক ঠিক নুমা। পড়েছি আমি স্টোরিগুলো। কিন্তু আহমদ মুসা বুঝতে পারছি না, ওরা থাকতে ওদের সহযোগিতা না নিয়ে একা এইভাবে লড়তে এসেছ কেন?' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সাহায্য নিতে গেলে বিষয়টা জানাজানি হয়ে যাবে। কারণ গোয়েন্দা ও পুলিশের মধ্যে ঐ শত্রু পক্ষের লোকও আছে। আর যদি ওরা জানতে পারে, তাহলে ওরা ধরা পড়ার আগে হাইম হাইকেলকে খুনও করতে পারে। এজন্যেই আমরা একা, নিরিবিলি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শত্রুদের যতদূর সম্ভব জানতে না দিয়ে আমরা তার উপর চড়াও হতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা ধরা পড়ার আগে হাইম হাইকেলকে খুন করতে পারে।’ এই কথা শুনে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন দুজনেরই মুখ উদ্বেগে চুপসে গিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসার শেষ কথা শুনে তাদের মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। এক যুগ পরের কথা তুমি এক যুগ আগেই চিন্তা করতে পার। তুমি যা চিন্তা করেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই।

আহমদ মুসা সোফায় একটু গা এলিয়ে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল আবার। আয়াজ ইয়াহুদ থামতেই আহমদ মুসা বলতে শুরু করল, ‘একটা সুখবর এবং অত্যন্ত গোপন খবর হলো, ‘হাইম হাইকেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমি জর্জ আব্রাহামকে অনুরোধ করেছিলাম, তার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা দিয়ে এবং কম্পিউটার রেকর্ড মনিটর করার মাধ্যমে দেশের সব মানসিক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে হাইম হাইকেলের খোঁজ নিতে। কিন্তু ঐ নামের কাউকে হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। শেষে তিনি ফটো সরবরাহের মাধ্যমে খোঁজ করেছেন। সফল হয়েছেন। আজই আমি পেয়ে যাচ্ছি ঠিকানা। তারপরেই বেরুতে হবে অভিযানে।’

সকলের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আনন্দ-উদ্বেগ ঠিকরে পড়েছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মুখ থেকে। হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, পুলিশের সাহায্য নিয়ে তো আপনি আরও দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন!’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কিন্তু বললাম তো, পুলিশ জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা জানতে পারবে, এ ভয়ে আছে। জানতে পারলে হয় তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলবে ওরা, নয়তো মেরেও ফেলতে পারে। এজন্যেই ওপথে যাওয়া যাবে না।’

‘স্যরি স্যার। আমার কথা প্রত্যাহার করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। নিউইয়র্ক, ফিলাডেলাফিয়ার অধিকাংশ পুলিশকেই আন্তরিক পাওয়া যায়নি। সবাই মিলে এই ঘটনাকে চাপা দিচ্ছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।’ বলল কম্পিত কণ্ঠে হাইম বেঞ্জামিন।

‘ধন্যবাদ বেঞ্জামিন।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু নিরবতা।

পরক্ষণেই নিরবতা ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইনি আহমদ মুসা। হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করার জন্যে আহমদ মুসার আগমন কেন? এখানে দ্বন্দ্বটা ইহুদী ইহুদীতে!’

‘না এখানে দ্বন্দ্বটা ষড়যন্ত্রের সাথে সত্যের।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দ্বন্দ্বের বিষয়টাকে তুমি ঠিকই ধরেছ। কিন্তু ষড়যন্ত্রের দুটি পক্ষই ইহুদী।’

‘কিন্তু তাতে কি? ইহুদীদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার বিরোধ ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে। তারা ছাড়া সকলের সাথেই আমার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা বিরোধের ব্যাপারটাই জানতে চাচ্ছি। তারা হাইম হাইকেলকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে শুধু এটা কি? আমি মনে করি এটা নয়। কারণ এমন কিডন্যাপ ও আটকের ঘটনা আমেরিকায় অসংখ্যা হয়েছে, হচ্ছে। সত্য ও ষড়যন্ত্রের লড়াইও হচ্ছে। কিন্তু তুমি ছুটে এসেছ শুধুমাত্র হাইম হাইকেলের সাহায্যার্থে। তোমার এই বিশেষ সিলেকশনই প্রমাণ করে এর পেছনে বিশেষ কারণ কাজ করছে। সে কারণটা কি?’

‘আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু সে কারণ বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে। আমরা চাচ্ছি এই বলার কাজটা হাইম হাইকেল করবেন। তিনিই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। আমি কিছু কথা বেঞ্জামিনদের জানিয়েছি। আপনাদের প্রাথমিক অবগতির জন্য এটুকু বলতে পারি যে, জনাব হাইম হাইকেল যে ষড়যন্ত্রকে ঘৃণা করেছেন, সেই ষড়যন্ত্রকে আমরা দিনের আলোয় আনতে চাই। এখানেই তাঁর সাথে আমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য।’

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না। ভাবনার চিহ্ন সবার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। চোখ তুলল কামাল সুলাইমানের দিকে। আস্তে করে বলল, ‘তোমাদের কি অজু আছে। আসরের নামাজ পড়ে নিতে হয়।’

‘আমাদের অজু আছে মুসা ভাই।’ বলল কামাল সুলাইমান।

এবার আহমদ আহমদ মুসা তাকাল আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘মাফ করুন। আপনাদের ভাবনার মধ্যে ডিস্টার্ব করছি।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘আমাদের আসর নামাজের সময় হয়েছে। আপনারা অসুবিধা মনে না করলে এখানেই পড়ে নিতে চাই।’

আয়াজ ইয়াহুদ একটু নড়ে চড়ে বসেই দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘নো প্রোব্লেম। কোথায় পড়তে চাও?’

পাশেই ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ওখানেই পড়ে নেয়া যায়।’

‘কিছু লাগবে?’ আয়াজ ইয়াহুদের জিজ্ঞাসা।

‘অজু আমাদের আছে। একটা পরিষ্কার চাদর হলে চলে, না হলেও ক্ষতি নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

আয়াজ ইয়াহুদ নুমা ইয়াহুদের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলার আগেই নুমা ইয়াহুদ উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি চাদর আনছি।’

আসরের চার রাকাত নামাজ শেষে আহমদ মুসারা ফিরে এল তাদের আসনে।

নামাজের সময় এরা চারজন কেউ কথা বলেনি। তারা সবাই অপলক চোখে ওদের নামাজ পড়া দেখছিল।

আহমদ মুসা বসার পর আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, ‘আহমদ মুসা মি. হাইম হাইকেলের সাথে তোমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্যের কথায় আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত হলো। এখন আরেকটা কৌতূহলের উত্তর দাও। তোমাদের পরিচয় প্রকাশ না হলে আজ এই নামাজ তোমরা কি করে পড়তে? এতদিন তোমরা কি করে নামাজ পড়েছ?’

'বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নামাজ কাজা রেখে পরে পড়ে নেয়া যায়। আর আমি চেষ্টা করি নামাজের সময় এড়িয়ে প্রোগ্রাম করতে। আজকের আসরের নামাজ আমরা ঠিক সময়ে পড়েছি। পরিচয়ের ব্যাপারটা না ঘটলে আলোচনা শেষে আস্তানায় ফিরে গিয়ে পড়ে নেবার চেষ্টা করতাম।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাদের নামাজ আমার খুব ভালো লেগেছে। এই নামাজ প্রমাণ করেছে আপনারা আধুনিকতা, শৃঙ্খলা ও সামরিকতার সাথে আধ্যাত্মিকতার অদ্ভূত সংযোগ ঘটিয়েছেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আমরা ঘটাইনি, আল্লাহ ঘটিয়েছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি। তাহলে সংযোগটা আরও স্বাভাবিক, আরও মজবুত ও কার্যকরী হলো।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'ইসলামের অনেক বিউটির মধ্যে এটা একটা নুমা।' বলল আহমদ মুসা।

'একটা দেখলাম। অন্যগুলোও দেখতে হবে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'হঠাৎ এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন নুমা?' বলল নুমার মা মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ।

'হঠাৎ নয় আম্মা। আমার মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সারা জেফারসন। জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসন যদি ইসলাম ধর্মকে আজকের যুগোপযোগিতার ক্ষেত্রে এক 'মিরাকল রিলিজিওন' বলতে পারেন, তাহলে আমি হব না কেন?'

এ সময় একজন সিকিউরিটির লোক সিঁড়ি ভেংগে দ্রুত উপরে উঠে এল।

আয়াজ ইয়াহুদ প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে তাকাল তার দিকে।

সিকিউরিটির লোকটি কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'স্যার কিছু লোক আমাদের গেটের সামনে এবং পেছনে দরজার ওপাশে পজিশন নিয়েছে। গায়ে ওদের লম্বা কোট। নিশ্চয় অস্ত্র আছে কোটের আড়ালে। গেটের বাইরে ওদের দুটো গাড়ি দাঁড়ানো।'

'তোমরা ওদের বাধা দাওনি কেন? পুলিশে খবর দিয়েছ?' শুকনো কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ। তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'স্যার আপনার নির্দেশ হলেই জানাব।' বলল সিকিউরিটির লোক।

আয়াজ ইয়াহুদ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘দেখ ওরা আমার বাড়ি আক্রমণ করতে এসেছে। পুলিশের দায়িত্ব একে ফেস করা। তোমরা কেউ এর সাথে জড়িয়ে না পড়া ভাল হবে। তোমার মত কি?’

‘আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু পুলিশকে এখনও বলা হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলছি’ বলেই মোবাইলে টেলিফোন করল পুলিশকে।

পুলিশের সাথে কথা বলা শেষ করে বলল, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে পৌঁছে যাবে।’ বলল দ্রুত কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদ। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা খবর দিতে উপরে আসা সিকিউরিটির লোককে বলল, ‘তুমি গেটে যাও আমি আসছি। ওদের গতিবিধির দিকে নজর রাখ, কিন্তু বুঝতে দিওনা যে তাদের তুমি দেখেছ।’

সঙ্গে সঙ্গেই সিকিউরিটির লোক নিচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে আহমদ মুসা নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে, এই সময় সিকিউরিটির লোকটি চিৎকার করে ভেতরে ঢুকল। বলছিল সে চিৎকার করে, ‘ওরা এসে গেছে। ওরা বাড়িতে ঢোকার জন্যে ছুটে আসছে। আমি যাচ্ছি ওদিকে।’

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল কামাল সুলাইমানদের দিকে। বলল, সুলাইমান তুমি বাড়িতে প্রবেশের দরজায় দাঁড়াও। আর বুমেদীন বিল্লাহ তুমি এদের নিয়ে উপরে থাক। দুতালার সামনে গিয়ে নিচেরটা দেখা যায় এমন নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিতে পার। আর আমি বাইরে যাচ্ছি। সুলাইমান ও বিল্লাহ আমি এ্যাকশনে যাবার আগে তোমরা সুযোগ পেলেও গুলী করবে না।

‘কিন্তু ভাইয়া, আপনার কি বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে? ঢোকার পথে ওদের আক্রমণ করাই তো নিরাপদ বেশি।

‘সেটার জন্যে তোমরা থাকলে। আমি খালি হাতে বাইরে যাচ্ছি। দেখি পুলিশ আসা পর্যন্ত ওদের ঠেকানো যায় কিনা।’ বলে আহমদ মুসা তার জ্যাকেটের চেনটা খুলে দিতে দিতে ছুটল সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানকে দরজার আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে খালি হাতে বিস্ময়ের একটা চিহ্ন চোখে-মুখে এঁকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এল।

ওরা আট দশ জন গেটের ভেতর ঢুকে গেছে। সিকিউরিটির দুজন লোককে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

আহমদ মুসাকে দেখে ওরা অস্ত্র বাগিয়ে আহমদ মুসার দিকে ছুটে এল।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে বলল ওদের লক্ষ্য করে, ‘দাঁড়াও তোমরা। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়ি। ডাকাতির জায়গা এটা নয়। কি চাও তোমরা?’

আহমদ মুসা এই কথা গুলো এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে এমন মাষ্টারি ঢং-এ বলল যে, ওদের চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। থমকে গেল ওরা।

কিন্তু অবিলম্বে তা সামলে নিয়েই ওদের মধ্যে লম্বা-চওড়ায় বড় একজন অস্ত্র উঁচিয়ে একধাপ সামনে এগিয়ে বলল, ‘তুমি কে? রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা ডাকাতি করতে আসিনি। আমরা এসেছি কয়েকজন লোকের সন্ধানে। ওরা ভেতরে আছে। ওদেরই আমরা চাই।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভেতরে যাবার দরকার নেই। তোমরা কাকে চাচ্ছ? ড. নিউম্যানের বাড়িতে তোমাদের লোকদের যে হত্যা করেছিল, বারবারা ব্রাউনকে যে তোমাদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল তাকে?’

‘সামনে এগিয়ে এসেছিল যে লোকটি তার চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি এত কথা জান কি করে? তুমি কে?’

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমরা এবং তোমাদের নেতা আজর ওয়াইজম্যান যাকে খুঁজছে, আমি সেই।’

লোকটার মধ্যে ভুত দেখার মত একটা ভীতিকর বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু শিঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ হয়ে গেল সে। বলল চিৎকার করে, ‘চালাকি

করো না। আসল লোককে বাঁচাবার এটা একটা ফন্দী। আমরা যেন কিছুই বুঝি না! ঐ শয়তান হলে কি তুমি এভাবে খালি হাতে আসতে ধরা দেবার জন্যে!'

কথাটা শেষ করেই পেছনের সাথীদের উদ্দেশ্য বলল, এই তোমরা একজন একে বেঁধে ফেলে গাড়িতে তোল, আর সবাই এস বাড়িতে ঢুকতে হবে।'

লোকটির পেছনে অস্ত্র উঁচিয়ে আট-দশ জন লোক দাঁড়িয়েছিল।

লোকটির নির্দেশ পেয়েই একজন তার পকেট থেকে সরু নাইনল কর্ড বের করে হাতে নিয়ে পা বাড়াল আহমদ মুসার কাছে আসার জন্যে।

কিন্তু লোকটির কথা শেষ হতেই উচ্চ হাসির সাথে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তা আর হলো না মি. ....। ঐ দেখো, পুলিশ এসে গেছে।'

লোকটিসহ তার পেছনের সবাই যন্ত্রচালিতের মত পেছনে ফিরে তাকাল।

চোখের পলকে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নতুন কেনা এম-১০ মেশিন রিভলবার আহমদ মুসার হাতে চলে এল।

পেছনে পুলিশকে না দেখে প্রতারিত হওয়ার ক্ষোভে ফেটে পড়ে যখন মুখ ফিরাচ্ছিল, তখন আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার হাঁ করে ওদের লক্ষ্যে তাকিয়ে।

ওরা মুখ ফিরাতে আহমদ মুসা কঠোর কণ্ঠে বলল, 'সবাই অস্ত্র ফেলে দাও, তা না.........।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ওদের কয়েকজনের হাতের ভয়ংকর কারবাইন জাতের স্টেনগান আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে উঠে আসতে লাগল।

আহমদ মুসারও মুখের শেষ কথাগুলো হারিয়ে গেল। তার মেশিন রিভলবারের লক্ষ্য আগে থেকেই স্থির ছিল। এখন আহমদ মুসা ট্রিগার চেপে মেশিন রিভলবার ওদের ওপর দিয়ে দুবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

চেখের পলকেই সামনে এগিয়ে আসা লোকটিসহ দশ-বারো জন সকলেরই দেহ ভূমি শয্যা নিল। কারো দেহ সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল। কারো দেহ গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এ সময় চারদিক থেকে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। একদল পুলিশ গেট দিয়ে ঢুকে দ্রুত ছুটে আসল হত্যাকান্ডের স্থানের দিকে।

এদিকে দরজার আড়াল থেকে কামাল সুলাইমান এবং দুতালা থেকে ওরা সবাই ছুটে আহমদ মুসার কাছে এল।

একজন পুলিশ অফিসার ছুটে এসে আয়াজ ইয়াহুদের সামনে দাঁড়াল। ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য পুলিশ চারদিকে।

পুলিশ অফিসারের হাতে ওয়াকিটকি। সে ওয়াকিটকিতে কথা বলতে বলতেই আসছিল।

পুলিশ তার কথা শেষ করে আয়াজ ইয়াহুদকে বাউ করে বলল, 'স্যার বাড়ির চারপাশে যে কয়জন ছিল তারা সবাই ধরা পড়ে গেছে। আর সামনের এদেরতো আপনারাই সামাল দিয়েছেন। ধন্যবাদ স্যার।'

'ধন্যবাদ পুলিশ অফিসার' বলে আয়াজ ইয়াহুদ সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল। হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনকে পরিচয় করিয়ে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, এঁরা একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিটেকটিভ ফার্মের লোক। আর আহমদ মুসার পরিচয় দিতে গিয়ে বলল। ইনিও ঐ ফার্মের সাথে জড়িত এবং আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

'ও বুঝেছি, আপনি হাইম পরিবারের লোকদের নিয়ে ডিটেকটিভ ফার্মের লোকদের সাথে পরামর্শ করছিলেন। এই খোঁজ পেয়ে বুঝি এরা ছুটে এসেছিল। তাহলে কি এদের কোন সর্ম্পক আছে হাইম হাইকেলকে নিখোঁজ করার পেছনে? ভাববেন না স্যার। আমি সব দেখছি। আমি একদিন আগে নায়াগ্রা থেকে এই অফিসে এসে জয়েন করেছি।' বলেই অফিসারটি তার লোকদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল, লাশগুলো গাড়িতে তোল। আহতদের প্রতি লক্ষ্য রাখ যেন পালাতে না পারে। গাড়িতে ওদেরকে পাহারায় রাখ। আর বন্দীদের 'সেল' গাড়িতে তুলে নাও।'

তারপর আবার ফিরল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ স্যার। ডিটেকটিভ ফার্মের লোকেরা আপনার সাথে থাকায় এই শয়তানদের বাধা দিতে পেরেছেন। বড় অঘটন থেকে আপনারা বেঁচে গেছেন।'

বলে পুলিশ অফিসার হ্যান্ডশ্যাক করল আহমদ মুসা, কামাল সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ, বারবারা ব্রাউন ও হাইম বেঞ্জামিনের সাথে। তারপর ড. আয়াজ ইয়াহুদকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার আমরা চলি। রাত্রে একবার আমি খোঁজ নেব। দরকার হলে কষ্ট করে একটু টেলিফোন ঘুরাবেন।' গুড বাই স্যার।

চলে গেল পুলিশ অফিসার।

পুলিশের গাড়ি গেট থেকে বের হয়ে গেলে আয়াজ ইয়াহুদ গেটম্যান ও সিকিউরিটির লোকদের নির্দেশ দিল জায়গাগুলো পরিষ্কার করার এবং গেটের দিকে নজর রাখার জন্যে।

আয়াজ ইয়াহুদ সকলকে নিয়ে ভেতরে চলল। বলল, 'ডিনার না করিয়ে কাউকে ছাড়ছি না। এমন কি দরকার হলে রাতেও সকলকে থাকতে হতে পারে। আতংক কাটতে অনেক সময় লাগবে।'

'পুলিশের কাছে আমাদের পরিচয় দেয়াটা আপনার চমৎকার হয়েছে স্যার। আমাদের ডিটেকটিভ বলে পরিচয় দেয়ায় হত্যাকান্ডের ঘটনাটা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আর ডিটেকটিভদের সাথে হাইম পরিবারের লোকেরা এখানে উপস্থিত থাকায় ওদের আক্রমণটাও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

সবাই এসে আবার সোফায় বসল।

'এই নতুন পুলিশ অফিসারটা ভাল মনে হলো। মনে হচ্ছে ক্রিমিনালদের বিহিত উনি করবেন। কিছু কথাও আদায় করতে পারেন, যা প্রয়োজনে আসবে।' বলল আবার নুমাই।

'না নুমা। কাজের কিছু এদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এ লোকেরা পুতুল। নিছকই হুকুমের দাস। এরা ভেতরের কিছুই জানে না। সামনের লোকটা কিছুটা নেতা গোছের ছিল। সে বাঁচলে হয়তো কিছু জানার সম্ভাবনা ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলল, 'ফ্লোর এখন আমার। সবার তরফ থেকে বিশেষ করে আমার ও হাইম পরিবারের তরফ থেকে আহমদ মুসাকে

শুকরিয়া ও অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি আমাদের গায়ে কোন আচঁড় পর্যন্ত লাগতে না দিয়ে যে ঝুঁকি নিয়ে ....।

আহমদ মুসা আয়াজ ইয়াহুদের কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'যা ঘটে গেছে তা বাদ দিয়ে প্লিজ আসুন কাজের কথায় আসি।'

আয়াজ ইয়াহুদ থেমে গিয়েছিল। কিন্তু কথা বলে উঠল নুমা ইয়াহুদ আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই, 'ঐভাবে ওদের মুখোমুখি হওয়া কি আপনার ঠিক হয়েছে। ওরা যদি দেখা মাত্রই গুলী চালাত কিংবা পেছনে পুলিশের কথা বলে ওদের যদি আপনি বিভ্রান্ত করতে না পারতেন, তাহলে কি ঘটত?'

'যা ঘটেছে, সে রকমই কিছু ঘটত। আমার খালি হাত দেখার পর ওদের গুলী করার ইচ্ছা ৯০ ভাগই চলে গিয়েছিল। জেগে উঠেছিল আমাকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা। ওরা যদি গুলী করারও সিদ্ধান্ত নিত, তাহলেও একজন নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে ওদের বন্দুক উঠতে যে সময় নিত, সে সময়ে আমার মেশিন রিভলবার তার কাজ শেষ করে ফেলত। আর পেছনে পুলিশ দাঁড়াবার কথাটা মানে আমার প্রতারণার ফাঁদে ওদের পা না দিয়ে উপায় ছিল না। ফাঁদে পা না দেবার মত যোগ্য ওরা যদি হতোও, তবু গুলী করার আগে দুএকটা বাচালতা ওরা করতো, সেটুকু সময়ই যথেষ্ট ছিল আমার জন্যে ওদেরকে গুলীর শিকার বানাবার।' আহমদ মুসা বলল।

'অদ্ভূত! আপনার সময়ের এই হিসাব অংকের মতই নিখুঁত। ঐ টেনশনের মধ্যেও এই হিসাব আপনার মাথায় এল কি করে। অপশনসগুলোকে এইভাবে সাজালেন কি করে?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'শুধু চোর পালালেই বুদ্ধি বাড়ে তা নয়, চোর দেখলেও বুদ্ধি বাড়তে পারে।' হেসে কথাটা বলেই আহমদ মুসা আবার বলা শুরু করল, 'আমি মনে করি আজকের ঘটনার পর সরকার এ বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করবে। পুলিশের প্রতি আপনাদের আস্থা যদি না থাকে তাহলে কয়েকদিন সরে থাকাই আমি ভাল মনে করি। মিস ব্রাউন ও হাইম বেঞ্জামিন সম্পর্কেও আমার এই কথা। কিছু সময় সরে থাকা ভাল।'

‘মনে হচ্ছে তুমি কোথাও যাবার আগে আমাদের বিদায়ী উপদেশ দিচ্ছ। ব্যাপার কি?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘জি স্যার। ঠিক ধরেছেন। FBI চীফ জর্জ আব্রাহামের কোডেড ম্যাসেজ আমি মোবাইলে পেয়ে গেছি। আজ রাত্রেই আমরা সেখানে যাত্রা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে হাইম হাইকেলকে যেখানে আটকে রেখেছে, সে ঠিকানা তুমি পেয়ে গেছ?’ জিজ্ঞাসা আয়াজ ইয়াহুদের। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার দুটি চোখ।

‘জি হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

খুশির বান ডেকে উঠল বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখেও।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমার চেষ্টাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যাত্রা এই রাতে কেন? রাতটা রেস্ট নিয়ে সকালে রওনা হয়ে যাও।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া নয় স্যার। এই ধরণের কাজের সংস্কৃতি হলো, দেখা ও শোনার সাথেই কাজ চলবে। না হলে স্টেশনে পৌঁছে দেখা যাবে ট্রেন চলে গেছে।’

কথা শেষ করতেই আহমদ মুসার মোবাইলটা বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখল FBI চীফ জর্জ আব্রাহামের টেলিফোন।

দ্রুত কানে লাগাল টেলিফোন।

ওপ্রান্ত থেকে আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘মাই সান, তোমার জন্যে দুটি খবর। একটা ভাল, অন্যটা মন্দ। ভালো খবরটা হলো, প্রেসিডেন্ট তোমাকে তার সাথে একদিন ডিনার খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করেছেন। আর খারাপ খবরটা হলো চিড়িয়া উড়ে গেছে। ডবল এইচকে তোমাকে দেয়া ঠিকানা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’

খবরটা শুনতেই বুকের কোথায় যেন একটা আঘাত লাগল আহমদ মুসার। নিঃশ্বাসের তার ছন্দপতন ঘটল। সামলে নিতে মুহূর্ত কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহামই আবার কথা বলে উঠল, 'স্যরি মাই সান, তোমার খারাপ লাগছে জানি। আমাদের লোকেরা নতুন লোকেশনের সন্ধানে লেগে গেছে।'

'ধন্যবাদ জনাব। এই চিড়িয়া উড়ে যাওয়ার কারণ সর্ম্পকে কি ভাবছেন আপনি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'একেবারে সোজা অর্থ। আমার FBI-এর কোন লোক নিশ্চয় ওদের কাছে খবর বিক্রি করেছে।'

'তা আবারও তো করবে।'

'তা হতে পারে। যথেষ্ট সাবধান ও সিলেকটিভ হওয়ার পরও এই ঝুঁকি থাকছে বেটা। কি করব? আমার FBI-তে বিশ্বাসের দুটি সমান্তরাল ধারা কাজ করছে। একটি হলো, ইহুদীবাদীদের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে আমেরিকাকে চিরদিনের জন্যে মুক্ত করা। দ্বিতীয় ধারার বিশ্বাস হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইহুদীবাদীরাও আমাদের মিত্র হতে পারে, তাদের সাথে সহযোগিতা চলতে পারে। এই দ্বিতীয় ধারাকে প্রমোট করেছে ইহুদীবাদীদের অর্থ ও লোভের অন্যান্য বস্তু। সুতারাং বিশ্বাস ভংগের সংকট থেকে FBI কে খুব শীঘ্র মুক্ত করা যাবে না।

'ধন্যবাদ জনাব। একটা বাস্তবতাকে আপনি তুলে ধরেছেন। এই বাস্তবতা আমাকে আশা ভংগের কষ্টের মধ্যে ফেলল।' একটু হাসির সাথে বলল আহমদ মুসা।

'খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু হতাশ হয়ো না। আমি সামনে আরও সিলেকটিভ হবো। দেখা যাক । হ্যাঁ শোনো, খারাপ খবরের স্তুপে আমার সুখবরটা যে হারিয়ে গেল। কিছু বললে না যে!'

'এক্সিলেন্সির এই দাওয়াতে আমি নিজেকে নতুন করে সম্মানিত বোধ করছি। মহামান্য প্রেসিডেন্টকে জানাবেন আমার এই মিশন শেষ করেই আমি ওয়াশিংটনে আসছি।'

'ধন্যবাদ বেটা। তুমি যে সুখবরটা চাও, আশা করছি তাড়াতাড়িই তা তোমাকে দিতে পারবো। গুড বাই মাইসান।'

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, ‘প্রেসিডেন্টও তোমাকে দাওয়াত করেন! হিপ হুররে! তুমি সত্যিই ভাগ্যবান আহমদ মুসা।’

‘তার সাথে খারাপ খবরও আছে স্যার।’

‘কি সেটা?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘যে ঠিকানা পেয়েছিলাম, সে ঠিকানা থেকে জনাব হাইম হাইকেলকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’

‘নিশ্চয় তাহলে শয়তানরা জানতে পারে?’ শুকনো কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদের।

হাইম বেঞ্জামিন, বারবারা ব্রাউন ও নুমা সকলের চোখে-মুখে হতাশা নেমে এসছে।

‘নিশ্চয় স্যার। FBI-এর কেউ তথ্যটা ফাঁস করে দিয়েছে ওদের কাছে। FBI চীফ জর্জ আব্রহাম এ কথাই বললেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সর্বনাশ! তাহলে এখন কি হবে?’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘মি. জর্জ আব্রাহাম চেষ্টা করছেন। বাকি আল্লাহ ভরসা।’

আয়াজ ইয়াহুদের টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আহমদ মুসা থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ টেলিফোন ধরল।

ও প্রান্তের কথা শুনেই সে বলল, ‘ঠিক আছে অফিসার। ওঁরা এখানে আছেন। পাঠিয়ে দিন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।’

টেলিফোন রেখে দিয়ে আয়াজ ইয়াহুদ উদগ্রীব আহমদ মুসাকে বলল, ‘পুলিশ অফিসারটার টেলিফোন ছিল। উনি জানালেন, এখানে নিহত নেতা গোছের লোকটার মানিব্যাগে একটা চিরকুট পেয়েছে। সেটা একটা ই-মেইল। ই-মেইল মেসেজটা তারা বুঝতে পারছে না। তার একটা কপি পাঠাচ্ছে আমাদের ডিটেকটিভদের কাছে।’

‘আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের কথা মনে করেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ অফিসারটিকে একটু আলাদা মনে হচ্ছে।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘পুলিশ অফিসারটা আনকোরা। ষড়যন্ত্রকারীদের ছায়া এখনও ওঁর উপর পড়েনি। না হলে চিরকুটটা আমাদের এখানে আসতো না।’

আয়াজ ইয়াহুদ ও আহমদ মুসারা ডিনার শেষ করে ড্রইংরুমে ফিরে আসতেই পুলিশ অফিস থেকে পাঠানো পুলিশটি এল।

গেটের সিকিউরিটি তাকে নিয়ে এল আয়াজ ইয়াহুদের কাছে। পুলিশটা একটা স্যালুট দিয়ে একটি চিরকুট তুলে দিল। আয়াজ ইয়াহুদ ধন্যবাদ দিয়ে চিরকুটটি গ্রহণ করল।

পুলিশটিকে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

তার ইউনিফরম ও বেল্ট অতিমাত্রায় টাইট। আবার তার পায়ে কেটস, পুলিশের বুট নয়। তার মাথার চুলও পুলিশ কাট নয়। হ্যাটের পাশ দিয়ে চুল বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

পুলিশটি চিরকুট আয়াজ ইয়াহুদের হাতে দিয়েই আরেকটা স্যালুট শেষ করে পিছু হটছিল। তার দুহাত ছিল তার প্যান্টের দুপকেটে।

আহমদ মুসা হঠাৎ তার ভেতর থেকে এটা অশ্বস্তি অনুভব করল। পুলিশটির মুখে অস্বভাবিকতা দেখতে পেল সে। পকেটে হাত রাখাকেও সন্দেহজনক মনে হলো তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল তার রিভলবার। পুলিশটির দিকে রিভলবার তাক করে বলল, ‘দাঁড়াও, হাত উপরে তোল পুলিশ অফিসার।’

আহমদ মুসা তখন দাঁড়িয়ে গেছে।

পুলিশটি বোঁ করে ঘুরল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু পকেট থেকে তার হাত বের হওয়ার নাম মাত্র নেই। বরং তার দুচোখে হায়েনার দৃষ্টি।

আহমদ মুসা ব্যাপারটা বুঝল। মুহূর্তের বিলম্বে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।

আহমদ মুসার রিভলবার গুলী বর্ষণ করল। গুলী পুলিশটির কপাল গুড়িয়ে মাথা ছাতু করে দিল।

টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল পুলিশটি।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল চিৎ করে যাতে তার প্যান্টের দুপাশের পকেটে কোন চাপ না লাগে।

বিস্ময় ও আতংকে চিৎকার করে উঠে আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ, বারবারা ব্রাউন ও বেঞ্জামিন উঠে দাঁড়িয়েছে।

চোখে-মুখে অপার কৌতূহল নিয়ে বসে আছে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ।

'আহমদ মুসা পুলিশকে হত্যা করলে কেন?' আতংকগ্রস্ত কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'এ পুলিশ নয়। পুলিশ অফিসে টেলিফোন করুন।' আহমদ মুসা বলল।

'কি বলছ! এ পুলিশ নয়?' আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'না পুলিশ নয়। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে এর দুপকেটেই বিস্ফোরক আছে। পুলিশ অফিসারকে টেলিফোন করুন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু যদি পুলিশ হয় তাহলে মহাবিপদ ঘটবে। ডাকব পুলিশকে?'

'হ্যাঁ ডাকুন।'

পুলিশে টেলিফোন করল আয়াজ ইয়াহুদ।

সেই পুলিশ অফিসার একটা পুলিশ টীমসহ এসে পৌঁছল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

পুলিশ অফিসার পুলিশবেশী লোকটির দিকে একবার তাকিয়েই বলল, 'এ পুলিশ নয়। ব্যাপার কি স্যার? কি ঘটেছে? এ কোত্থেকে এল?'

আয়াজ ইয়াহুদ পুলিশবেশী লোকটির আসা থেকে সব কথা খুলে বলল।

শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে পুলিশ অফিসারটি। বলল, এ পুলিশ নয়, এটা ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু একে গুলী করে মারলেন কেন?'

'একে মারতে মুহূর্তও দেরি হলে এ আমাদের সবাইকে মারত।' আহমদ মুসা বলল।

‘কি করে বুঝলেন? এর দুহাতই প্যান্টের পকেটে। আপনার রিভলবারের সামনে সেতো পকেট থেকে হাতই বের করতে পারতো না।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘উত্তরের জন্যে এর দুপকেট পরীক্ষা করুন।’ আহমদ মুসা বলল।

পুলিশ অফিসার পকেট দুটির উপর চোখ বুলিয়ে বুঝল, কোন গোলাকার বস্তু পকেটে আছে, রিভলবার নয়।

ভ্রু কুঁচকালো পুলিশ অফিসারটি। ডাকল তার বিস্ফোরক এক্সপার্টকে। বলল, ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে এর পকেটে বোমা জাতীয় কিছু থাকতে পারে। দেখ ব্যাপারটি কি।’

বিস্ফোরক এক্সপার্ট পুলিশ অফিসারটি হাঁটু গেড়ে বসে কাঁচি দিয়ে আস্তে আস্তে, পকেট কেটে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল ক্রিকেট বলের মত গোলাকার দুটি বস্তু।

বিস্ফারিত হয়ে গেল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের দুচোখ। চিৎকার করে উঠল, ‘আপনারা সবাই সরে যান’।

সবাই দ্রুত নিচে নেমে গেল।

বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ পুলিশ অফিসার বোমা দুটির মুখ থেকে টেমপোরারি সেফটি কভার খুলে ডেটোনিটিং পিনটি খুলে নিল।

সবাই উপরে উঠে এল।

‘ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করেছেন।’ বলে সে আস্তে করে একটি বিস্ফোরক তুলে তার লেবেলটা দেখাল তার ইনচার্জ অফিসারকে।

দেখেই আঁৎকে উঠল পুলিশ অফিসার। বলল, ‘সর্বনাশ, এর একটি বিস্ফোরণ ঘটলে তো এই বাড়ি ধূলা হয়ে যেত।’ বলেই সে ফিরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। বাহককে একমাত্র হত্যাই এই বোমার বিস্ফোরণ রোধ করার উপায় ছিল। আপনি তাই করেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখন আমি ভাবছি, আমার পাঠানো পুলিশের অবস্থা কি?’

‘আমার ধারণা এই সন্ত্রাসীদের এক বা একাধিক লোক পুলিশ অফিস কিংবা এই বাড়ির আশে-পাশে ওঁৎ পেতে ছিল। তারাই আপনার পুলিশকে ধরে

জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছে যে, সে আজ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদের বাসায় আসছে। তাকে আটকে তার ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে তাদের লোককে তা পরিয়ে এখানে পাঠিয়েছিল বোমা ফেলার জন্যে। লোকটি কোনভাবে ইউনিফর্ম পরেছিল, কিন্তু জুতা কিছুতেই পরতে পারেনি। আর আপনার পুলিশ ওদের হাতেই আটকে আছে। অথবা পুলিশকে ওরা ছেড়েও দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. ডিটেকটিভ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনারা আজ এখানে হাজির ছিলেন।' বলেই পুলিশ অফিসার ফর্মালিটি সারার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর লাশ নিয়ে পুলিশরা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আয়াজ ইয়াহুদকে বলে গেল, আপনার বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। তবে আপনাকে ও হাইম পরিবারকে বলছি, এই ডিটেকটিভদের ছাড়বেন না। এঁদের সাহায্য আমাদেরও দরকার।'

পুলিশরা বেরিয়ে যেতেই আয়াজ ইয়াহুদ ও বেঞ্জামিন একসাথে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল আয়াজ ইয়াহুদ, 'তুমি মানুষ নও ফেরেশতা। বিকাল থেকে দুবার আমাদের সকলকে বাঁচিয়েছ।' আর বেঞ্জামিন বলল, 'আমার, আমার পরিবারের ও আমার পিতার অসীম সৌভাগ্য যে ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যে। ইদানিং আমার পিতা মুসলমানদের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মুসলমানদের জন্মগত বিদ্বেষের কারণে আমি একে ভালোচোখে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি, মুসলমানরা সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে আভির্ভুত হয়েছে। আর সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি.......।'

আহমদ মুসা নিজেকে ওদের বাহুর পাশ থেকে খুলে নিল এবং বেঞ্জামিনের মুখে হাতচাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। বলল আহমদ মুসা, 'আসুন আমরা বসি। ভূয়া পুলিশের দেয়া চিরকুট কি, ওটা ভূয়া না আসল, তা দেখা হয়নি। ভূয়া হলে আসলটা কি করে পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করা যেতে পারে।'

সবার সাথে আহমদ মুসা তার তার আসনে ফিরে এল। নিজের সোফায় ফিরে যাবার সময় আয়াজ ইয়াহুদ ভূয়া পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া চিরকুটটা

আহমদ মুসার হাতে দিল। দেবার সময় বলল,'আমি তো এর আগাগোড়া কিছুই বুঝিনি। কিছু বুঝার থাকলে তুমি বুঝবে।'

আহমদ মুসা চিরকুটের উপর চোখ বুলাল। নিঃসন্দেহ এটা ই-মেইলের ফটোকপি। তবে প্রেরকের জায়গায় যেখান থেকে এসেছে তার নাম নেই। ডেট আছে, পাতার নম্বরও আছে। দুবাক্যের ই-মেইল। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে 'DH Shifted to 776 from 833 stop AW asked you to reach there by Eleven.'

আহমদ মুসা ই-মেইলের উপর চোখ বুলিয়ে সেটা তুলে দিল কামাল সুলাইমানের হাতে। কামাল সুলাইলমান ই-মেইল পড়ল। বলল, DH এবং AW এর ভেতরেই রহস্য লুকিয়ে আছে ভাইয়া কিন্তু সংকেত আমি ভাঙতে পারছি না।

'যাদের কাছে ই-মেইলটা পাওয়া গেছে তাদের পরিচয় ও তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে মেলালে ই-মেইলের একটা অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠে। আরও একটা মজার ব্যাপার হলো, আমরা FBI চীফের কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে যে খবর পেলাম, বিস্ময়করভাবে তারই ফলো আপ এটা। সে খবরে আমরা জেনেছিলাম হাইম হাইকেলকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে এই খবর FBI চীফ দিতে পারেনি। কিন্তু এই ই-মেইল সেই খবরই আমাদের দিচ্ছে। দেখ..........।' আহমদ মুসা বাধা পেয়ে গেল।

আহমদ মুসাকে থামিয়ে সোৎসাহে কথা বলে উঠল কামাল সুলাইমান, 'তাহলে DH অর্থ ডবল এইচ মানে হাইম হাইকেল। আর AW এর অর্থ নিশ্চয় আমরা ধরে নিতে পারি 'আজর ওয়াইজম্যান।'

'ঠিক, কামাল সুলাইমান।' বলল আহমদ মুসা।

'ই-মেইল অনুসারে তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ভাইয়া, জনাব হাইকেলকে একই রাস্তার বা একই এলাকার এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, কামাল সুলাইমান। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন। বলল আহমদ মুসা।

তারপর তাকাল আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'স্যার শাপ অনেক সময় বর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বুঝতে পারি না। খারাপ ঘটনাও ভাল বার্তা বয়ে আনে।'

'তাইতো দেখছি আহমদ মুসা, ওরা আজ বাড়ি আক্রমণ করতে না এলে এই চিরকুট পাওয়া যেত না। চিরকুটটা পাওয়া না গেলে আমাদের হাইকেলেরও সন্ধান পাওয়া যেত না। সত্যিই আহমদ মুসা আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে তোমাকে।' আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'আমি বিশেষ হলাম কিভাবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'বিশেষ এর কারণ হলো সাহায্যটা ঈশ্বর তোমার কাছেই পাঠিয়েছেন। তুমিই মেসেজটির সংকেত ভেঙেছ। আমরা যেখানে সংকেত বুঝিইনি, সাহায্য নিতাম কি করে?

'যাক, সব প্রশংসা আল্লাহর।' বলেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, আমরা উঠছি জনাব। কামাল সুলাইমান চল। আর বুমেদীন বিল্লাহ তুমি এখানেই থাকবে।'

'আপনারা যাবেন, আমি থাকব কেন?' বুমেদীন বিল্লাহর কণ্ঠে কিছুটা বিদ্রোহের সুর।

'নিউইয়র্কে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। এখানকার পাহারায় আমাদের কাউকে থাকতে হবে না? সান্ত্বনার সুরে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে ভাইয়া। এর আগে আপনারা দুজন যখন নিচে গিয়েছিলেন ঘোর বিপদের মুখে, তখনও তো ওঁকেই রেখে গিয়েছিলেন। আজ বিকালে মার্কেটে গিয়েছিলেন আপনি ও মি. কামাল সুলাইমান। যখন কোথাও গেলেন তখন তাঁকেই রেখে গেলেন। নিশ্চিতভাবেই উনি গুড কাস্টোডিয়ান।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

ফুঁসে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'কাস্টোডিয়ান হওয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব নয়। কাস্টোডিয়ান ঠিক কাজ করছে কিনা, সেটা দেখা সাংবাদিকের দায়িত্ব।'

'তাহলে তো একজন সাংবাদিক কাস্টোডিয়ানের চেয়ে বড় কাস্টোডিয়ান।'

ত্বরিত জবাব হিসাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল বুমেদীন বিল্লাহ। তাকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা হেসে বলল, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত হই, তোমরা ঝগড়াটা পরে করো।'

বলেই উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল সকলকে লক্ষ্য করে, 'আপনারা সকলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমাদের এ যাত্রা যেন শুভ হয়। আমরা যেন লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। হাইম হাইকেল যেন মুক্ত হন।'

সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের চোখে-মুখেই একটা প্রবল ভাবাবেগ। কারও মুখে কথা নেই। নিরবতা ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, 'আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আর আমি জানি তোমার মত এক হাতেম তাই-এর সাথে আল্লাহর সাহায্য না থেকেই পারে না।' আবেগে ভারী আয়াজ ইয়াহুদের গলা।

'কিন্তু ভাইয়া, হাইম হাইকেল আংকেল মুক্ত হলেই কি আপনারা চলে যাবেন?' নুমা ইয়াহুদের এ প্রশ্নটা অত্যন্ত বেসুরো শোনালেও এর মধ্যে একটা হৃদয়স্পর্শী কাতরতা ছিল।

আহমদ মুসা হাসল। একটু ভাবল তারপর বলল, 'নুমা এত তাড়াতাড়ি আমরা আমেরিকা ছাড়তে পারবো না। তাকে উদ্ধারের পরই তো আমাদের আসল কাজ শুরু হবে, ধ্বংস টাওয়ারের নিচে যে সত্য চাপা পড়ে আছে সে সত্য উদ্ধারের কাজ।'

একটা নতুন কৌতূহল জাগল আয়াজ ইয়াহুদের, বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মুখে। কিন্তু সরল আনন্দে মুখ ভরে গেল নুমা ইয়াহুদের। বলল 'ধন্যবাদ' ভাইয়া।

বুমেদীন বিল্লাহকে সালাম দিয়ে, অন্যদের গুডবাই জানিয়ে পেছনে ফিরে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগুলো নিচে নামার জন্যে আহমদ মুসা।

৬

আহমদ মুসা 'ডেট্রয়েট'-এর 'অলিভার এইচ পেরী' রোডটা দেখে বিস্মিতই হলো।

অলিভার এইচ পেরী রোডটা ডেট্রয়েট-এর অভিজাত উত্তর এলাকার মাঝখান দিয়ে পুবে এগিয়ে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সেন্টক্লিয়ার কেনাল-এর তীর ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কেনাল এভিনিউতে গিয়ে পড়েছে।

সংকীর্ণ সেন্টক্লিয়ার কেনাল-এর মাঝখান দিয়ে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত। সেন্টক্লিয়ার কেনালটা দক্ষিণে গিয়ে 'লেক ইরী'তে, আর উত্তর প্রান্তটা মিশেছে গিয়ে 'লেক সেন্টক্লিয়ার'-এর সাথে।

অলিভার এইচ পেরী রোডের পুব প্রান্তে দাঁড়িয়ে চারদিকটাকে অদ্ভূত সুন্দর লাগল আহমদ মুসার। সেই সাথে তার মনটা ছুটে গেল কয়েকশ বছর আগের অতীতে। সে অতীতটা বড়ই রক্তরঞ্জিত। এই অঞ্চলেও বাস ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের। ১৬৬৮ সালে প্রথম এই অঞ্চলে ফরাসি বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে বিদেশীদের সংঘাত শুরু সেই থেকেই। বৃটিশরা এই অঞ্চল দখল করে নেয় ১৭৬৩ সালে। রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে তাদের শেষ ভয়ংকর যুদ্ধ হয় ১৭৯৪ সালে। এই মিচিগান এলাকা বৃটিশরা ১৮১৩ সালে শেষবারের মত দখলে আনে। এই দখলের 'লেক ইরী' যুদ্ধের বিজয়ী বৃটিশ সেনাপতি ছিলেন অলিভার এইচ পেরী। সেই বৃটিশ সেনাপতি অলিভারের নামেই ডেট্রয়েটের এই রাস্তা।

ডেট্রয়েটের এই রাস্তার সৌন্দর্য্য ও সিচুয়েশন আহমদ মুসাকে যতখানি অভিভূত করল, ঠিক ততখানি বিরক্ত হলো বাড়ির নম্বরটা খুঁজতে গিয়ে। আজর ওয়াইম্যানের ঐ লোকের কাছ থেকে পাওয়া ই-মেইল অনুসারে যে বাড়িতে এনে হাইম হাইকেলকে তোলা হয়েছে তার নম্বর হলো ৭৭৬, কিন্তু সাত শতের ঘরে

কোন নাম্বারই এই রাস্তায় নেই। আবার যেখান তাকে শিফট করা হয়েছে, সেই নম্বর হলো ৮৩৩ ই-মেইল অনুসারে। কিন্তু যেখানে ৭শ'র ঘরের নম্বরই নেই, সেখানে ৮ শতের ঘরের নম্বর আসবে কোত্থেকে?

দেখে-শুনে হতাশ কণ্ঠে কামাল সুলাইমান বলল, 'মনে হচ্ছে ভাইয়া ই-মেইলটাই ভূয়া।'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে হতাশার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু ভাবছে সে। বলল, 'যেখান থেকে যেভাবে ই-মেইলটা পাওয়া গেছে, তাতে এটা ভূয়া হবার সম্ভবনা নেই কামাল সুলাইমান।'

'কিন্তু নম্বর দুটা যে ভূয়া তা দেখাই তো যাচ্ছে।' বলেই কামাল সুলাইমান হঠাৎ লাফ দিয়ে ঘুরে আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল দ্রুতকণ্ঠে ভাইয়া নম্বরের মধ্যে কোন ধাঁধা আছে কি না!'

'সেটাই ভাবছি কামাল সুলাইমান।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা স্বগতোক্তির মত শোনাল। ভাবছিল আহমদ মুসা। এক সময় সে বলে উঠল, 'যেখান থেকে হাইম হাইকেলকে শিফট করা হয়েছে, সেই ঠিকানা জর্জ আব্রাহামের মেসেজে আছে। কিন্তু তাতে বাড়ি নাম্বার নেই, বাড়ির নাম আছে। আমরা যদি বাড়ির নাম ধরে খুঁজে বাড়িটা বের করতে পারি, তাহলে বাড়ির নম্বর পাওয়া যাবে এবং সে নম্বরের সাথে এই ই-মেইলের নম্বর মিলালেই নম্বরের ধাঁধাঁ পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইল বের করে মেসেজটা দেখে নিল। বাড়িটার নাম 'অলিভার হাউজ।'

'বাড়ির নাম 'অলিভার হাউজ' কামাল সুলাইমান। নামটা বিখ্যাত। নিশ্চয় বড় আকারেই লেখা থাকবে নামটা। চল খুঁজে বের করি।'

বলে আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করল।

সন্দেহ সৃষ্টি না করে এমনভাবে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার কষ্টকর সন্ধান শেষে 'অলিভার হাউজ' তারা পেয়ে গেল। রাস্তার দক্ষিণ পাশের পুব প্রান্তের শেষ বাড়ি ওটা। বাড়িটার ছাদ থেকে সেন্টক্লিয়ার কেনালে প্রায় থু থু ফেলা যায়। আর ছাদ সোজা নিচে তাকালেই কেনাল এভেনিউ।

বাড়িটার সামনে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল আহমদ মুসা। পুরাতন ধরনের বিশাল বাড়িটার শ্বেত পাথরের নেম প্লেটে বাড়িটার নামের নিচেই জ্বল জ্বল করছে বাড়িটার নম্বরঃ ৩৩৮ অলিভার এইচ পেরী রোড।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমান দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখল বাড়ির নাম ও নম্বর।

'ই-মেইল যে ভূয়া, এই বাড়ির নাম ও নম্বরই আবার তা প্রমান করল ভাইয়া।' বলল কামাল সুলাইমান।

'তুমি একজন গোয়েন্দা। চিন্তা না করে কমেন্ট করা তোমার সাজে না। তুমিই বলেছ ই-মেইলের নম্বরের মধ্যে ধাঁধাঁ থাকতে পারে। সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি ভাইয়া, আপনি পাশে থাকায় আমি গোয়েন্দা সে কথা ভুলে গেছি। কারণ সূর্য যখন আকাশে থাকে, তখন চাঁদের কোন দায়িত্ব থাকে না।'

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের এই কথার কোন জবাব দিল না।

ভাবছিল সে।

এক সময় আহমদ মুসার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কামাল সুলাইমান ই-মেইলের বাড়িটার নম্বর কত আছে?'

'৮৩৩ ভাইয়া।'

'এ বাড়িটার নম্বরটা ডান দিকে পড়তো কত দাঁড়ায়?'

কামাল সুলাইমানের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ইউরেকা', ইউরেকা', পাওয়া গেছে ভাইয়া। ই-মেইলে এ বাড়ির নম্বর ডান দিক থেকে লিখে ৩৩৮ কে ৮৩৩ বানিয়েছে।'

'নতুন বাড়ির যেখানে হাইম হাইকেলকে শিফট করা হয়েছে, তার নম্বর লেখার ক্ষেত্রেও তাহলে ওরা ঐ নীতির অনুসরণ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক ভাইয়া। তাহলে নতুন নম্বর দাড়াচ্ছে ৬৭৭ যাকে ডান দিক থেকে লিখলে দাঁড়ায় ৭৭৬ যা ই-মেইলে লিখা হয়েছে।' সাফল্যের আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে বলল কামাল সুলাইমান।

‘এতক্ষণ ধরে রাস্তার বাড়িগুলোর নম্বর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে রাস্তার উত্তর পাশের পুব প্রান্তের কোন বাড়ি হবে এটা। যতদূর মনে পড়ছে শেষ বাড়িটাই নম্বরই এই নম্বর ছিল। সে বাড়িটাও দেখেছি এ বাড়িটার মতই বিশাল ও পুরানো ধাঁচের।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চলুন ভাইয়া, যাওয়া যাক।’

‘চল, নম্বরটা দেখা যাক। তবে বাড়িতে এখন ঢুকব না।’

রাস্তা ক্রস করে আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান চলল অলিভার এইচ পেরী রোডের উত্তর পাশে পুব প্রান্তের দিকে।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

দুজনেরই পরণে ট্যুরিস্ট পোশাক। কাঁধে ট্যুরিস্ট ব্যাগ। দুজনের মাথার চুল কালো-লালে মেশানো, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখ ভরা দাড়ি। লাল। মুখে রয়েছে লাল মেক আপ। সব মিলিয়ে তারা দুজন নিখুঁত ইউরোপীয় ট্যুরিস্ট পরিণত হয়েছে।

বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা।

রাস্তার পাশে কারুকাজ করা বড় গেট।

গেটের পরে বাগান। বাগানের পর বিশাল এলাকা নিয়ে তিনতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাড়িটার অন্য তিন পাশেও দক্ষিণ পাশের মত বাগান হবে মনে করল আহমদ মুসা। এ ধরনের বাড়িতে কোন অভিযানে যাওয়া সুবিধাজনক, ভাবলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার নম্বর আনন্দের সাথে দেখছে আর এসব ভাবছে। আর পথচারীরা ভাবছে দু’বিদেশী ট্যুরিস্ট বাড়িটার ঐতিহ্য, বিশাল ও সুন্দর গেটটার কারুকাজ দেখছে হাঁ করে।

হঠাৎ এক সময় আহমদ মুসা ও কাসাল সুলাইমান দুজনেই অনুভব করল, তাদের পেছনে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াবার পরমুহূর্তেই শক্ত দুটি বস্তু এসে তাদের পিঠে ঠেকল। স্পর্শের ধরন থেকে তারা নিশ্চিতই বুঝল তা বাঘা সাইজের রিভলবারের নল হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনই একসাথে ফিরে তাকাচ্ছিল। কিন্তু পেছন থেকে কে একজন শক্ত কণ্ঠে বলল, 'রিভলবারের সাইলেন্সার আছে। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেই গুলী করে দেব। চল সামনে চল।'

তার কথার সাথে সাথেই রিভলবারের নলের গুতো খেল তারা পিঠে।

ঘাড় আর ফেরানো হলো না আহমদ মুসাদের। লোকদের দেখতেও পেল না, জানাও হলো না কয়জন তারা। রিভলবারের গুতো খেয়ে তারা সুবোধ বালকের মত হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। পেছনের লোকেরাও ছায়ার মত আসতে লাগল তাদের পেছনে।

তারা গেটের মুখোমুখি হতেই গেট খুলে গেল।

আহমদ মুসারা ও পেছনের লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করতেই পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই।

আহমদ মুসারা চারদিকটা দেখার জন্যে চোখ তুলে মাথা ঘুরাচ্ছিল। এমন সময় ঘাড়ে কানের নিচটায় প্রচন্ড হাতুড়ির মত একটা আঘাত এসে পড়ল।

গোটা দেহ তার ঝিম ঝিম করে উঠল। ঘুরে গেল মাথা। দুই চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল। বোধশক্তি হারিয়ে গেল এক নিকশ অন্ধকারে।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানের দেহ এক সাথেই সংজ্ঞা হারিয়ে খসে পড়ল মাটিতে।

৭

ভর্তি মদের গ্লাসটা গলায় উপুড় করে মুখ বিকৃত করে শেরিল শ্যারন বলল, ‘এই শালা নিশ্চয় আহমদ মুসা। মনে একটু ভয়-ভীতি নেই। কথা বলছে যেন এটা শ্বশুর বাড়ি। এরকম পাথরের মত নার্ভ তো আহমদ মুসা ছাড়া আর কারো নেই। শালাকে এইবার ফাইনাল ফাঁদে ফেলেছি। মৃত্যুর বাইরে তার মুক্তি নেই।’

থামল শেরিল শ্যারন।

মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেরিল শ্যারন বর্তমানে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি ও ওয়াল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) দুয়েরই প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে, ডেট্রয়েটে। চরম সাম্প্রদায়িক হিসাবে তার বদনাম ছিল মার্কিন সেনাবাহিনীতে। বৈষম্যমূলক কিছু কাজের অপরাধেই তার চাকুরী যায় সেনাবাহিনী থেকে। চাকুরী যাবার পরেই সে জেনারেল শ্যারনের গোয়েন্দা দলে যোগ দেয়। এখন সে আজর ওয়াইজম্যানের WFA এর সাথে কাজ করছে।

শেরিল শ্যারন থামতেই তার টেবিলের ওপাশে বসা বডি বিল্ডার গোছের জো বিশপ বলল, ‘তার ধরা পড়ার পেছনে বেশি কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের নিউইয়র্ক অফিসের জেমস-এর। সেই তো খবর দিয়েছে বিদেশী চেহারার দুজন লোক আজ রাতেই ডেট্রয়েটে রওয়ানা দিয়েছে।’

জেমস হলো আয়াজ ইয়াহুদের বাড়িতে হামলাকারীদের একজন। হামলাকারীদের মধ্যে সে একমাত্র পালাতে পেরেছিল। নিউইয়র্ক অফিসসহ সব জায়গায় সেই তাদের অভিযানের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের খবর পৌঁছায়। সে আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ির পাশে শেষ পর্যন্ত ওঁৎপেতে ছিল। আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ি থেকে বের হলে সে তাদের পেছনে পেছনে

যায়। আহমদ মুসারা ডেট্রয়েটে যাবার জন্যে যে প্লেনের টিকিট কেটেছে সেটাও সে জেনে নেয় এবং জানিয়ে দেয় ডেট্রয়েট অফিসকে।

'জেমস নিজের থেকে যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে তার তুলনা হয় না। তাকেই নিউইয়র্কের চীফ বানিয়ে দেবার সুপারিশ আমি করব।' বলল শেরিল শ্যারন।

'কিন্তু স্যার, এখনও তো আমাদের চীফ আজর ওয়াইজম্যানের কাছ থেকে কোন মেসেজ এল না। এই কথিত আহমদ মুসাদের আমরা কি করব, কোথায় রাখব, সেটা তো আমাদের জানা দরকার।' জো বিশপ বলল।

'এখনও হয়তো উনি আকাশে আছেন। ফ্লোরিডা পৌঁছার পরেই আমাদের বার্তা পাবেন। তারপরই আসবে তার জবাব।

জো বিশপ হাত ঘড়িটা দেখল। বলল, 'স্যার বিমানটা যদি ঠিক সময়ে ফ্লাই করে থাকে, তাহলে সিডিউল মোতাবেক এখন থেকে ২০ মিনিট আগে তিনি ফ্লোরিডায় পৌঁছে গেছেন।'

জো বিশপের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই শেরিল শ্যারনের মোবাইল সেটটা বেজে উঠল।

সেটটা উঠাল শেরিল শ্যারন।

'হ্যালো। গুড মর্নি। আমি এস. শ্যারন বলছি।' বলল শেরিল শ্যারন।

'গুডমনিং, আমি আজর ওয়াজম্যান। তোমার জরুরি মেসেজটা কি, তাড়াতাড়ি বল।

শেরিল শ্যারন আহমদ মুসাদের পাকড়াও করার ঘটনাটা জানিয়ে বলল, 'আমাদের মনে হচ্ছে স্যার সে আহমদ মুসাই হবে।'

গলা ছড়িয়ে সোৎসাহে বলে উঠল আজর ওয়াইজম্যান, তার চেহারা ও শরীরের বর্ণনা দাও তো।

বর্ণনা দিল শেরিল শ্যারন।

বর্ণনা শুনে আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'মিলে যাচ্ছে শ্যারন। তুমি ঠিকই ধরেছ। হাইম হাইকেলকে উদ্ধারে আহমদ মুসা আসতেই পারে।'

তারপর একটু নিরব থেকেই উচ্ছাসিত গলায় আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছ শ্যারন। তুমি শিয়াল ধরতে গিয়ে সিংহ ধরার মত কাজ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। কোথায় রেখেছ তাকে?'

'ভূগর্ভস্থ কয়েদ খানায়। পিছ মোড়া করে হাত পা বাঁধা হয়েছে। তার উপর ক্লোরাফরম করে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হয়েছে। ঘরের দরজায় দুজন পাহারাদার রাখা হয়েছে।'

'গুড। কিন্তু আহমদ মুসার জন্যে এটুকু যথেষ্ট নয়। তুমি নিজেই ঘরটার উপর চোখ রাখ। মনে রেখ অস্যধ্য সাধন করার ক্ষমতা আহমদ মুসার আছে। আমি জরুরি কাজ সেরে আজ রাতেই রওয়ানা হব। ততক্ষণে তাকে যে কোন মূল্যে ধরে রাখ। মনে রেখ তাকে ধরে রাখা হাইম হাইকেলের চেয়েও লক্ষগুনে জরুরি। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা দুনিয়ায় আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাকে নিশ্চিহ্ন করার উপর। সে কাজ আমি করব, আসছি। গুড বাই।'

শেরিল শ্যারন টেলিফোন রেখে বলল, 'দেখেছ বিশপ, বসের গলা কাঁপছে। যার সম্পর্কে কথা বলতে এতদূর থেকে বসের গলা কাঁপছে, তাকে আমরা পাকা ফল ছিঁড়ে নেয়ার মত কেমন সহজে ধরে ফেললাম।'

'যতটা ভয়ংকর শুনেছি, তেমন মনে হয়নি স্যার। ভয়ংকররা স্বভাবগতভাবেই গোঁয়ার হয়, কিন্তু একে দেখলাম নিরেট ভদ্রসন্তান।'

'ভদ্র ভয়ংকররাই বেশি ভয়ংকর হয়। আহমদ মুসা সে রকমই একজন।' বলেই হাত ঘড়ির দিকে তাকাল শেরিল শ্যারন। বলল দ্রুত কণ্ঠে জো বিশপকে, 'এখন হাইম হাইকেল জেগে উঠার কথা। যাও বল, ওকে লাঞ্চ খাইয়ে আবার ঘুমিয়ে দিতে হবে। ঘুমের ঔষধ আগের ডোজ অনুসারেই।

শুনেই জো বিশপ উঠতে যাচ্ছিল। এ সময় ইন্টারকম প্যানেলের ইমার্জেন্সী লাল বাতি জ্বলে উঠল। সেই সাথে বেজে উঠল টেবিল সাইরেন। তারপর শ্যারনের পি.এ-এর টেলিফোন, 'স্যার কোথাও থেকে গুলীর আওয়াজ আসছে। সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ থেকে ইমার্জেন্সি ঘোষনা করা হয়েছে।'

লাফ দিয়ে উঠল শেরিল শ্যারন।

শেরিল শ্যারন ও জো বিশপ দুজনেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

লক্ষ্যবিহীনভাবে ছুটতে গিয়ে শেরিল শ্যারন বলল, ‘অসাধ্য সাধন যে করতে পারে, সেই আহমদ মুসার বন্দীখানার দিকে আগে চল।’

পরবর্তী বই

ধ্বংস টাওয়ারের নিচে

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Abu Bakkar Siddique
2. Omar Faruk
3. Muhammad Shahjahan